পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 243 Sunday, 3 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৪২ সংখ্যা ✱ ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩২ রবিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

পুণ্যভূমি বারাণসীতে দাঁড়িয়ে সিঁদুরের সাফল্য মহাদেবকে উৎসর্গ মোদির

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ ওরা আমাদের মেয়েদের মাথার সিঁদুর কেড়ে নিয়েছিল। আমরা তার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। পুণ্যভূমি বারাণসীতে দাঁড়িয়ে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য মহাদেবকে উসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার বারাণসীর একটি জনসভা থেকে মোদি বলেন, অপারেশন সিন্দুরের পর এই প্রথম আমি কাশীতে এসেছি। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন নিরীহ নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। আমাদের মেয়েদের সিঁদুর কেড়ে নিয়েছিল। আমরা তার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। মহাদেবের আশীর্বাদে আমি তা সফলভাবে করতে পেরেছি। পহেলগাঁওয়ের বদলা নিয়েছি। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য আমি মহাদেবের চরণে উৎসর্গ করছি। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর গোটা উপত্যকাজুড়ে শুরু হয়েছে জঙ্গিদমন অভিযান। গত সোমবার শ্রীনগরে ‘অপারেশন মহাদেবে’ অভিযানে পহেলগাঁও হামলায় যুক্ত ৩ পাক জঙ্গিকেই খতম করেছে ভারতীয় সেনা। ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হামলার পর এতদিন গা ঢাকা দিয়ে ছিল জঙ্গিরা। তবে সম্প্রতি জঙ্গিদের কাছে থাকা টি৮২ আল্ট্রাসেট কমিউনিকেশন ডিভাইস চালু করে জঙ্গি মুসা। সেই সূত্র ধরেই লোকেশন খুঁজে হত্যা করা হয় জঙ্গিদের। সকাল ৮টা থেকে ১১টা মাত্র তিন ঘণ্টার অপারেশনে মুসার পাশাপাশি খতম হয় আরও দুই পাক জঙ্গি।

বিহারে খসড়া ভোটার তালিকায় নাম নেই তেজস্বীর! ‘কি ভাবে নির্বাচনে লড়ব?’

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট ঃ সংশোধিত ভোটার তালিকায় নেই তেজস্বী যাদবের নাম! বিস্ফোরক দাবি করলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার বিহারে সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তারপরেই বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন আরজেডি নেতা। সাংবাদিক সম্মেলন করে লালুপুত্র প্রশ্ন তোলেন, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে তিনি নির্বাচনে ল।বেন কী করে? শুক্রবার বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। তার পরের দিনই সাংবাদিক সম্মেলনে তেজস্বী জানান, তাঁর নামও সংশোধিত ভোটার তালিকার খস।া থেকে বাদ পড়েছে। যথাযথ নথিপত্র জমা দিয়ে বিএলওর কাছে গিয়ে ফর্ম ভরেছিলেন বলেই জানান লালুপুত্র। কিন্তু ইলেকটোরাল রোলে তাঁর এপিক নম্বরে তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে না নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে। নিজের ফোনও দেখান তিনি। তেজস্বীর প্রশ্ন, ভোটার তালিকায় আমার নাম না থাকলে কী করে ভোটে লড়ব? তেজস্বী আরও বলেন, ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে খসড়া থেকে, অর্থাৎ বিহারের মোট ভোটারের ৮.৫ শতাংশ। কমিশন যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে ভোটারের ঠিকানা, বুথ নম্বর, এপিক নম্বর কিছুই নেই। ফলে কার নাম বাদ পড়েছে সেটা ধরার কোনও উপায় নেই। তেজস্বীর এহেন দাবির পর এসআইআর কে তুলোধোনা করে, তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, বিজেপির হয়ে চক্রান্ত করছে কমিশন। বিরোধীদের ভোটে লড়তেই না দেওয়ার ছক কষছে। তেজস্বীর নাম যদি ভোটার তালিকাতেই না থাকে তাহলে তো নির্বাচনে লড়তে পারবেন না তিনি। যদিও লালুপুত্রের এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে কমিশন। তেজস্বীর নাম রয়েছে এমন একটি নথি প্রকাশ করে কমিশন জানিয়েছে, হয়তো পুরনো এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করেছেন লালুপুত্র তাই নাম খুঁজে পাননি। কিন্তু খসড়ায় নির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছে তেজস্বীর নাম। উল্লেখ্য, বিহারে এসআইআর-এর তীব্র বিরোধিতা করে বারবার প্রতিবাদ করেছে ইন্ডিয়া। সংসদ থেকে শুরু করে জনসভা, এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিরোধী নেতারা।

‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’,বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ বাংলার মানুষকে তৃণমূল স্তরে পরিষেবা প্রদানের জন্য আমাদের যে ধারাবাহিক উদ্যোগ তাতে আজ একটি নতুন পালক যুক্ত হল। আমি নিশ্চিত, সকলের সহযোগিতায় এই প্রকল্পও আমাদের অন্যান্য প্রকল্পের মতো চূড়ান্তভাবে সফল হবে। শনিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, আজ আমরা ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ নামে আর একটি নতুন প্রকল্প চালু করলাম। এটা একটা অনন্য স্কিম। সারাদেশে এই রকম উদ্যোগ এই প্রথম। এই প্রকল্পে মানুষ নিজেদের বুথ এলাকার সমস্যাগুলো নিজেরাই চিহ্নিত করবেন, অগ্রাধিকার দিয়ে তালিকা তৈরী করবেন আর আমাদের সরকার সেই তালিকা মেনে কাজের রূপায়ণ করবে। রাজ্য জুড়ে যে ৮০ হাজারের বেশি বুথ আছে, সব কটাতেই এটা হবে। ৩টে বুথ মিলে একটা ক্যাম্প হবে যেখানে সরকারি কর্মীরা এলাকার মানুষের সমস্যার কথা শুনবেন। এভাবে মোট ২৭ হাজারেরও বেশি ক্যাম্প করা হবে। আজ প্রথম দিনে রাজ্যজুড়ে ৬৩২টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি ক্যাম্পেই ‘ সরকার’-এর পরিষেবাও পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য আমাদের সরকার বুথপিছু ১০ লক্ষ করে টাকা করে মোট ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি দেবে। আমি বাংলার সকল মানুষকে অনুরোধ করব, আপনারা সবাই আপনাদের কাছের ক্যাম্পে যান এবং নিজেদের মতামত দিন। সরকারি আধিকারিকরা আপনাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। আমি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সকল আধিকারিক সহ সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দুয়ারে সরকার’-এর পর ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবার বুথ স্তরে পৌঁছবে প্রশাসন। সরাসরি হবে নাগরিক সমস্যার সমাধান। আগামী

২ আগস্ট থেকে শুরু ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’। আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। পাওয়া যাবে মোট ১৬ রকমের পরিষেবা।নিকাশি, নর্দমা ঢাকার বন্দোবস্ত, সোক পিট, কালভার্ট নির্মাণ ,পানীয় সরবরাহ টিউবওয়েল, জলের পাইপের কাজ, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, জলের ট্যাঙ্কপথবাতি, এলইডি আলো, সোলার আলো,শৌচালয়, বাজার এলাকায় শৌচালয় তৈরি, আইসিডিএস কেন্দ্রের উন্নয়ন, ছাদের দেখভাল, জলের বন্দোবস্ত, খেলার জায়গার ব্যবস্থা, সীমানা প্রাচীরের বন্দোবস্ত, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্কুলের দেওয়ালের সৌন্দর্যায়ন (আঁকা), শৌচালয় সংস্কার, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, বেঞ্চ,ছাদ, পুকুর, পুকুর খনন, ঘাট বাঁধানো , বর্জ্য, নোংরা ফেলার জায়গার ব্যবস্থা, ময়লা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত খোলা জায়গায় জনতার সুবিধায়, বেঞ্চ,শেড নির্মাণ,কমিউনিটি শেডের সংস্কার,বাজার,স্টল সংস্কার, নিকাশির বন্দোবস্ত, আলোর ব্যবস্থা,সাংস্কৃতিক উদ্যোগ বৃদ্ধি, ছোট মঞ্চ,পতাকা উত্তোলনের বন্দোবস্ত, উৎসব আয়োজনের জায়গা অন্যান্য। পুজোর দিন এবং সরকারি ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে জেলার প্রতিটি ব্লকে, গ্রামে বা শহরাঞ্চলে শিবির করে স্থানীয় সমস্যার খতিয়ান তুলে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, তিনটে করে বুথ নিয়ে একটা সেন্টার হবে। সমস্যা শোনার পর সেই কাজ করা হবে। সব কাজ হবে অনলাইন মাধ্যমে, স্বচ্ছতা মেনে। মানুষ নিজের সমস্যা নিজে জানাতে পারবেন। যেহেতু রাজ্যে প্রায় ৮০ হাজারের বেশি বুথ রয়েছে তাই ২৭ হাজার ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

হাই কোর্টে শর্তসাপেক্ষে রোহিঙ্গা ইস্যুতে দিঘায় মিছিলের অনুমতি পেলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ শর্ত সাপেক্ষে দিঘায় মিছিল করার অনুমনি পেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রোহিঙ্গা ইস্যুতে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় মিছিল করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন শুভেন্দু। প্রশাসনের থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা, সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কলকাতা হাই কোর্টে এই ইস্যুতে দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কলকাতা হাই কোর্ট এদিন মিছিলের অনুমতি দিল। বাংলায় রোহিঙ্গারা থাকছে। শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্যের বিজেপি নেতারা এই অভিযোগ তুলে সুর চড়িয়েছেন। রাজ রাজনীতিও এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে দিঘাইয় মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই অনুমতির জন্যই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি নেতা। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই আবেদনের শুনানি হয়। এদিন বিচারপতি মিছিলের অনুমতি দিলেন। তবে মিছিলের জন্য একাধিক শর্ত দেওয়া হয়েছে

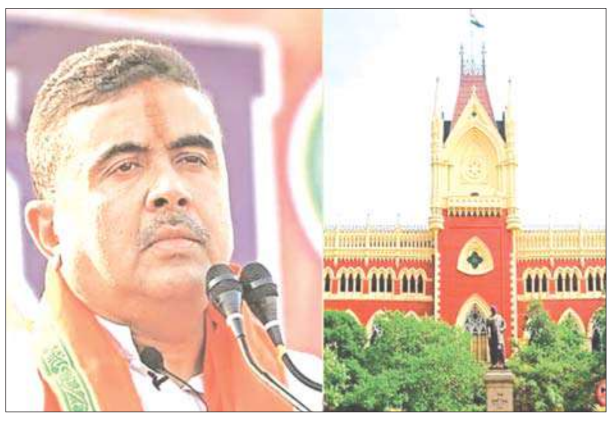

আদালতের তরফে। আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, দিঘা বাইপাস বিবেকানন্দের মূর্তির সামনে থেকে দিঘা যুব আবাস পর্যন্ত ওই মিছিল করা যাবে। দুই হাজার লোক নিয়ে ওই মিছিল হবে। তার থেকে অতিরিক্ত লোক যেন মিছিলে না থাকে। শুধু তাই নয়, মিছিলের সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হবে ওই মিছিল। দু'ঘণ্টার মধ্যে রাত সাড়ে নটায় ওই মিছিল শেষ করতে হবে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন শুভেন্দু অধিকারী। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কয়েক দিন ধরেই সুর চড়াচ্ছিলেন শুভেন্দু।

মেট্রোর বিশেষ বাস শাটল পরিষেবা চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন সংস্কারের কারনে চূড়ান্ত অসুবিধায় পড়া নিত্যযাত্রীদের সুবিধায় রাজ্য সরকার বিশেষ বাস শাটল পরিষেবা চালু করতে চলেছে। আগামী সোমবার থেকে দিনে দুই দফায় ৩২ আসনের এই বাস যাত্রীদের নিয়ে কবি সুভাষ ও প্রান্তিক শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে। সকাল ৮টা থেকে ১১টা ও বিকাল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এই পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি কবি সুভাষ স্টেশনের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্যে রাজ্য সরকারের তরফে মেট্রো কতৃপক্ষকে বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। উল্লেখ্য পিলারে ফাটল ধরা পা।ায় তা সংস্কার করতে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন যাত্রীদের জন্যে ৯ মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে বলে মেট্রো কতৃপক্ষ জানিয়েছে।

সরকারকে চিঠি দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর

দুন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের স্থান বদলের অনুমতি চেয়ে ফের তারা রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। বর্তমান সিইও দফতর বামার লরি ভবনে জায়গার ঘাটতি, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সহ বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করে স্থান বদলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে একটি চিঠি পাঠিয়ে সিইও দফতর জানিয়েছে, রাজ্য সরকার যদি নিজের কোনও ভবনে জায়গা না দেয়, তা হলে স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত শিপিং কর্পোরেশনের কার্যালয়ে সরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। ভবিষ্যতের কর্মী নিয়োগ ও দফতরের সম্প্রসারণের স্বার্থে অবিলম্বে স্থানান্তরের দাবি তোলা হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ বেশ কিছু কর্মসূচী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামী সপ্তাহের শুরুতেই তিন জেলা সফরে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে রওনা হয়ে সড়কপথে তিনি প্রথমে হুগলীর আরামবাগ,খানাকুল এ পৌঁছে সেখানকার বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন। প্রশাসনিক আধিকারিক সহ স্থানীয় মানুষদের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। ঐদিন মেদিনীপুরে রাত্রিবাস করে বুধবার তিনি জেলার ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ঝা।গ্রামে পৌঁছবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়া রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে ঐদিন বিকালে তার ঝা।গ্রামে ভাষা আঃেদালন নিয়ে মিছিলে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। পরের দিন বৃহস্পতিবার সেখানে তার আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কর্মসূচী রয়েছে।

মৃত অরুণ জেটলিকে নিয়ে মন্তব্য, রাহুলের দাবিতে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ মৃত অরুণ জেটলিকে পাঠিয়ে ভয় দেখাতে চেয়েছিল বিজেপি! আজব দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার একটি অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, কৃষি আইনের বিরুদ্ধে যখন তিনি প্রতিবাদ করছিলেন সেই সময়ে অরুণ জেটলি তাঁকে কার্যত হুমকি দেন। কিন্তু দিনক্ষণ বলছে, ২০১৯ সালের জুন মাসে জেটলি প্রয়াত হন। আর কেন্দ্র কৃষি বিল আনে ২০২০ সালের জুন মাসে। শনিবার দিল্লিতে রাহুল বলেন, মনে পড়ে যখন আমি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলাম, তখন অরুণ জেটলিজিকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। তিনি আমাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তুমি যদি সরকারের বিরোধিতা করতে থাক, কৃষি আইনের প্রতিবাদ কর, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, আপনার বোধহয় ধারণা নেই আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন। রাহুলের এই মন্তব্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তারপরেই প্রশ্ন ওঠে কংগ্রেস সাংসদের ‘ নিয়ে। কারণ দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ২০১৯ সালের ২৪ আগস্ট দিল্লি এইমসে প্রয়াত হন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জেটলি। তারও প্রায় বছরখানেক পরে ২০২০ সালের জুন মাসে সংসদে পেশ হয় বিতর্কিত কৃষি বিল। পরে ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিল পাশ হয়ে তৈরি হয় কৃষি আইন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, মৃত্যুর পর জেটলি কী করে কৃষি আইন নিয়ে রাহুলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন? গোটা ঘটনায় রাহুলকে তুলোধোনা করেছেন অরুণের পুত্র রোহন জেটলি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘ মতপার্থক্য থাকলেও আমার বাবা কাউকে হুমকি দিতেন না। রাহুল গান্ধীকে মনে করিয়ে দিতে চাই আমার বাবা প্রয়াত হন ২০১৯ সালে আর কৃষি আইন পেশ হয় ২০২০ সালে। আমার বাবা প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক ছিলেন, মতপার্থক্য থাকলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজতেন। প্রয়াত ব্যক্তিকে শান্তিতে থাকতে দিন, এটাই বলতে চাই।’ নেটিজেনদের অধিকাংশের মতে, রাহুলের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মানহানির মামলা দায়ের করা উচিৎ।

‘মালেগাঁও কাণ্ডে ভাগবতকেও গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল’

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ ২০০৮ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তের সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট মামলায় এনআইএ আদালত সাতজনকে বেকসুর খালাস করার পরে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন মহারাষ্ট্র সন্ত্রাস-দমন স্কোয়াড (এটিএস)-এর প্রাক্তন আধিকারিক মেহবুব মুজাওয়ার। তাঁর দাবি, তদন্তকে ‘ দিকে’ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। মুজাওয়ার বলেন, মালেগাঁও বিস্ফোরণের তকালীন প্রধান তদন্ত আধিকারিক পরমবীর সিং আমাকে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, এই মামলাটিকে গেরুয়া সন্ত্রাস মামলার মতো করে দেখানোর জন্য মোহন ভাগবতকে এই মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল। তাঁর কথায়, মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের ভুয়া তদন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এই মামলায় আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল, কিন্তু পরে আমায় খালাস করা হয়। মুজাওয়ার বলেন, ওই তদন্ত ভুয়া ছিল। আমাকে বলা হয়েছিল মৃত ব্যক্তিদের জীবিত দেখিয়ে চার্জশিট জমা দিতে। আমি অস্বীকার করায় আমার বিরুদ্ধেই মিথ্যে মামলা রুজু হয়। পরে সেসব মামলা থেকে আমি বেকসুর খালাস পাই। ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার মালেগাঁও শহরে ভয়ংকর বিস্ফোরণে হয়। ৬ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছিলেন একশোর বেশি। তদন্তে উঠে আসে, মালেগাঁও শহরে মসজিদ লাগোয়া কবরস্থানে একটি মোটরবাইক দু'টি বোমা রাখা ছিল। তাতেই বিস্ফোরণ ঘটে। মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসদমন শাখার (এটিএস) প্রাথমিকভাবে জানায়, বিস্ফোরণের নেপথ্যে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। যে মোটরবাইকে বোমা রাখা ছিল সেটা প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা ঠাকুরের নামে নথিভুক্ত ছিল। এরপর একে একে গ্রেপ্তার হন সাত অভিযুক্ত।

মালেগাঁও কাণ্ডে মোদির নাম জড়ানোর চেষ্টা! বিস্ফোরক দাবি প্রজ্ঞা ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের নাম জ।ানোর চেষ্টা! এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব হলেন একটা সময় এই মামলায় নাম জ।ানো প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা ঠাকুরের। তাঁর দাবি, ওই বিস্ফোরণকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তদন্তকারীরা তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেন এই মামলায় নরেন্দ্র মোদি, যোগী আদিত্যনাথ, মোহন ভাগবতদের নাম নেওয়ার জন্য। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে শনিবার প্রজ্ঞা ঠাকুর বলেন, সেই সময় রাম মাধব-সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের নাম এই মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। ফুসফুসের সমস্যার জেরে আমাকে তখন হাসপাতালে অবৈধভাবে আটকে রাখা হয়। তবে সত্য কখনও চাপা থাকে না।

বন্ডেল গেটের ওষুধ কারখানায় আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল এলাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড। বন্ডেল গেটের কাছে একটি ওষুধ সংস্থার ওষুধ কারখানায় আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। ঘটনাস্থলে দমকলের দশটি ইঞ্জিন। আগুনের উসস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা। আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শনিবার বিকেল নাগাদ আগুন লাগে দে'জ মেডিক্যালের কারখানায় আগুন লাগে। মুহূর্তে তা বিধ্বংসী চেহারা নেয়। খবর পেয়ে প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। পরে আরও ৬টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। যেহেতু ওষুধ তৈরির কারখানা তাই স্বাভাবিক ভাবেই মজুত রয়েছে প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ। ফলে আগুন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে আশঙ্কা। বন্ডেল গেট এলাকাটি জন ঘনবসতি পূর্ণ, ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। কিন্তু কী করে আগুন লাগল? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কারখানাটিতে রিপেয়ারিংয়ের কাজ চলছে। আজ, শনিবার ওয়েলডিংয়ের কাজও হচ্ছিল। সেই থেকে আগুন ছড়িয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান। ভিতরে কেউ আটকে আছেন কি না, দেখা হচ্ছে সেটাও। ওই বিল্ডিংয়ে কাজ করা এক শ্রমিক বলেন, ওয়েলিডংয়ের কাজ চলছে। আমরা ছেলেটিকে এখন কাজ করতে বারণ করে, নিচে নেমে আসি। তারপরই আগুন লাগে। জানি না কী হয়েছে। তবে এখনও অবধি কারও হতাহতের খবর মেলেনি। যুদ্ধকালীন তপরতায় কাজ করছেন দমকলকর্মীরা। এদিকে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। ধোঁয়া ও পোড়া গন্ধে স্থানীয়দের শ্বাসজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন দমকল।

ট্রাম্পের নোবেলের পক্ষে ফের সওয়াল, পাল্টা দিল ভারতও

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ প্রেসিডেন্ট হয়ে ছ'মাসে ৬টি যুদ্ধ থামিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাই অবশ্যই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচি। শুক্রবার এমনটাই দাবি করেছিল হোয়াইট হাউস। এবার সেই দাবি নিয়ে মুখ খুলল ভারতও। উল্লেখ্য, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির কৃতিত্ব দাবি করে অন্তত ৩০ বার মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু প্রত্যেকবারই সেই দাবি নাকচ করেছে ভারত। শুক্রবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর গড়ে প্রত্যেক মাসে একটি করে যুদ্ধ থামিয়েছেন ট্রাম্প। সেই তালিকায় রয়েছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া যুদ্ধ, ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ, রোয়ান্ডা-কঙ্গো যুদ্ধ, সার্বিয়া-কসোভো যুদ্ধ, মিশর-ইথিওপিয়া যুদ্ধ। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষও থামিয়েছেন ট্রাম্প, এমনটাই ফের দাবি করেন ক্যারোলিন। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই ৬টি যুদ্ধ থামিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প।ক্যারোলিনের কথায়, আরও আগে ট্রাম্পকে নোবেল দেওয়া উচিৎ ছিল। তবে এবার শান্তিতে নোবেল পাওয়া উচিৎ তাঁর। উল্লেখ্য, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির পরেই ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করে পাকিস্তান। পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির বলেন, ভারত-পাক সংঘাত থামাতে ট্রাম্পের নেতৃত্ব ও কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য পাকিস্তান সরকার ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করেছে। ইরানের সঙ্গে সংঘাত থামার পর একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইজরায়েলও।তবে ভারত কখনই ট্রাম্পের নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিয়ে কিছু বলেনি। শুক্রবার হোয়াইট হাউসের বিবৃতির পর ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে প্রশ্ন করা হয়, এতগুলি সংঘর্ষ থামানোর পর ট্রাম্পের কি নোবেল পাওয়া উচিৎ? জবাবে তিনি বলেন, আমার মনে হয় সোজাসুজি হোয়াইট হাউসকেই এই প্রশ্নটা করা উচিৎ। উল্লেখ্য, সংঘর্ষবিরতির দিন থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করে আসছেন, তাঁর মধ্যস্ততাতেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দুই দেশের মধ্যেকার যুদ্ধ থেমেছে। ট্রাম্পের এই ‘মিথ্যের বিরুদ্ধে বারবার মুখ খুলেছে ভারত। তা সত্ত্বেও নিজের অবস্থানে

অনড় ট্রাম্প। ২আগস্ট ঃ রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত! এমনটাই দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ভারত যদি এই পদক্ষেপ করে তাহলে সেটা খুব ভালো। যদিও ট্রাম্পের এই মন্তব্য নিয়ে ভারতের তরফে সরকারিভাবে কিছুই বলা হয়নি।বুধবার ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেঃট। রাশিয়া থেকে অস্ত্র এবং তেল কেনার জন্য ভারতকে আলাদা করে শাস্তি পেতে হবে বলেও জানান ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ফের ভারত এবং রাশিয়াকে তোপ দেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প লেখেন, ‘ সঙ্গে ভারত কী করছে সেটা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। ওরা দুই দেশ নিজেদের মৃত অর্থনীতি নিয়ে আরও তলিয়ে যেতে পারে। আমরা ভারতের সঙ্গে খুব কম বাণিজ্য করি, কারণ অনেক বেশি শুল্ক ওখানে। একইভাবে রাশিয়ার সঙ্গেও আমেরিকা বাণিজ্য করে না।’ শুক্রবার থেকে কার্যকর হয় ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতি। তারপরেই নানা সূত্র মারফত খবর ছড়ায়, এবার রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেবে ভারত। তার কারণ, রুশ তেলের দামে এতদিন পর্যন্ত যতটা পরিমাণ ছাড় মিলছিল সেটা বর্তমানে কমে গিয়েছে। তাছাড়া আমেরিকা সরাসরি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ভারতের রুশ তেল কেনা নিয়ে। তবে শুক্রবার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়, জাতীয় স্বার্থ এবং বাজারের পরিস্থিতি দেখে শক্তিসম্পদ আমদানি করা হয়। রুশ আমদানি বন্ধ নিয়ে কেন্দ্র কিছু জানে না বলেই দাবি করা হয় মন্ত্রকের তরফে। তবে সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতেই নিজের মতামত প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমি শুনলাম ভারত নাকি আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। আপাতত এটুকুই শুনেছি, জানি না এই খবরটা সত্যি নাকি মিথ্যে। তবে এটা ভারতের পক্ষে ভালো পদক্ষেপ। দেখা যাক এবার কি হয়। বিশ্লেষকদের প্রশ্ন, তাহলে কি ট্রাম্পের চোখরাঙানি মেনে নিয়ে সত্যিই কমদামে রুশ তেল কেনা বন্ধ করে দেবে ভারত?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বিধানসভায়

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ রাজ্য জুড়েই যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১৬৪ তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় শনিবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। এদিন সকালে বিধানসভার লবিতেই পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মন্ত্রী। এরপর আচার্যের প্রতি স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য অনুযায়ী, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতাদর্শ, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ভাবনা যে আজও প্রাসঙ্গিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও বিধানসভার সচিব সৌমেন্দ্রনাথ দাস ও অন্যান্যরা আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সেইসঙ্গে বিধানসভায় সচিবালয়ের কর্মীবৃন্দরা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন ।

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিরই পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীরে, ৪ আগস্ট থেকে বাড়বে বর্ষণ

শ্রীনগর, ২ আগস্ট ঃআপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই ভিজছে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত। তবে, ৪-৬ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩ আগস্ট পর্যন্ত মৃদু গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে জম্মুতে, গরম থাকবে কাশ্মীরেও।একইসঙ্গে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিও হবে। এরপর ৪-৬ আগস্ট পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত।

সরকারি সংস্থার জাল লেটারপ্যাডের মাধ্যমে প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগ

কলকাতা, ২ আগস্ট, ঃপশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থার জাল লেটারপ্যাডের মাধ্যমে প্রতারণার চেষ্টা হচ্ছে। এই মর্মে তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা।সূত্রের খবর, শিল্প, বানিজ্য ও সরকারি প্রতিষ্ঠান দফতরের অধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ (ডব্লুবিএমডিটিসিএল)-এর লেটারপ্যাডে বৈধ বালির মজুতদারদের কাছ থেকে মোটা টাকা চাওয়া হয়েছে। তোলা হয়েছে লিজের চুক্তির পুনর্নবীকরণ না করার অভিযোগ। এক লিজগ্রহিতার কাছে দাবিকরা হয়েছে ৩ কোটি টাকা।যে লেটারহেডে এই জাল চিঠি দেওয়া হয়েছে, তা দেখতে ডব্লুবিএমডিটিসিএল-এর আসল চিঠির মতো। খবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানান। শনিবার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উল্লেখ আছে, তার আইএফএসসি খতিয়ে জানা যাচ্ছে সেটি লেক মার্কেট অঞ্চলের বেসরকারি একটি ব্যাঙ্ক। চেষ্টা হচ্ছে একাধিক আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। আরও তথ্য সংগ্রহের এবং দোষীদের খুঁজে বার করার।

প্রকৃতিই আমাদের বেঁচে থাকার রসদ যোগায়ঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,২আগষ্টঃ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির এবং বনমহোসবের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এই উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন তিনি।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করায় তিনি খুব খুশি। তিনি বলেন, আমাদের বাঁচার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদান হল গাছ। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 'এক পের মাকে নাম'। অর্থা মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বৃক্ষ রোপন করা । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা গাছ থেকে অক্সিজেন নেই ,গাছও আমাদের থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নেয়।রক্তদান সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ ধর্ম নিয়ে গোটা বিশ্বে অনেক অশান্তি। কিন্তু রক্তের কোন ধর্ম নেই। কার রক্ত কোথায় যাচ্ছে তা কেউ জানে না। তিনি বলেন, 'সবকা সাথ সব বিকাশ বিশ্বাস ও প্রয়াস' সম্পর্কে প্রকৃতি থেকে আমাদের শেখা উচিত।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সবাইকে একে অপরের জন্য বেঁচে থাকতে হবে। পূর্বেকার সরকার এই নিয়ে চিন্তা করেনি। সে সময় একটা বিভেদের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল। কর্মচারী মানেই তাকে জিন্দাবাদ করতেই হবে। এই পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। এখন চাওয়ার আগেই আমরা সব কিছু দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি এসে কর্মচারীদের ২৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিয়েছেন। মহার্ঘভাতার ব্যবধান কমানোর উদ্যোগ চলছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আজকাল বড় বড় কথা বলছেন। তিনি কি করেছেন তা আমরা সবাই জানি। এইগুলি বলে বেড়ানোর চেয়ে কাজ করা নিয়ে বর্তমান সরকার অনেক বেশি চিন্তিত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উনিশ হাজার চাকরি দেওয়া হয়েছে। তাতে এদের সমস্যা কোথায়।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্বতন সরকারের সময়ে ১০৩২৩ চাকরির কথা সকলেই জানেন। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এই চাকরিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে ।বর্তমান সরকার স্বচ্ছতা বজায় রেখে চাকরি দিচ্ছে। এতে ওদের গাত্রদাহ হচ্ছে বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

কেরানির অসঙ্গতিপূর্ণ ৩০ কোটির সম্পত্তি

বেঙ্গালুরু, ২আগস্ট ঃ পেশায় প্রাক্তন কেরানি। বেতন মাসে ১৫ হাজার টাকা। অথচ চাকরিরত অবস্থায় প্রায় ৩০ কোটি টাকার সম্পত্তি করেছিলেন তিনি। আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এই সম্পত্তির হিসাব পেতে কর্নাটকের ওই প্রাক্তন সরকারি কর্মীর বাড়িতে তল্লাশি চালান লোকাযুক্ত আধিকারিকেরা। শুক্রবার তদন্তকারীরা জানান, কালাকাপ্পা নিদাগুন্ডি নামে ওই ব্যক্তির ২৪টি বাড়ি, চারটি জমি, ৪০ একর খামার, চারটি গাড়ি রয়েছে। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে ৩৫০ গ্রাম সোনা ও দেড় কিলোগ্রাম রূপোর গয়না।তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, কর্নাটক রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (কেআরআইডিএল)-এ কাজ করতেন কালকাপ্পা। তাঁর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠছিল অনেক দিন ধরেই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার কোপ্পালে ওই প্রাক্তন কেরানির বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যায় লোকাযুক্ত পুলিশ। শুধু কোপ্পালই নয়, বেঙ্গালুরু আরবান, মাইসুরু, টুমাকুরু, কালবুর্গি এবং কোদাগু জেলা-সহ মোট ৪১টি জায়গায়

৬ আগস্ট ঝাড়গ্রামে ভাষা-মিছিল মমতার

ঝাড়গ্রাম, ২ আগষ্ট ঃ আগামী ৬ আগস্ট ঝা।গ্রাম শহরের রাজবাড়ির মোড় থেকে সার্কাস ময়দান পর্যন্ত বিশিষ্টদের সঙ্গে নিয়ে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পা মেলাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আদিবাসীদের পাশাপাশি বিজেপি বিরোধী ওই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হবেন জঙ্গলমহল তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়, সামাজিক সংগঠন ও সমাজের বিভিন্নস্তরের বিদ্বজ্জনেরাও। জঙ্গলমহলে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পরবর্তী ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ্ব আদিবাসী দিবস-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে গত বুধবার কলকাতায় বিধানসভা ভবনে বৈঠক করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিধায়ক দুলাল মুর্মু, বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো-সহ জঙ্গলমহলের নেতৃত্ব। সকলকেই মিছিলের রূপরেখা ও কর্মসূচির খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়ে দেন ফিরহাদ। সূত্রের খবর, নেত্রীর এই কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে একদিন আগেই জঙ্গলমহলে পৌঁছে যাবেন বলে পুরমন্ত্রী।

প্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন - ওয়েভস-এর একগুচ্ছ ঘোষণা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক

নয়াদিল্লি,২ আগষ্টঃপ্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন - ওয়েভস-এর আগে একগুচ্ছ উদ্যোগের ঘোষণা করলো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। নতুন দিল্লির জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই সব উদ্যোগের কথা জানান। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব শ্রী অরুণিশ চাওলা, চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী শেখর কাপুর, প্রসার ভারতীর সিইও শ্রী গৌরব দ্বিবেদী প্রমুখ মিডিয়া সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন। ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানীতে পরিণত করা -দাভোস ইকোনমিক ফোরামের ধাঁচে বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার যে ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে, তার প্রতিধ্বনি করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এটি ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিকে তুলে ধরার বৃহত্তর কৌশলের একটি অঙ্গ। ভারতে গল্প বলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বজুড়ে একেই ' ইকোনমি'-র উৎপাদান বলে মনে করা হয়।শ্রী বৈষ্ণব বলেন, আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যা একদা স্বামী বিবেকানন্দের কন্ঠে শিকাগোর বিশ্ব মেলার হলগুলিতে অনুরণিত হয়েছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যোগ, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও আয়ুর্বেদের মাধ্যমে সেই ধারাকেই বহন করছেন। ওয়েভস এই প্রয়াসেরই একটি অঙ্গ। এর লক্ষ্য হল, ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানী করে তোলা। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওয়েভস বাজার, তিনটি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ, ওয়েভস পুরস্কার এবং আরও একটি চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেন। ওয়েভস বাজারঃসৃজনশীল অর্থনীতির সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার - ভ্ভ্অনুষ্ঠানে ওয়েভস বাজারের সূচনা করা হয়। এটি একটি বিশ্বজনীন ই-মার্কেটপ্লেস, এর লক্ষ্য ভারতের বিপুল সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে বিশ্ববাজারের সংযোগসাধন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের বিষয়বস্তু ও প্রকল্প তুলে ধরে ভৌগোলিক গন্ডি অগ্রাহ্য করে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে পারবেন। এখানে প্রয়োজনমাফিক সম্পদ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে বিশ্বজনীন ব্যবসায়িক আদান-প্রদানকে সহজ করা হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিধি বাড়িয়ে বিকাশ ও সাফল্যের নতুন সুযোগ আবিষ্কার করার সুবিধা পাবে।তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, ওয়েভস বাজারে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত, ক্রীড়া, অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস সহ বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃজনকারী, ক্রেতা ও সহযোগী সংস্থাগুলি একত্রিত হতে পারবে। এটি ভৌগোলিক দূরত্ব দূর করে সৃজনকারীদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে সাহায্য করবে। ওয়েভস বাজারে ব্র্যান্ড সংক্রান্ত সহযোগিতা, অর্থের যোগান এবং সরবরাহের ক্ষেত্রেও সাহায্য করা হবে। এর ফলে সৃজনকারীরা তাঁদের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। ওয়েভস পুরস্কার -ওয়েভস পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপত্র পেশের সময়সীমা চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। এতে বছরের সেরা গেম, সেরা চলচ্চিত্র, সেরা বিজ্ঞাপনী প্রচার প্রভৃতি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার, জীবনকৃতি সম্মান, প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান প্রভৃতি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তিনটি নতুন ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ -১. ওয়াহ উস্তাদ কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও দূরদর্শনের সহযোগিতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ভাবনায় এই চ্যালেঞ্জের আওতায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিমপ্রাপ্ত তরুণ কন্ঠশিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দুটি পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। গ্র্যান্ড ফিন্যালে হবে ওয়েভস ২০২৫-এ। এর জন্য নথিভুক্তিকরণ আজ থেকে শুরু হচ্ছে। প্রসার ভারতীর ওয়েবসাইটে প্রতিযোগীরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। বিশ্বকে খাদি পরানোর চ্যালেঞ্জ ই চ্যালেঞ্জের আওতায় খাদিকে একটি বিশ্বজনীন ব্র্যান্ডে পরিণত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রচারাভিযান চালাতে বিজ্ঞাপন ক্ষেত্রের পেশাদার ও ফ্রিল্যান্সারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদির প্রসার ঘটানো এর লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন আঙ্গিকে (ডিজিটাল, প্রিন্ট , ভিডিও প্রভৃতি) প্রচারের উদ্ভাবনী ধারণা পেশ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গীকে উসাহ দেওয়া হবে। ভ্ভ৩. অনুরণন ইলেক্ট্রনিক ডান্স মিউজিক চ্যালেঞ্জইন্ডিয়ান মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের এই চ্যালেঞ্জের আওতায় সারা বিশ্বের শিল্পী, সুরস্রষ্টা, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পর্যটনের প্রসারে নতুন চ্যালেঞ্জ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আরও একটি নতুন চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেছে। যে সব চলচ্চিত্র ভারতের সমৃদ্ধ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে, সেগুলিকে এর আওতায় উৎসাহ দেওয়া হবে। ওয়েভসভারতের সাংস্কৃতিক দক্ষতার বিশ্বব্যাপী প্রদর্শন -অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ভারতকে কথক, সঙ্গীতকার, বিষয়বস্তু রচয়িতা এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এক সঙ্গমস্থল হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল

ফিলিস্তিনিদের ইরানের অভিনন্দন, 'অপরাধী নেতাদের শাস্তির জন্য বিশ্বকে প্রস্তুতি নিতে হবে'

ইরান,২আগষ্টঃইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জনের জন্য প্রতিরোধকামী জনগণ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এবং এ অঞ্চল ও বিশ্বের সকল প্রতিরোধ শক্তির সমর্থক ও ভক্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতা মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অতুলনীয় প্রতিরোধ,দৃঢ়তা সাহসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে টিকে থাকার ধৈর্যের ফসল বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করেছে। পার্সটুডে অনুসারে এই বিবৃতি নীচে দেয়া হলঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জনের জন্য প্রতিরোধীকামী জনগণ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধক এবং এ অঞ্চল ও বিশ্বের সকল প্রতিরোধ শক্তির সমর্থক ও ভক্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতা মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অতুলনীয় প্রতিরোধ,দৃঢ়তা, সাহসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে টিকে থাকার ধৈর্যের ফসল। ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে সম্মানজনক ও অবিচল প্রতিরোধকে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য একটি ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে দখলদার ও গণহত্যাকারী ইসরাইলি সরকার মৌলিক আন্তর্জাতিক নীতি ও নিয়ম,মানবাধিকার এবং মানবিক আইন পরিকল্পিতভাবে এবং ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে আসছে। তারা সেখানে সবচেয়ে গুরুতর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করছে এবং এখনো হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আট দশক আগে শুরু হওয়া ফিলিস্তিনি জনগণকে 'ঔপনিবেশিকভাবে ধ্বংসের' পরিকল্পনা যেটি ঔপনিবেশিক শক্তির সমর্থন বা তাদের নীরবতার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং এখনো তা নজিরবিহীন বর্বরতার সাথে অব্যাহত রয়েছে সমস্ত আইনি ও নৈতিক রেড লাইন অতিক্রম করে তা ইতিহাসে বর্বরতার এক নতুন স্তর লিপিবদ্ধ করেছে। মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা, ঘরবাড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস, হাসপাতাল ও স্কুল ধ্বংস, শরণার্থী শিবির ও তাঁবুতে আক্রমণ এবং সাংবাদিক, ডাক্তার এবং নার্সদের লক্ষ্যবস্তু করা ছিল ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞের পুনরাবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড। গত ১৫ মাস ধরে সংঘটিত এই ঘটনার লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলা এবং প্রতিরোধের চেতনা ভেঙে ফেলা।এই ১৫ মাসে ফিলিস্তিনি গণহত্যা পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে ইহুদিবাদী সরকারকে যে বিষয়টি উৎসাহিত করেছিল তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ সামরিক,আর্থিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা। এছাড়া যারা ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠীর নেতাদের জন্য দায়মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করছে, দখলদার সরকারের অপরাধ বন্ধে জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দেওয়ার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছে নিঃসন্দেহে এই দেশগুলো ইহুদিবাদী ইসরাইলের অপরাধের অংশীদার হিসেবে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।আশা করা হচ্ছে যে নতুন উন্নযনের আলোকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় এবং দাযিত্বশীল আন্তর্জাতিক অভি নেতাদের কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে আমরা গাজায় গণহত্যা এবং জাতিগত নিধন সম্পূর্ণ অবসানসহ সম্মত ব্যবস্থাগুলোর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করব। দখলদারদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার,গাজা উপত্যকায় তাৎক্ষণিক ও ব্যাপক ত্রাণ এবং এই অঞ্চলে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা এবং গাজার স্থিতিশীল ও ধৈর্যশীল জনগণের দুর্ভোগ কমাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে আসবে বলে আমরা জোর আশাবাদ ব্যক্ত করছি।গাজায় গণহত্যা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিক আইন, মানবিক আইন এবং মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন এবং আল-আকসার বিরুদ্ধে দখলদার শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত আক্রমণের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারাধীন সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনের জন্য ইসরাইলি শাসনের অপরাধী নেতাদের গ্রেপ্তার, বিচার এবং শাস্তির জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করার প্রতিও তেহরান জোর দিচ্ছে।ইহুদিবাদী সরকারের নিপীড়ন,আগ্রাসন,দখলদারিত্ব এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গর্বিত শহীদদের প্রতি বিশেষ করে ইসমাইল হানিয়া, ইয়াহিয়া সিনওয়ার, সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ, সাইয়্যেদ হাশেম সাফিউদ্দিন এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনি, লেবানিজ, ইরাকি শহীদদের প্রতি, ইয়েমেনি এবং ইরানি মুজাহিদরা যারা ফিলিস্তিনের পবিত্র লক্ষ্যের জন্য এবং ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদ, আইনহীনতা এবং অপরাধ থেকে এই অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন আমরা প্রতিরোধের এসব মহান পরিবারকে আমাদের শুভেচ্ছা এবং সমবেদনা জানাচ্ছি এবং জোর দিচ্ছি যে তাদের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত পথের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

কর্ম ও আদর্শের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ঃমুখ্যমন্ত্রী

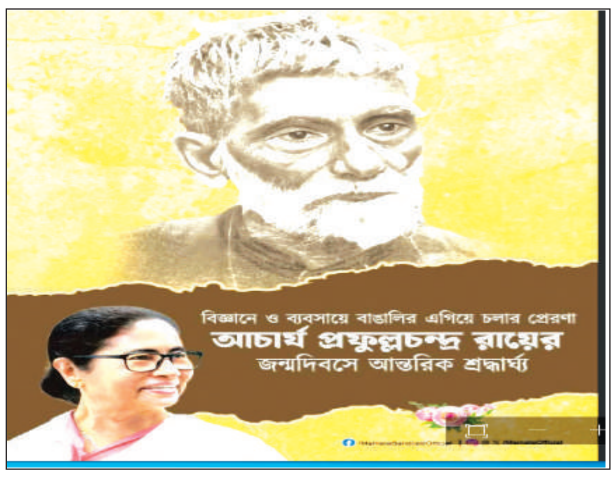

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিবসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন।শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান - আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিবসে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।এক অসাধারণ প্রতিভাধর রসায়নবিদ, শিক্ষাবিদ, শিল্পোদ্যগী এবং দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর কর্ম ও আদর্শের মাধ্যমে আমাদের অনুপ্রাণিত করে গিয়েছেন। কীভাবে বিজ্ঞানকে সমাজ ও জাতির কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর মূল্যবান শিক্ষা ছিল।তিনি বাঙালিকে আত্মনির্ভর ও উদ্যোগী দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল শুধু একটি কারখানা ছিল না, এটি ছিল বাঙালির আত্মনির্ভরশীলতার এক মূর্ত প্রতীক। তাঁর এই সৃষ্টিকে সম্মান জানিয়ে আমাদের শহরে একটা মেট্রো রেলস্টেশন করতে পেরেছি, তার জন্য নিজেকে কৃতার্থ মনে হয়।

রবীন্দ্রভারতীতে সোনালি চক্রবর্তীকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের টানাপড়েন অব্যাহত। এই নিয়ে মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি চলছে। শুক্রবার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করতে হবে বলে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বাকি ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাই পাওয়ার সিলেকশন কমিটি। বিচারপতি জানিয়েছেন, বাংলায় ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে ১৯টি উপাচার্য নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। সমস্যা তৈরি হয়েছিল বাকি পড়ে থাকা ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। যার মধ্যেই রয়েছে যাদবপুর, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী-সহ রাজ্যের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি।এই ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত উপাচার্যদের নাম নিয়ে সর্বপ্রথম সরব হন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এর আগে ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দেই সায় দিলেও এই ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নামে আপত্তি জানান রাজ্যপাল। দ্বারস্থ হন সুপ্রিম কোর্টে। শুক্রবার এই মামলার শুনানি পর্বে আরও খানিকটা জট কাটিয়ে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়, যথাক্রমে রবীন্দ্রভারতী ও কোচবিহারের উপাচার্যের নাম চূড়ান্ত করে শীর্ষ আদালত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপাচার্য হিসাবে বেছে নেওয়া হল সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজার পরিদর্শনে রাজ্যপাল

দুর্গাপুর, ২ আগস্ট ঃশুক্রবার হঠাৎ দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বোস। রাজ্যপালকে হঠাৎ বাজারে দেখে সেখানে উপস্থিত লোকেরা অবাক এবং খুশি হন।রাজ্যপাল প্রথমে একটি চায়ের দোকানে চাও খেলেন। এরপর তিনি সবজি বি ক্রেতাদের সাথে কথা বলেন। দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, আমি বাজারে এসেছি... আমি মানুষের সমস্যা বুঝতে পেরেছি... আমি অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি... এর ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সবজি কেনাকাটা শেষ করার পর, তিনি বিক্রেতাদের চকলেট দিয়ে বাজার থেকে তাঁর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ।

কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়

কোচবিহার,২ আগস্ট ঃ সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়কে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট । শুক্রবার শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের ফলে খুশির হাওয়া পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের পাশাপাশি পড়ুয়ারা নতুন উপাচার্য হিসেবে সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়কে পেয়ে আনন্দিত।এদিন সুপ্রিম নির্দেশের পর উপাচার্য বলেন, ' খবরটা পেয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই আমি ভীষণ খুশি। চিঠিটা হাতে পেলে তখন এ বিষয়ে দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া দেব।' সঞ্চারী মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ছিলেন। সে সময় একই সঙ্গে তিনি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়েরও দায়িত্ব সামলেছেন। এরপর কিছুদিনের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদের দায়িত্বও তাঁকে সামলাতে হয়েছে। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদ ফাঁকা চলতি বছর ৩ জানুয়ারি থেকে। এই পরিস্থিতিতে গতকাল রেজিস্ট্রারের কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ায় চরম সংকটে প।ছেিল কোচবিহারের এই স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হচ্ছে স্নাতকোত্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া। এই পরিস্থিতিতে যদি উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার দু'জনের পদই ফাঁকা থাকে ,তাহলে বেজায় সমস্যা দেখা দিত। সুতরাং সুপ্রিম নির্দেশের ফলে স্বস্তি ফিরল পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি অনেক নতুন কিছু হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা আপনি শীঘ্রই আপনি বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ পেতে চলেছেন। আজকে রোমান্সের জন্য খুবই ভালো দিন। শুভ দিন হবে।

বৃষঃআজকের দিনে আপনি সম্ভবত খুবই অধৈর্য ও অস্থির হয়ে প।বেন। তা সত্ত্বেও যে আপনি যথেষ্ট ধীরস্থির থাকতে ও কাজে মন দিতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তার জন্য নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিন।

মিথুনঃযারা একা আছেন তারা একটা তাজা টাটকা প্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। যারা সম্পর্কে আছেন যাদের বুঝে কথা বলা উচি নাহলে কেস খাবেন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দায়িত্বের জন্য আর্থিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা বেশ শক্ত। কাজের জায়গায়, আপনার দায়িত্ব নেওয়া প্রতিটি কাজ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। সংসারে শান্তি হবে।

কর্কটঃপ্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে।

সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।

কন্যাঃ যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল

তুলাঃপরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে

বৃশ্চিকঃআপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে

ধনুঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।

মকরঃ সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।

কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।

মীনঃপ্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোমান্টিক নৈশভোজ, লোভনীয় মুখরোচক মিষ্টির মতো মনে হতে পারে! আপনার একটি হাসিখুশি, প্রফুল্ল এবং সুরেলা সন্ধ্যা কাটতে পারে। অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। কাছের

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৯ জুলাই, মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৭৯সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫ম০০০নিট এবং রাত ১১টা ৫৫০০০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিন দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার, তদন্তে নয়া মোড়

কোন্নগরে তৃণমূল নেতা মুন্না খুন

দুরন্তবার্তা, কালনা, ২ আগস্ট ঃ হুগলির কোন্নগরের কানাইপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পিন্টু চক্রবর্তী ওরফে মুন্নার হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। সোমবার সকালে কানাইপুর গ্যাস অফিসের সামনে যখন তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়, তখন এলাকা স্তব্ধ হয়ে যায় আতঙ্কে। ঘটনার নৃশংসতা এবং হামলার পদ্ধতি দেখে প্রথমেই সন্দেহ হয় এটি কোনো হঠাৎকার ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। রাজ্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সহ স্থানীয় থানা সক্রিয়ভাবে তদন্তে নামে এবং মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হত্যার পিছনে জমিজমা সংক্রান্ত পুরনো বিবাদ এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জটিল জাল উঠে এসেছে প্রাথমিক তদন্তে। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের মধ্যে একজন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা, অপরজন বেলঘরিয়া এলাকার কুখ্যাত অপরাধী এবং তৃতীয় ব্যক্তি স্থানীয় এক ব্যবসায়ী। পুলিশের অনুমান, স্থানীয় প্রভাব খাটানো এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মুন্নার সঙ্গে বহুদিন ধরেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল এই গোষ্ঠীটি। সেই বিবাদ থেকেই ধাপে ধাপে মৃত্যুর ছক কষা হয়।

পুলিশ এই মামলায় বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ, ফোন রেকর্ড এবং গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধীদের চিহ্নিত করে। কোন্নগর বাজার সংলগ্ন একটি পানশালা থেকে পাওয়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, হত্যার আগে অভিযুক্তদের একসঙ্গে পরিকল্পনা করতে এবং পরে দ্রুত এলাকা ছাড়তে দেখা গিয়েছে। এছাড়াও মুন্নার মোবাইল ফোনের কললিস্ট ঘেঁটে কিছু সন্দেহজনক নম্বরের সন্ধান মেলে, যেগুলি থেকে সুপারি কিলারদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পিন্টু চক্রবর্তী একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এবং এলাকায় বহু সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর হঠাৎ এমন নির্মম মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার এবং অনুগামীদের একাংশ। তাঁর স্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে জানান, ও বলত কিছু লোক ওকে মারার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু ওর মতো সাহসী মানুষ ভয় পেত না। এখন তো সব শেষ। পিন্টুর পরিবারের দাবি, সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এবং এর পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, এই খুনের মূল পরিকল্পনাকারী একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, যিনি জমি কেনাবেচা, স্থানীয় বাজার দখল এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে আসছিলেন। মুন্না ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে একাধিকবার দলীয় ও প্রশাসনিক স্তরে অভিযোগ করেছিলেন। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমাগত খারাপ হচ্ছিল। পুলিশ এই ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইতিমধ্যেই হানা দিয়েছে এবং তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল ফোন পরীক্ষা করছে। তদন্তকারীদের মতে, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে অনেক বড় নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং আরও কয়েকজন শীঘ্রই গ্রেপ্তার হতে পারে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন। কোন্নগরের তৃণমূল নেতা মানস রায় বলেন, পিন্টু আমাদের দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ওর মৃত্যুতে আমরা শুধু একজন সংগঠককে হারাইনি, হারিয়েছি একজন সৎ, নির্ভীক এবং মানবিক নেতাকে। তিনি আরও জানান, দল এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কানাইপুর-সহ কোন্নগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় বাজার, দোকানপাট একদিন বন্ধ রাখেন ব্যবসায়ীরা। মুন্নার শেষকৃত্যের দিন তাঁর বাড়িতে শোকসভার পাশাপাশি তৃণমূলের শতাধিক কর্মী বিক্ষোভে অংশ নেন এবং অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি তোলেন।

হুগলি জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, এই হত্যাকাণ্ড পুরোপুরি পরিকল্পিত ছিল। আমরা প্রযুক্তিগত তথ্য এবং স্থানীয় সূত্রের ভিত্তিতে তদন্ত চালাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও কয়েকজনের সন্ধান চলছে। পুলিশের দাবি, নিহতের মোবাইল, অফিস ও বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গেছে, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হত্যাকাণ্ড পূর্ব পরিকল্পিত।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শত্রুতার ফল নয়, বরং রাজনীতির ভেতরের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ের জটিল ফলাফল। কারণ বিগত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর হামলা বেড়েছে। বীরভূম, মালদহ, ভাঙড়, কোন্নগর;প্রতিটি জেলায় ঘটছে রক্তাক্ত ঘটনা। শাসকদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দলবদল এবং স্থানীয় ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা সেই সহিংসতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও, সূত্রের খবর, নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসনকে দ্রুত তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে।

এই ঘটনার তদন্ত রাজ্য রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হয়ে উঠেছে। কারণ এটি শুধু একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গভীরে চলা সংঘাত, আধিপত্য ও প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ। নিহত মুন্নার পরিবার, অনুগামী ও দলীয় সহকর্মীরা এখন একটাই প্রশ্ন তুলছেন;এই হত্যা কি আদৌ থেমে থাকবে, নাকি আবার কোনও একদিন আরেকটি মুন্না হারিয়ে যাবে রাজনৈতিক লড়াইয়ের বলিতে?

হুগলির কোন্নগরের কানাইপুরে তৃণমূল নেতা পিন্টু চক্রবর্তী ওরফে মুন্নার নৃশংস খুনের ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। পুলিশের তৎপরতায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী 'বাঘা'র ভাই এবং বাকি দুইজন পেশাদার সুপারি কিলার। বারাসত ও বেলঘরিয়া থেকে তাদের গ্রেপ্তার করেছে হুগলি জেলা পুলিশ। এছাড়াও কানাইপুর এলাকার এক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে, যিনি মুন্নার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। পুলিশের অনুমান, ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত এবং তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনা ঘটে গত ৩০ জুলাই, বুধবার। কানাইপুর অটোস্ট্যান্ড সংলগ্ন নিজের গ্যাস অফিসের সামনে আক্রান্ত হন তৃণমূল নেতা পিন্টু চক্রবর্তী। আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর জখম হন এবং পরে এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। হামলার তীব্রতায় তাঁর একটি হাত বাদ পড়ে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় হুগলি জেলা জুড়ে ছড়ায় উত্তেজনা।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। তৃণমূল নেতার অফিসের পাশে একটি পানশালায় দু'জন সন্দেহভাজনের গতিবিধি ধরা পড়ে। সেই সূত্র ধরে তদন্ত এগোতেই উঠে আসে সুপারি কিলার ও দুষ্কৃতীদের নাম। তাদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি আটক করা হয় ওই ব্যবসায়ীকে, যিনি সম্প্রতি মুন্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জমি সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই এই খুন। জানা যাচ্ছে, ডানকুনিতে পিন্টু চক্রবর্তীর নামে বেশ কিছু জমি রয়েছে। সম্প্রতি সেই জমি নিয়ে কিছু বিরোধ তৈরি হয়, যেটা নিয়ে একাধিকবার আলোচনাও হয়েছিল। তদন্তকারীরা মনে করছেন, সেই জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনেই তাঁর খুনের প্রধান কারণ। তবে এই বিষয়ে এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলেনি পুলিশ। তদন্ত চলছে এবং আরও কয়েকজন এই অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। দ্রুত তাদেরও গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এদিকে, পিন্টু চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা মানস রায় জানিয়েছেন, গত ছয় মাস ধরে মুন্না কেমন যেন বদলে গিয়েছিলেন। তিনি দুশ্চিন্তায় থাকতেন, সেটা বোঝা গেলেও, কেন তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। জমি সংক্রান্ত কোন ঝামেলাই কি তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল? এ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তৃণমূল নেতার খুনের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূলের দাবি, যারা এই ঘটনায় জড়িত, তাদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি প্রকাশ করা হলেও, পুরো চক্রকে ধরার দাবি উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তের গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, খুব শিগগিরই পুরো ঘটনার পর্দাফাঁস হতে চলেছে।

নিউ গড়িয়া স্টেশনের ছাদে ফাটল, বন্ধ মেট্রো

দূরন্ত বার্তা, ২ আগস্ট ঃ নিউ গড়িয়া স্টেশনের ছাদে ফাটল, বন্ধ মেট্রো; যাত্রীদের সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের বাস পরিষেবা! নিউ গড়িয়া অর্থাৎ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন বন্ধ রয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। মেট্রোর অন্তিম স্টেশন এখন শহিদ ক্ষুদিরাম, যেখানে গিয়ে যাত্রীদের মেট্রো ধরতে হচ্ছে। ভরা বর্ষা আর বেহাল রাস্তা, তার সঙ্গে যানবাহনের অভাব মিলিয়ে রোজই নাকাল হচ্ছেন মেট্রো যাত্রীরা। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম এবার একটি বিশেষ বাস পরিষেবা চালু করতে চলেছে, যা যাত্রীদের শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনে সহজে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। সরকারের উদ্যোগে কবি সুভাষ থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু হচ্ছে। আগামী সোমবার থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে এবং চলবে সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত, পাশাপাশি বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৮টা পর্যন্ত। ভাড়া রাখা হয়েছে মাত্র ১০ টাকা, যাতে যাত্রীদের অতিরিক্ত খরচ না করতে হয়।

গত কয়েকদিনে নিত্যযাত্রীরা নানা অভিযোগ করেছেন। তারা জানান, নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকায় শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে এসে মেট্রো ধরতে হচ্ছে। এই সময়ে বেশিরভাগ যানবাহনই ন্যায্য ভাড়া না নিয়ে বেশি দাম দাবি করছে। কেউ কেউ ব্রেক-জার্নি করে মেট্রো ধরতে বাধ্য হচ্ছেন, যা তাদের খরচ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া ঠিক সময়ে যানবাহন না পাওয়ায় গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে, ফলে তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচিতেও প্রভাব পড়ছে। এই সমস্ত সমস্যার কথা বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম যাত্রীদের জন্য বাস চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন বন্ধ হওয়ার পেছনে রয়েছে নিরাপত্তার বিষয়টি। স্টেশনের ভিতরে প্ল্যাটফর্মে ফাটল ধরা পড়েছে, পাশাপাশি মেট্রোর লাইনে বসে যাওয়ার কারণে যাত্রীদের নিরাপত্তার কারণে এই স্টেশন বন্ধ করে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, স্টেশনটি প্রায় এক বছর বন্ধ থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই স্টেশনের উপরের ছাউনি খুলে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে, পাশাপাশি স্টেশন ভেঙে ফেলার কাজও এগোচ্ছে।

২০১০ সালের অক্টোবর মাসে নির্মিত হয় নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন। মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই এর এই বেহাল দশা একটি বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। স্টেশনের অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য এই জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকায় যে সব যাত্রী শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে আসছেন, তাঁদের জন্য বাস পরিষেবাটি খুবই কার্যকর হবে। বিশেষত শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার অনেক ট্রেন যাত্রী নিউ গড়িয়া থেকে মেট্রোয় যাতায়াত করেন, তাঁদের জীবনযাত্রায় এ পরিবর্তন বড় প্রভাব ফেলবে। সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে দৈনন্দিন অফিসগামী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ীসহ নানা শ্রেণির মানুষ নিউ গড়িয়া মেট্রো

স্টেশন বন্ধ থাকার কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এখন এই বাস পরিষেবা চালু হলে অন্তত যাত্রাপথে তাদের কিছুটা স্বস্তি আসবে।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের একজন কর্মকর্তা জানান, তআমরা চেষ্টা করেছি যাত্রীদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা দিতে। তাই সময় সিমিত রেখে নির্দিষ্ট ভাড়ায় বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে যাত্রীদের যাতায়াত সহজ হবে এবং ভাড়া নিয়েও অন্যায়ের সুযোগ কমে আসবে। যাত্রীদের অসুবিধা বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের এই উদ্যোগ একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, এমনটাই মনে করছেন যাত্রীদের একাংশ। পাশাপাশি নতুন পরিষেবাটি শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রী।

দে'জ মেডিক্যালের কারখানায় আগুন

দুরন্তবার্তা, ২ আগস্ট ঃ শনিবার বিকেল ৪টে নাগাদ আচমকা বন্ডেল গেটের সামনে দে'জ মেডিক্যালের কারখানায় আগুন লেগে যায়। জানা গিয়েছে, ওই কারখানায় প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক মজুত ছিল। ফলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে গোটা কারখানা। খবর পেয়ে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। তবে এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত আগুনের উৎসস্থলেও পৌঁছতে পারেননি দমকলকর্মীরা। কী কারণে আগুন লাগল, জানা যায়নি তা-ও। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা। স্থানীয়েরা জানাচ্ছেন, ওই কারখানা প্রায় ৭৫ বছরের পুরনো। সম্প্রতি সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল। শনিবার কাজ চলছিল।

২২ বছরেই থেমে গেল ইনিংস, হৃদরোগে আক্রান্ত ক্রিকেটার প্রিয়জিৎ ঘোষ!

দূরন্ত বার্তা, ২ আগস্ট ঃ মাত্র ২২ বছর বয়সে থেমে গেল এক প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটারের জীবনের ইনিংস। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রয়াত হলেন বাংলার উদীয়মান ক্রিকেটার প্রিয়জিৎ ঘোষ। শুক্রবার সকালে বোলপুরে জিম করতে গিয়েই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, শেষ রক্ষা হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। এই খবরে শোকস্তব্ধ কলকাতা ময়দান এবং গোটা রাজ্যের ক্রীড়ামহল।

প্রিয়জিতের বাড়ি বীরভূম জেলার বোলপুরের মিশন কম্পাউন্ড এলাকায়। ছোট থেকেই ক্রিকেট ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। লক্ষ্য ছিল, একদিন বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলবেন, জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়বেন। তাঁর ক্রিকেট যাত্রার শুরু হয়েছিল জেলা স্তর থেকেই। ২০১৮-১৯ মরশুমে সিএবি আয়োজিত আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৬

ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তিনি সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন। সেই সাফল্যের জন্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানিতও করা হয়। সেই পদক আজও সাজানো ছিল তাঁর ঘরে। অনেকে মনে করেন, প্রিয়জিৎ যথাযথ সুযোগ পেলে একদিন বাংলার হয়ে খেলতেন। পরিবার ও বন্ধুদের দাবি, প্রিয়জিৎ অত্যন্ত ফিটনেস সচেতন ছিলেন। একজন পেশাদার ক্রিকেটারের মতোই শরীরচর্চা ও ডায়েট মেনে চলতেন। ক্রিকেট মাঠের মতো জিমেও ছিল তাঁর সমান উপস্থিতি। শরীর সুস্থ ও ফিট রাখাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলির মতো ফিটনেস-আদর্শ মেনেই চলতেন তিনি।

শুক্রবারও সকালে বোলপুরের একটি জিমে নিয়মিত কসরতের সময় আচমকা মাথা ঘুরে পড়ে যান প্রিয়জিৎ। জিমেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসকরা জানান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মাত্র ২২ বছর বয়সে এমন মৃত্যু মেনে নিতে

পারছেন না কেউই। চিকিৎসকদের মতে, এই ঘটনা শুধু দুঃখজনক নয়, অত্যন্ত চিন্তারও। একবিংশ শতাব্দীতে কমবয়সিদের মধ্যে হৃদরোগজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একাংশ চিকিৎসক মনে করেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে হৃদযন্ত্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। পাশাপাশি জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অতিরিক্ত স্ট্রেস,

অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, সাপ্লিমেন্ট ও ওয়ার্কআউট সংক্রান্ত ঝুঁকিও এর জন্য দায়ী। চিকিৎসকদের পরামর্শ, বয়স ২৫-এর গণ্ডি পেরোনোর আগেই নিয়মিত ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, কোলেস্টেরল এবং ইসিজি পরীক্ষা করা জরুরি। শরীরচর্চা জরুরি, তবে সেটির সঠিক নিয়ম ও পরামর্শ মেনে চলা আরও জরুরি। অতিরিক্ত ব্যায়াম ও স্টেরয়েড সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ শরীরের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রিয়জিৎ ঘোষের আকস্মিক মৃত্যু শুধু একটি পরিবারকেই নয়, গোটা বাংলার ক্রিকেট মহলকেই শোকাহত করেছে। তরুণ বয়সে প্রতিশ্রুতিশীল এক ক্রিকেটারের এমন মৃত্যু বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, এত তরুণ বয়সে হৃদরোগে মৃত্যুর ঘটনা আরও গভীর পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। বস্তুত, গত কয়েক মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে একাধিক তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে, যা ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। সম্প্রতি পঞ্জাবের ফিরোজপুরে ঘটে গিয়েছে এমনই এক মর্মান্তিক ঘটনা। একটি ম্যাচ চলাকালীন এক তরুণ ক্রিকেটার ছক্কা মারার পর হঠাৎই মাঠে লুটিয়ে পড়েন। পরে জানা যায়, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঘটনার সেই হৃদয়বিদারক মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি হয় এবং দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিও আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, কীভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে এই নীরব ঘাতক।

সল্টলেকে বেহাল রাস্তা, ঘোলা থানায় হাঁটু জল! বিক্ষোভে সামিল বিজেপি

দূরন্ত বার্তা, ২ আগস্ট ঃ রাজ্যে বর্ষা নামতেই ফের নজরে এল নাগরিক পরিকাঠামোর ভাঙচোরা অবস্থা। সল্টলেকে বেহাল রাস্তার কারণে শনিবার সকালে বিজেপির পক্ষ থেকে তীব্র বিক্ষোভ দেখানো হয়। সল্টলেকের ছ নম্বর ব্লকে রাস্তার জলের জমা ও খারাপ অবস্থা নিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তায় নামেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর। এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, অথচ প্রশাসনের তরফে কোনও স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে কিছু কর্মী বাধা দেন, আর সেখান থেকেই শুরু হয়

হাতাহাতি। তবে পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তা নিশ্চিত করতে পুলিশের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বেশ কিছুক্ষণের বিক্ষোভের পর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়।

বিজেপির অভিযোগ, সল্টলেকের মতো গুব.ত্ব পূ্র্ণ শহরতলিতেই যদি বৃষ্টির পর রাস্তাঘাট এমন দুরবস্থার শিকার হয়, তাহলে রাজ্যের অন্যান্য এলাকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। বেহাল রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থার অভাব এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতির প্রতিবাদেই এই বিক্ষোভ বলে জানান এক বিজেপি নেতা। সল্টলেকের পাশাপাশি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলা থানাও। অবাক করার মতো হলেও, বাস্তব এটাই;একটি থানার মধ্যেই হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু থানার বাইরে নয়, ভিতরের বিভিন্ন ঘরেও জমে গেছে জল। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, পুলিশকর্মীদের গামবুট পরে কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে।

থানার মধ্যে যাতায়াতের জন্য জায়গায় জায়গায় ইট পেতে চলাফেরা করছেন পুলিশ ও সাধারণ মানুষ। আসামি হাজতে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। থানায় অভিযোগ জানাতে আসা মানুষদেরও চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। অনেকেই বলছেন, থানার ভিতরে ঢুকে তাঁরা বোঝেননি, এটা থানার পরিবেশ না কোনও জলাশয়ের! ঘোলা থানার পুলিশকর্মীরা জানাচ্ছেন, এটা কোনও নতুন পরিস্থিতি নয়। বর্ষা এলেই প্রতি বছর এই দৃশ্য দেখতে হয়। বারবার জানিয়েও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। তাঁরা আরও জানান, একাধিকবার পুরসভা ও প্রশাসনের নজরে বিষয়টি আনা হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারাও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি বলেন, এই থানা তো আমাদের সুরক্ষার জায়গা। কিন্তু যেখানে পুলিশকর্মীরাই এমন সমস্যায় পড়ছেন, সেখানে সাধারণ মানুষের ভরসা কোথায়?

বৃষ্টির জেরে শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হলেও, সল্টলেক এবং ঘোলা থানার ঘটনা যেন পরিকাঠামোর দৈন্যতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক মহলেও এই পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিজেপির দাবি, রাজ্যে উন্নয়নের বদলে চলছে দুর্নীতি ও অব্যবস্থার রাজত্ব। সল্টলেকের রাস্তাঘাটের হাল কিংবা ঘোলা থানার পরিস্থিতি, সবই প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রতিফলন। অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, জল জমার সমস্যা নিরসনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে ঠিক কবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে, সেই উত্তর অধরাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি ঃ বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

দুরতন্তবার্তা, ২ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আবার স্বীকৃতি পেল বারুইপুর মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। এই নিয়ে তিনবার কেন্দ্রীয় সরকারের শংসাপত্র পেল এই হাসপাতাল।এবার কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জাতীয় গুণমান নিশ্চিন্তিকরণ পরীক্ষায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে বারুইপুর মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ১৭ টি বিভাগে সসম্মানে উন্নীত হয়েছে ৯১ শতাংশের বেশি নাম্বার পেয়ে। এসেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শংসাপত্র। গত জুন মাসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তিনজনের একটি পর্যবেক্ষক দল হাসপাতালে ১৭ টি বিভাগে নজরদারি চালায়। পর্যবেক্ষকদের দল রোগীর পরিবার, চিকিৎসক, নার্স, রোগীদের, সাফাই কর্মী, গ্রুপ ডি কর্মীর কাছে পরিষেবা রিপোর্ট নেয়।

মানিকতলায় ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ, আহত দুই শিশু-সহ ৬

কলকাতা, দুরন্তবার্তা, ২ আগস্ট শনিবার ফের কলকাতায় ভেঙে পড়ল প্রাচীন বাড়ি। উত্তর-পূর্ব কলকাতার কাঁকুরগাছি ভেঙে পড়ে বহু পুরনো ওই বাড়ির একটি অংশ। সূত্রের খবর, ঘটনায় জখম হয়েছে দু'টি শিশু-সহ ৬ জন। দু'জনকেই উদ্ধার করে ভর্তি করানো হয় ইএসআই হাসপাতালে।

ঘটনাস্থল, মানিকতলা মেন রোড। জানা গিয়েছে, বহু পুরনো এই বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরেই বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত ছিল কলকাতা পুরসভার তালিকায়। স্থানীয়দের দাবি, বাড়ির কাঠামো জীর্ণ হয়ে পড়েছিল বহু আগেই। বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও রকম সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এদিন আচমকাই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে রাস্তায়। সেই সময়ই বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল দুই শিশু। তাঁদের উপরই ভেঙে পড়ে ইট-পাথরের চাঙড়। চিৎকার-চেঁচামেচিতে ছুটে আসেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে আহত দুই শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ ও পুরসভার তরফে কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এলাকা ঘিরে দেওয়া হয় নিরাপত্তার জন্য। বাড়িটির বাকি অংশও বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুরসভা।

দোতলা বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ ভগ্নদশায় পরে ছিল। স্থানীয়দের দাবি, দুই শিশু-সহ ৬ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে বিপজ্জনক বোর্ড লাগানো ছিল বাড়িটিতে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুরসভা অনেক আগেই বাড়িটিকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ক্ষ্ম ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠছে শহরের বিপজ্জনক বাড়িগুলিকে ঘিরে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে।

জল জমে সাপের উৎপাত! সাপের ছোবলে মৃত্যু, বিধাননগরে পুরসভায় ক্ষোভ

দূরন্ত বার্তা, ২ আগস্ট ঃ বিধাননগর পুরসভার অন্তর্গত নারায়ণপুর নিরাঞ্জনপল্লিতে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম মিঠু প্রামাণিক। বয়স ৬০ বছর। তিনি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্ষার জেরে এলাকাজুড়ে জল জমে থাকায় বিষাক্ত প্রাণীদের আনাগোনা নিয়ে আগেই অভিযোগ করেছিলেন স্থানীয়রা। এবার সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে মিঠু দেবী নিজের রান্নার ঘরে কাজ করছিলেন। সেই সময় রান্নাঘরের এক কোণে আগে থেকেই লুকিয়ে থাকা একটি বিষধর সাপ আচমকাই তাঁর কপালে ছোবল মারে। হঠাৎ কামড় খেয়ে তিনি চিৎকার করে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শোক এবং আতঙ্ক। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভের সুরে বলেন, এলাকায় জল জমে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে ঘরের ভেতরেও এখন সাপ, ব্যাঙ, বিচ্ছু ঢুকে পড়ছে। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা হয়নি।ক্ষ্ম তাঁরা আরও বলেন, প্রতিবার বর্ষার মরসুম এলেই একই সমস্যা হয়, কিন্তু পুরসভার পক্ষ থেকে শুধু সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হয়;স্থায়ী কিছু নয়।

ঘটনার পর বিধাননগর পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা মৃতার পরিবারের পাশে আছেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং পুরসভার প্রতিনিধিরা গিয়ে পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে জল নিষ্কাশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আরাত্রিকা ভট্টাচার্য বলেন, তবিমানবন্দর থেকে জল এসে জমছে পুরসভার বিভিন্ন এলাকায়। আমরা পাম্প চালিয়ে জল নামানোর চেষ্টা করছি। আমারা ও বিধায়ক পরিবারের পাশে রয়েছি।

শিয়ালদহ স্টেশনে আর ঝামেলা নয়! নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে মিলবে নির্দিষ্ট রুটের ট্রেন, রেলের অভিনব উদ্যোগ

দূরন্ত বার্তা, ২ আগস্ট যাত্রীদের যাত্রা আরও সহজ, নিরাপদ এবং সুষ্ঠু করতে বড় পদক্ষেপ করল ভারতীয় রেল। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রোজ যাতায়াত করা হাজার হাজার নিত্যযাত্রীর সুবিধার্থে এবার রেল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে দিল কোন রুটের ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে বা পৌঁছবে। দীর্ঘদিনের এক অরাজকতা ও বিভ্রান্তি দূর করতে এই সিদ্ধান্ত রীতিমতো প্রশংসনীয় বলে মনে করছেন যাত্রীরা। ব্যস্ত সময়ে ট্রেন ধরতে গিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কখনও দেখা যায়, ট্রেনের নাম খুঁজে নিতে হচ্ছে ডিসপ্লে বোর্ডে, আবার কখনও কোনও ঘোষণা না শোনায় এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে ছুটতে হচ্ছে। ফলস্বরূপ তৈরি হয় ভিড়, ধাক্কাধাক্কি এবং মাঝে মধ্যেই ঘটে দুর্ঘটনা। সেইসব

সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে শিয়ালদহ স্টেশনে এবার থেকে প্রতিটি রুটের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল প্ল্যাটফর্ম নম্বর।

রেলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত নতুন প্ল্যাটফর্ম বিভাজন তালিকা ১. প্ল্যাটফর্ম ১ থেকে ৫ এই প্ল্যাটফর্মগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে মূলত শিয়ালদহ মেইন লাইনের ট্রেনগুলির জন্য। কৃষ্ণনগর, গেদে, শান্তিপুর, রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী সীমান্ত ও ব্যারাকপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটের ট্রেনগুলি এখান থেকেই ছাড়বে। যারা এই রুটে প্রতিদিন যাতায়াত করেন, তাঁদের জন্য এটি দারুণ সুবিধার।

২. প্ল্যাটফর্ম ৫ থেকে ৮ এই প্ল্যাটফর্মগুলি বরাদ্দ হয়েছে CCR Chord and Circular RouteV বিভাগের লোকাল ট্রেনগুলির জন্য। যেমন, ডানকুনি এবং বারুইপাড়ার দিকের ট্রেনগুলির ক্ষেত্রে যাত্রীদের এই প্ল্যাটফর্মগুলি নজরে রাখতে হবে। ৩. প্ল্যাটফর্ম ৬ থেকে১০ শহরতলির দিকের Central Section এর লোকাল ট্রেনগুলির জন্য এই প্ল্যাটফর্মগুলি নির্ধারিত। বনগাঁ, বারাসত, হাবড়া, দত্তপুকুর, গোবিন্দপুর, ঠাকুরনগর, হাসনাবাদ, দমদম ক্যান্টনমেন্ট এবং মধ্যগ্রামের মতো জায়গাগুলিতে যেতে হলে যাত্রীদের এই প্ল্যাটফর্মগুলিতেই দাঁড়াতে হবে। ৪. প্ল্যাটফর্ম ৯, ১১ থেকে ১৪ এই প্ল্যাটফর্মগুলি মূলত মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির জন্য নির্দিষ্ট। যারা দূরপাল্লার ট্রেন ধরবেন, তাঁদের জন্য এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে যেমন দূরবর্তী স্টেশনের ট্রেন, তেমনি আসবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত এক্সপ্রেস ট্রেন।

৫. প্ল্যাটফর্ম ১৫ থেকে ২১ এই প্ল্যাটফর্মগুলি শুধুমাত্র শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেনগুলির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নামখানা, ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ, বজবজ, লক্ষ্মীকান্তপুরের মতো রুটে যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁদের এখন আর খুঁজে বেড়াতে হবে না নিজের ট্রেন। রেল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, প্ল্যাটফর্ম নির্দিষ্টকরণের এই পদক্ষেপে সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে যাত্রীদের সময় ও শ্রম বাঁচানো। এছাড়াও, ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে পিক আওয়ারে যাত্রীদের মধ্যে যে হুড়োহুড়ি দেখা যায়, তা অনেকটাই কমবে। রেলওয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ক্ষ্মএটি বহুদিন ধরেই ভাবনার বিষয় ছিল। অবশেষে আমরা একটি স্থায়ী কাঠামোর মধ্যে শিয়ালদহ স্টেশনের ট্রেন চলাচলকে নিয়ে আসতে পেরেছি। এতে ট্রেন চালাতে যেমন সুবিধা হবে, তেমনি যাত্রীরাও অনেক বেশি সচেতন ও প্রস্তুত থাকতে পারবেন। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন নিত্যযাত্রীরাও। অনেকেই বলেছেন, আগে প্রায়ই শেষ মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম বদলে যেত, আর আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে ট্রেন মিস করতাম। এখন অন্তত আগে থেকেই জানব কোন ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্মে।

একজোট হয়ে লড়াইয়ে নামার আর্জি 'জুটা'-র

কলকাতা, দুরন্তবার্তা, ২ আগস্ট এবার সরাসরি পেনশন, পিএফ এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। ওই দফতর থেকে এ নিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। শনিবার সেই চিঠি প্রকাশ্যে এনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা) বিভিন্ন অনিয়মের দাবি করেছে। আবেদন করেছে, আসুন সকলে একজোট হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই এ নামি। জুটা-র তরফে পার্থপ্রতীম রায় জানান, ইতিমধ্যেই বিকাশ ভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের মাইনে, ট্রান্সফার, ছুটি, পিএফ, পেনশন সহ সমস্ত কিছু বিকাশ ভবন থেকে এইচআরএমএস (হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) চালু করছে।এভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চেষ্টা করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের, কোনো আইন এর তোয়াক্কা না করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সমস্ত স্বাধিকার। এবার বিকাশ ভবন থেকে চিঠি দেওয়া হলো পিএফ, পেনশন সহ সমস্ত অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারের হাতে ছাড়ার জন্য। নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বেতন, রক্ষণাবেক্ষণ, পড়াশোনা - গবেষণার জন্য কোনো টাকা দেওয়া হচ্ছে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪৩, রবিবার, ১৭ শ্রাবণ ১৪৩২

শিল্পী মহম্মদ রফি

স্মৃতির শ্রাবণে মোহাম্মদ রফি। ৩১শে জুলাই, ১৯৮০। শ্রাবণের এক স্নিগ্ধ সকাল। আকাশে মেঘ জমেছে, বাতাসে অজানা শূন্যতা। রমজানের রোজায় ছিলেন মোহাম্মদ রফি। শরীর ভালো ছিল না, তবুও নিবিষ্ট মনে চর্চা করছিলেন একটি বাংলা শ্যামা সঙ্গীত; ভক্তিরসে স্নাত এক গীত। হঠাৎই হৃদপিণ্ড থেমে যায়। একটি নিঃশব্দ প্রস্থান। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর আসে; চলে গেলেন সেই মানুষটি, যাঁর কণ্ঠে একদিন গোটা উপমহাদেশ স্বপ্ন দেখেছিল, ভালোবেসেছিল, আর কেঁদেছিল। প্রকৃতি যেন তাঁর বিদায়ে শোকাহত হয়ে উঠেছিল। প্রবল শ্রাবণের বৃষ্টি নেমে আসে মুম্বাই শহরে; বলা হয়, এমন মুষলধারে বৃষ্টি বহুদিন দেখেনি শহরটি। সেই জলধারার মধ্যেই রাস্তায় নেমে আসে এক অতল মিছিল। ছাতা ফেলে, পা ভিজিয়ে অন্তত বিশ হাজার মানুষ ছুটে এসেছিল তাঁকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে। সেই শোকযাত্রায় ছিলেন রাজ কাপুর, দিলীপ কুমার, অমিতাভ বচ্চন থেকে লতা মঙ্গেশকর ও কিশোর কুমার পর্যন্ত; যাঁরা রফির সুরে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন রঙ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠের যাদু শুধু পর্দায় নয়, হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল; প্রেম, বিচ্ছেদ, মায়া, ভক্তি; সব অনুভবেই। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল; অহংহীনতা। সারা জীবন অসংখ্য দান করেছেন, কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করেননি কখনও। সহকারী জাহিরের নামে সবকিছু দিতেন। প্রশ্ন করলে বলতেন, দেনেওয়ালা আমি নই, সবই তো সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। বান্দ্রার মসজিদে তাঁর জানাজা ঘিরে সৃষ্টি হয়েছিল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। পুলিশ গেট বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু মানুষের ভালোবাসা বাঁধ মানে না। পাঁচিল বেয়ে, রক্তাক্ত পা নিয়ে, ছেঁড়া জামা পরে মানুষ ঢুকে পড়েছিল মসজিদের ভেতর; ভাঙা হৃদয়ে শেষবার ছুঁয়ে দেখার বাসনায়। পুলিশের লাঠিচার্জও থামাতে পারেনি এই আবেগ। সেই মুহূর্তের এক অনবদ্য ছবি তুলে ধরেন স্টেটসম্যান পত্রিকার এক চিত্রসাংবাদিক; রফির পা ধরে কাঁদছেন কিশোর কুমার। জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী তখন হয়ে উঠেছেন সবচেয়ে গভীর শ্রদ্ধাশীল এক ভক্ত। আর আশ্চর্যের বিষয়; ছবিতে ধরা পড়ে, মৃত্যুর পরও রফির মুখে ছিল সেই চিরচেনা শান্ত হাসি। যেন বলছেন, আমি আছি গানের ভেতরেই। রফির মৃত্যুর পরদিন ভারতজুড়ে দেড় লক্ষ মানুষ পালন করেন অরন্ধন, আর পাকিস্তানে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ রোজা রেখে দিনটি কাটান; শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর প্রার্থনায়। লাহোর রেডিও স্টেশন বাতিল করে সব অনুষ্ঠান। সারা রাত ধরে বাজিয়ে যায় রফির গান। শ্রোতার আবেগ দেখে সেই সম্প্রচার বাড়ানো হয় আরও বারো ঘণ্টা। সেই বছরের দুর্গাপূজায় রফির গান আর প্রকাশিত হয়নি। তবে তাঁর স্মরণে কিশোর কুমার গাইলেন এক গান; হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে, মুকুল দত্তের কথায়। যেন এক শিল্পীর শ্রদ্ধাঞ্জলি আরেক শিল্পীকে, যেন সুরের জবাব সুরেই। 'সে যেন আমার পাশে আজও বসে আছে,চলে গেছে দিন যে, আলো যে, রাত যে গেছে।' মোহাম্মদ রফি হারিয়ে যাননি। আজও তাঁর গান বাজে পুরানো রেডিওতে, স্মৃতির পর্দায় অথবা একলা সন্ধ্যায় কারও চোখের জলে। তিনি কেবল সুরস্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক আত্মার শিল্পী, যিনি কণ্ঠের মাধ্যমে ভালোবাসা, বিশ্বাস আর মানবতার সুর গেয়ে গিয়েছেন।

উত্তম-সুচিত্রা বন্ধুত্ব

সুচিত্রা সেন উত্তমকুমার কে বললেন, তোকে আর একবার বানিয়ে দিই বল? সেই ক্ষণমুহূর্তে উত্তমকুমার নিজের প্রাণখোলা হাসি আর চাপতে পারলেন না। বললেন, আরে না,তোর সঙ্গে এমনি মজা করছিলাম। তুই কি আজকাল মজা- টজাও বুঝিস না,তোর চায়ে চুমুক দিলেই মন তোফা। উত্তমকুমারের মুখে চায়ের প্রশংসা শুনে সুচিত্রা সেনের মুখে মুক্তঝরা হাসি, মনে হত সেই হাসিতে মেকআপ রুমে ফুল ফুটেছে। উত্তম- সুচিত্রা বাংলা চলচ্চিত্রের চিরকালের ব্লকবাস্টার জুটি। উত্তমকুমারের সাথে সুচিত্রা সেনের 'তুই' এর সম্পর্ক। হয়ত এমন হয়েছে কোনওদিন শ্যুটিং থাকলে তারা মেকআপ রুমে গল্প করছেন। হঠাৎ সুচিত্রা সেনের চা খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। উত্তমকুমারের কাছে জানতে চাইলেন, উত্তম তুই চা খাবি? উত্তমকুমার সম্মতি জানালেন। সুচিত্রা সেন নিজের হাতে চা বানাতেন। একদম পছন্দ করতেন না। সেজন্য গরম জল,চা পাতা,দুধ চিনি এইসব রেডি করে রাখা হত। স্টুডিওতে তাঁর জন্য আলাদা করে চা তৈরি হত। চায়ের কাপ- প্লেটের ব্যাপারেও তিনি খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। টি পট, চায়ের কাপ, ডিশ দুধ চিনি সুন্দর করে একটা ট্রেতে নিয়ে আসে। সুচিত্রা সেন নিজের হাতে চা বানিয়ে উত্তমকুমার কে জিজ্ঞেস করতেন তাঁর কতটা দুধ, কতটা চিনি লাগবে। চা তৈরির পরে উত্তমকুমারের দিকে চা এগিয়ে দিয়ে কৌতুহলী দৃষ্টিতে প্রশ্ন, খেয়ে দেখ তো কেমন হয়েছে। বলা বাহুল্য এই মুহূর্তটা মহানায়ক ধরতে জানতেন। তিনি জানতেন চা টা যদি খারাপ হয়েছে বলেন তাহলে সুচিত্রা সেনের মুখের অভিব্যক্তি কেমন হবে। তাই কোনওদিন সত্যি সত্যি রসিকতা করার জন্য চায়ে চুমুক দিয়ে উত্তমকুমার বললাম,ধুস এ চা মুখে দেওয়া যায় না। ব্যাস মুহূর্তের মধ্যে সুচিত্রা সেনের মুখ যেন আষাঢ়ের মেঘ। এইরকম অজস্র ঘটনার সাক্ষী উত্তমের অনুজ তরুণ কুমার। তাঁর কথায় রমাদির সম্মান,যশ, অর্থ কোনও কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মূল্যবোধ তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। অভিজাত পরিবারের বউ হিসেবে তাঁর চালচলন, কথাবার্তা, আতিথেয়তা সব বিষয়ে তিনি ব্যতিক্রমী একজন নারী। তরুণ কুমার বলেছেন তিনি প্রিয় রমাদির বাড়িতে গেলে তাঁকে না খেয়ে ফিরে আসবেন ভাবতে পেতেন না। শুধু বলতেন বুড়ো এটা খাও,ওটা খা। নিজের বাড়িতে কতবার তাঁকে চা করে খাইয়েছেন সুচিত্রা সেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

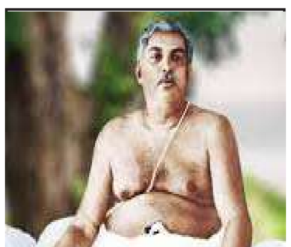

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অন্তরালে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান।

ভগিনী নিবেদিতা

পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তার আগে যাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের ওপর ভরা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। কাজে সফল হতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার। নিজেকে উন্নত করলেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করতেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, কাজ করে যেতে হবে। কাজের মতো জীবনকে উন্নত করার ওষুধ আর নেই। যিনি নিষ্ঠা ভরে কাজ করতে পারেন তিনি সফল কর্মী। জীবনটা হচ্ছে লড়াই। লড়াই দিয়ে জয় করতে হবে প্রতিকূল অবস্থাকে। ভগিনী নিবেদিতা বলচেন, আমরা সবাই এই ধরনীতে এসেছি কিছু কাজ করতে। সেই কাজ আমাদের করে তবেই এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই কাজের জন্য এই ধরনীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমাদের যার যা কাজ সমাপ্ত করে তবেই এই

দেশিয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে পারেন প্রিন্স দ্বারকানাথ

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্যতম প্রধান জীবনীকার কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন, দ্বারকানাথ বিশ্বাস করতেন যে, মুদ্রাযন্ত্র হল দেশের উন্নতিব পক্ষে একটি শক্তিমান অস্ত্র। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই তিনি তাঁর সময়কার বাংলার বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী পত্রিকার

প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে; মূলতঃ আর্থিক সাহায্যের দ্বারা যুক্ত করেছিলেন। একাজের জন্য দ্বারকানাথ প্রথমেই ১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে একত্রে ইংরেজি ভাষায় 'বেঙ্গল হেরাল্ড' এবং বাংলা ভাষায় 'বঙ্গদূত' নামের দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া সমকালে তিনি 'বেঙ্গল হরকরা' নামক ইংরেজি ভাষার পত্রিকারও একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন; এবং তিনি ছাড়া এই পত্রিকাটির অন্য দু'জন অংশীদার ছিলেন কর্নেল ইয়ং ও স্যামুয়েল স্মিথ। সমকালীন বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, দ্বারকানাথ ম্যাকিন্টশ কোম্পানির কাগজ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' কিনে নিয়ে এটিকে বেঙ্গল হরকরা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া সেযুগের বাংলার প্রখ্যাত সাংবাদিক স্টকলার যখন 'জন বুল' নামক পত্রিকাটির অধিকার স্বত্ব কিনে 'ইংলিশম্যান' নাম দিয়ে নতুনভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন, দ্বারকানাথ তখন স্টকলারকে এবিষয়ে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এমনকি সেকালের ঠাকুর পরিবারের অনেকের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরও 'গুপ্তকবি' ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন। অন্যদিকে যদিও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন যে,১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীরামপুর হইতে মার্সম্যান সাহেব প্রভৃতি মিশনারীগণ 'সমাচার দর্পন' নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামমোহন রায়কে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন তাহা জীবিত ছিল।

কিন্তু তবুও অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র বলে যে, 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকাটি আসলে রাজা রামমোহন রায়ই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; এবং 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার গ্রাহক হওয়া ছাড়া এই পত্রিকাটির সাথে দ্বারকানাথের সম্পর্কের বিষয়ে ইতিহাস থেকে অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এছাড়া এই পত্রিকাটির সঙ্গে দ্বারকানাথের সম্পর্কের বিষয়ে ইতিহাস থেকে অন্য যে তথ্যটি পাওয়া যায়, সেটা হল যে, রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করবার পরে তাঁর রাধাপ্রসাদ রায় যখন এর প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন দ্বারকানাথ এবিষয়ে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।

এসব ঐতিহাসিক তথ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার সংবাদপত্র জগতে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটা বলিষ্ঠ অবস্থান ছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনের সাথে অল্প বিস্তর পরিচিত প্রায় সকলেই জ্ঞাত রয়েছেন যে, নিজের জীবনের একসময়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হননকারী সরকরি নীতির প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদিও এপ্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন, দ্বারকানাথ অনুভব করেছিলেন, সংবাদপত্র যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয় তাহলে দেশের প্রগতিব জন্যে তা আরো শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হতে পারে।

কিন্তু তবুও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর সময়ের বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বাধীনতা দানকারী মেটকাফ প্রবর্তিত যে বিধিকে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন, সেটা মোটেই সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না। বস্তুতঃ, এদেশে বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন মত প্রকাশের প্রতি উদারতা দেখানোই মেকলে -মেটকাফ প্রবর্তিত নতুন প্রেস আইনের লক্ষ্য ছিল; এবং একারণেই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে এই আইন তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলির উপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণের একটি বিকল্প প্রয়াস হয়ে উঠেছিল। সমকালীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৮৩৪ সালে টি.বি. মেকলে তৎকালীন বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেলের পরিষদের একজন সদস্য হওয়ার পরেই এই বিকল্প প্রয়াসের সূত্রপাত ঘটেছিল। এরপরে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কয়ের এদেশ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে ১৮৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে কলকাতার টাউন হলে ততকালীন কলকাতার অধিবাসীদের অনুষ্ঠিত একটি সভায় প্রেস রেগুলেশন ও জনসভার ওপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার এবং নতুন সনদ কার্যকরী করবার বিষয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে আবেদন পাঠানোর প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়েছিল। সেদিন এই সভায় এদেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিদের বৃহৎ সমাবেশ ঘটেছিল। এমনকি রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও ডেভিড হেয়ারও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা থেকে জানা যায় যে, দ্বারকানাথ সেদিন এই সভায় বলেছিলেন, এই আবেদন-পত্র সম্পর্কে যে-প্রস্তাব করা হয়েছে তা সমর্থন করতে গিয়ে আমি দশ বছর আগে যা করেছি আজও তাই করছি। সরকার যখন এ রেগুলেশন প্রবর্তন করেন তখন আমি, আমার তিনজন আত্মীয় এবং আমার স্বর্গত বন্ধু রামমোহন রায়; শুধু এই ক'জন এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলাম। (অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, উক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দ্বারকানাথ উল্লেখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন।) কিন্তু আজ আমি সমগ্র সমাজকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করছি এজন্যে যে, আমি দেখছি এই রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে সমস্ত টাউন হল আজ য়ুরোপীয় ও দেশীয় লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে।

এরপরে দ্বারকানাথ তাঁর ভাষণে, সেসময় থেকে দশ বছর আগে দেশীয় লোকেরা তাঁর সঙ্গে এব্যাপারে কেন এগিয়ে আসেন নি, এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁদের ধারণা ছিল যে, আমার সাহসের জন্যে পরের দিনই হয়ত আমার ফাঁসি হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এদেশ থেকে লর্ড বেন্টিঙ্কয়ের বিদায় গ্রহণ করবার সমাসন্ন মুহূর্তে দেশীয় সংবাদ পত্রগুলির আগের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার একটা আবহাওয়া তৎকালীন সরকারি মহলেও সৃষ্টি হয়েছিল, এবং গভর্ণর জেনারেলের পরিষদ সদস্য হিসেবে মেটকাফ ও মেকলে মিলে এবিষয়ে তখন একটি প্রতিবেদন তৈরি করছিলেন বলেও অনেকে অনুমান করে থাকেন। তাঁদের এই অনুমানের কারণ হল যে, পূর্বোল্লিখিত আবেদনটি সরকারের কাছে উপস্থাপিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে আবেদনকারীদের জানানো হয়েছিল যে, দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে অসুবিধা সৃষ্টিকারী আইন সম্পর্কে সরকার চিন্তা করছে, এবং যে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করছে।

এরপরে ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে লর্ড বেন্টিঙ্ক বিদায় নিয়েছিলেন, এবং তাঁর জায়গায় চার্লস মেটকাফ বৃটিশ ভারতের অন্তবর্তীকালীন গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর এই বছরেরই এপ্রিল মাসে মোটামুটিভাবে ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে, সরকারের নতুন প্রেস সংক্রান্ত আইনে এদেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। সেইমত ১৮৩৫ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল নতুন প্রেস আইন অনুমোদন করে দিয়ে. ছিলেন, এবং এই বছরেরই ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে এই আইনটি বলবৎ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমকালীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, এই আইনটি বলবৎ হওয়ার আগেই, ১৮৩৫ সালের ৮ই জুন তারিখে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তৎকালীন কলকাতার গণ্যমান্য অধিবাসীরা মিলিত হয়ে চার্লস মেটকাফকে মানপত্র দেওয়ার প্রস্তাব নিয়েছিলেন, এবং ১৮৩৫ সালের ২০শে জুন তারিখে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হয়।

লেখক রানা চক্রবর্তী।

সত্যজিৎ রায় কোনও কিছু রাস্তায় ফেলে দিতেন না

বিশেষ প্রতিবেদক

একটি ফেলে যাওয়া রুমাল ও বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের বড় স্নেহের চিত্র পরিচালক হলেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। এই সেই উৎপলেন্দু চক্রবর্তী যিনি আটের দশকে চোখ, ময়নাতদন্ত, দেবশিশু প্রভৃতি ছবির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায়ের ইন্টারভিউ নিতে তাঁর বাড়িতে গেলেন।

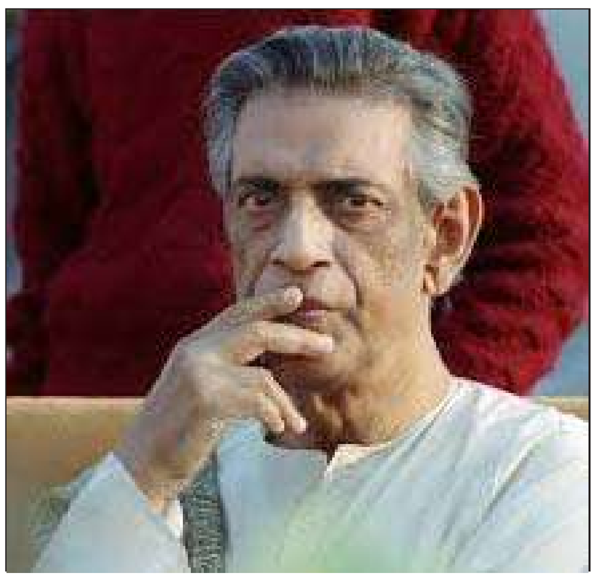

সেদিন ছিল ৩০ এপ্রিল,১৯৮২। সত্যজিৎ রায় নিজে এসে দরজা খুললেন। উৎপলেন্দু চক্রবর্তী লিখছেন, মুহূর্তের মধ্যে উনি আমাকে বড় আপন করে নিলেন। সেদিন উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পরও আরো দেড়ঘন্টা অন্তরঙ্গ কথাবার্তা চলেছিল।

এবার ২৩ মের ঘটনা। উৎপলন্দু চক্রবর্তী লিখছেন যে, ওম পুরী আমার ক্ষ্ম চোখক্ষ্ম ছবির জন্য ডাবিং করতে আসে ২৩ মে। ঐদিন সন্ধ্যায় সে মানিকদার বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিল। মানিকদা ওকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সঙ্গে উৎপলেন্দুর দেখা হবে? ওম বলে, হ্যাঁ, কিছু বলতে হবে? সত্যজিৎ রায় তখন ওম পুরীকে একটা ছোট জিনিস দিয়ে বলেন, এটা উৎপলেন্দুকে দিও।

সেদিন রাতে ওম পুরী উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তারপর উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর হাতে প্যাকেটে মোড়া সেই ছোট্ট জিনিসটা তুলে দিয়ে বললেন , ইটস ইওর গিফট। এই গিফটটা মানিকদা তোমায় পাঠিয়েছেন। উৎপলেন্দু চক্রবর্তী লিখছেন যে আমি ওমকে বললাম, হ্যাঁ, এটা আমার।

একটা সস্তা রুমাল যেটা আমি মানিকদার ঘরে ৩০ এপ্রিল ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় ফেলে এসেছিলাম। কি আশ্চর্য! সেই সস্তা রুমালটা বাইরে ফেলে না দিয়ে, আমায় আবার ফেরত পাঠিয়েছেন!

ওম তখন বলছে, দাদা! ইউ লেফট অ্যাট মানিকদাজ হাউস। নো ডাউট ইট ইজ আ মেমরেবল ইনসিডেন্ট ইন ইওর লাইফ! উৎপলেন্দু চক্রবর্তী তখন কথা বলতে পারছেন না, এতটা আবেগপ্লুত হয়ে পড়েছেন। উৎপলেন্দু লিখছেন, এই ঘটনা আমার চলচ্চিত্র জীবনে নিঃসন্দেহে একটা অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

ঘটনাটা দেখলে মনে হবে খুব ছোট। কিন্তু এর তাৎপর্য এত বিশাল যে বলে শেষ করে যাবে না। শেষে বলি,আমরা যে কেউ হলে এই ব্যবহার করা রুমাল বাইরে ফেলে দিতাম। কিন্তু সত্যজিৎ রায় সেটা যত্ন করে আবার উৎপলেন্দুকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

মানুষ হিসাবে সত্যজিৎ রায় যে আর সবার থেকে কত আলাদা সেটা উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর রুমাল ফেলে যাওয়ার ঘটনা আর একবার প্রমাণ করে দিল। তাই তো বলি, মহা রাজা! তোমারে সেলাম।

জীবনের প্রান্তসীমায় এসে হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়-এর সহধর্মিণী বিজয়া রায়। অন্তরের গভীরে থাকা বহু মানুষের মুখ, বহু ঘটনা, বহু জানা-অজানা কাহিনি তাঁকে এই অনন্য স্মৃতিকথা লেখার প্রেরণা দিয়েছে । এই বইয়ের পরতে পরতে ব্যাপ্ত রয়েছে যে বহুবর্ণী কাহিনি যা না জানলে মানুষ ও স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায় সম্পর্কিত অনেক কথা অজানা থেকে যেত। অবলুপ্ত হত অজস্র দিকচিহ্ন। সত্যজিৎ রায় এর অনেক অজানা তথ্য ও সুন্দর ছবি পাঠকের কাছে রত্ন। বিজয়া রায়ের লেখা 'আমাদের কথা' সংগ্রহে রাখার মত একটি বই ।

বিজ্ঞানী হয়েও স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

বিশেষ প্রতিবেদক

হরিশ্চন্দ্র রায়। ভদ্রলোকের জমিদারি তখন পড়তির দিকে। বাড়িতে পাওনাদারদের নিয়মিত কড়া নাড়া। স্ত্রী ভুবনমোহিনীদেবী অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে নিজের গয়নার টাকায় কেনা জমিদারির তালুক বিক্রির কাগজে সই করছেন। তাঁদের কলকাতার বাসা উঠে গেল। ফিরলেন খুলনার গাঁয়ে। ছেলেরা উঠলেন হস্টেলে।

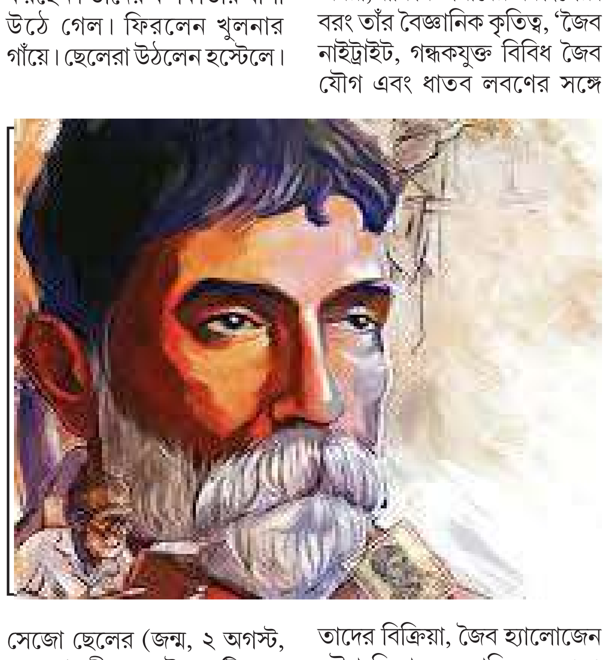

সেজো ছেলের (জন্ম, ২ অগস্ট, ১৮৬১) জীবনে এই দৃশ্যটি মনে থেকে গেল। কিছু দিন পরে সেই ছেলেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতের পথে রওনা দিতে উদ্যোগী হলেন। যাওয়ার আগে মা'কে বললেন, 'জীবনে সাফল্য লাভ করলে, প্রথমেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও বাড়ির সংস্কার করব।' সে কাজ বেশ কিছুটা করেওছিলেন। কিন্তু বাড়ির তুলনায় বাইরের জগৎ তাঁকে যে বেশি টানে। সেই টান আর দেশের কাজের জন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'আচার্য'। তিনিই প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম বিশ্লেষণের ধৃষ্টতা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শুধু একটি বিষয়ই বলা যেতে পারে, তা হল; মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কারকে প্রফুল্লচন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হিসেবে ধরা হলেও যৌগটির 'অস্তিত্ব' এখনও অধরা, দাবি বিজ্ঞানীদের একাংশের। বরং তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, 'জৈব নাইট্রাইট, গন্ধকযুক্ত বিবিধ জৈব যৌগ এবং ধাতব লবণের সঙ্গে তাদের বিক্রিয়া, জৈব হ্যালোজেন যৌগ বিশেষত ফ্লোরিনযুক্ত এবং পারদের ধাতু যুক্ত জৈব যৌগ; এ সবের প্রস্তুতি ও পরীক্ষণের সূচনা' করা। কিন্তু এ বিষয়গুলি বহুল চর্চিত। তাই জীবনভর নানা কাজ, জেদের মধ্য দিয়ে কী ভাবে প্রফুল্ল-চরিত্র তৈরি হয়েছিল, তা সন্ধানেরই চেষ্টা করব আমরা।

জন্মস্থান রাড়ুলি গ্রামেই স্কুলছাত্র তখন প্রফুল্লচন্দ্র। ইতিহাস, ভূগোলের নানা বইয়ে মুখ গুঁজে থাকেন। একদিন মনে হল, বাবার ভূগোলের জ্ঞান পরীক্ষা করলে কেমন হয়! শিশু প্রফুল্লচন্দ্রের প্রশ্ন, 'আচ্ছা, সিবাস্টোপল কোথায়?' মুহূর্তে বাবা হরিশ্চন্দ্রের উত্তর, 'কী সিবাস্টোপলের কথা বলছ? ইংরেজরা ওই শহর কী ভাবে অবরোধ করল, তা যেন চোখে ভাসে!' প্রফুল্লচন্দ্রের মানসিক গঠনের প্রস্তুতি-পর্বে তাঁর বাবার ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। বাড়িতে ডিএল রিচার্ডসনের 'সিলেকশনস ফ্রম দ্য ব্রিটিশ পোয়েটস'-সহ দেশ-বিদেশের নানা বই, 'তত্ত্ববোধিনী', 'অমৃতবাজার', 'সোমপ্রকাশ', 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সহ নানা পত্রিকার বিপুল সম্ভার তাঁর। গ্রামে একটি ইংরেজি-বাংলা স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

এমনকি, তাঁরই উদ্যোগে একবার গ্রামের স্কুলের পণ্ডিত পৈতেত্যাগী মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ বিধবা বিবাহেও সম্মত হলেন। লোক জনের বাধায় তা সম্পন্ন হল না। এমন প্রগতিবাদী হরিশ্চন্দ্র ও টাকীর কালীনাথ মুন্সিকে নিয়ে ছড়া কাটল গোঁড়ার দল "হা কৃষ্ণ, হা হরি, এ কি ঘটাইল,/ রাড়ুলি টাকীর ন্যায় দেশ মজাইল।"

বাবার পরিকল্পনাতেই কলকাতায় পড়তে আসা, ওঠা ১৩২ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাসা, চাঁপাতলায়। হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৮৭০-এর কলকাতায় তখন কলে জল সরবরাহ শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান-মনের অধিকারী বালক প্রফুল্লচন্দ্র বিষয়টি অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকলেন। বারবার ছুটে যেতেন ময়দানে, অ্যালবার্ট হলে কেশবচন্দ্র সেনের ওজস্বী বক্তৃতা শুনতে। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি অনুরাগ এই সময় থেকেই তৈরি হল। পাশাপাশি, ভোর তিনটে-চারটে থেকে উঠে পাঠ্যক্রমের বাইরের বই পড়াও চলতে থাকল নিয়মিত।

এর ফল হল মারাত্মক, কৈশোরে কঠিন রোগে পড়লেন প্রফুল্লচন্দ্র। স্কুলের পাঠে প্রায় দু'বছরের জন্য ইতি। ওই পর্বে ল্যাটিন 'সামান্য কিছু' শিখে ফেললেন। মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পরে ভর্তি হলেন মূলত ব্রাহ্মদের দ্বারা পরিচালিত অ্যালবার্ট স্কুলে। এখানে যেন প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। 'রেক্টর' কেশবচন্দ্রের ভাই কৃষ্ণ বিহারী সেনের ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর প্রতি তৈরি হল বিশেষ মুগ্ধতা।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় শিক্ষকদের 'আশানুরূপ' ফল কিন্তু তাঁর হল না। এর পরে, বিদ্যাসাগরের কলেজ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হওয়া। সেখানে ইংরেজি সাহিত্য পাঠ শুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার লাহিড়ীর কাছে। চলল কালিদাসের কাব্য-পাঠও। কিন্তু এই পর্বেই প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বাহিরের ছাত্র হিসেবে' স্যর আলেকজান্ডার পেডলারের প্রেরণায় রসায়নের প্রতি বিশেষ টান শুরু।

জীবনের মোড় ঘোরাও তখনই। পরিবারের আর্থিক অবস্থা পড়তির দিকে। বাবার ইচ্ছে ছিল, ছেলেরা বিলেত যাক। সে জন্য এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে গোপনে 'গিলক্রাইস্ট' বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করলেন প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু তা জানতে পেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক 'কৃতী' ছাত্রের বিদ্রুপ, 'ওর (প্রফুল্লচন্দ্রের) নাম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারের বিশেষ সংস্করণে বার হবে।' প্রফুল্লচন্দ্রও আশা ছাড়লেন। কিন্তু একদিন কলেজে ইংরেজি

পাঠকদের কলমে অভিনেতা বিকাশ রায়

বিশেষ প্রতিবেদক

সেবার হাওড়ার ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটো গ্রামের মানুষকে আবার পুরোনো ছন্দ ফিরিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেঙ্গল মোশান পিকচার্স। গাঁয়ের এক আটপৌর বধূ কাজের খবরে উদ্দীপ্ত, মুহূর্তে আবার যেন চুপসে যায়। বললেন, আমার হাতে তোমরা খাবে কেন বাবা। আমরা যে ছোটজাত।

অভিনেতা বিকাশ রায় দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, জাতটাত বুঝি না, পরিস্কার করে চাড্ডি ডাল ভাত রেঁধে দিয়ো মা, খুশি মনে খেয়ে নেবো। সেকথা শুনে বধূর চোখে জল। বললেন ভগবান তাঁর ভাল করবে। তাঁকে ভিক্ষে নেওয়ার হাত থেকে তিনি রক্ষা করলেন। বধূর চোখে জল, তাঁকে ভিক্ষে করতে হবে না পরদিন নতুন শাড়িতে গ্রামের বধূ এলেন বিকাশ রায় সহ অন্যদের রান্না করতে।

নয়-দশ বছরের ছেলেটির পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, বন্যায় ত্রাণ বিতরণের সময়ে প্রতিদিন বিকাশ রায়দের পিছনে ঘোরে, কিন্তু কিছু চায় না। সেদিন অবশ্য ছেলেটি অভিনেতার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে আমাকে একটা পেন্টুল দেবে বাবু? আর একটা জামা। আমার ছোট ভাইটার জন্য দাও,সে তো জ্বরের জন্য বের হতে পারেনি। মায়ের জন্য একটা শাড়ি চাইল সে, তাঁর মায়ের পরার মত কাপড়ও নেই। ছেলেটির নাম,বাড়ির ঠিকানা লিখে নিল বেঙ্গল মোশান পিকচার্সের লোকেরা। বিকাশ রায় বাড়তি একটা ধুতি আর দুটো কম্বলও ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ছেলেটির চোখ খুশীতে চকচক করে ওঠে। একছুটে সে বাড়িতে চলে যায়। কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে ছেলেটা ফিরে এল সব জিনিসপত্র নিয়ে। বলল মা বলেছে, ভিক্ষের জিনিস নিতে নেই। সেকথায় একটু অবাক হয়েছিলেন বিকাশ রায়।

সেবার হাওড়ার ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটো গ্রামের মানুষকে আবার পুরোনো ছন্দ ফিরিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেঙ্গল মোশান পিকচার্স। চলচ্চিত্র জগতের সবাই মহান উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। বিশুবেড়িয়া ও অন্য একটি গ্রামের লোকজন তখনও বাঁধের ওপর ছাউনি করে বসবাস করছেন। বন্যার একেবারে গোড়ার দিকে সেখানে সাতদিন থেকেছেন বিকাশবাবু। জলকাদা ভেঙে বন্যা দুর্গতদের জন্য বিলি করা হত ধুতি,শাড়ি,ফ্রক, জামা,কম্বল। কাজ ফেরত লোকেরা বিকেলে আসতেন। তাদের দেওয়া হত পরিমাণ মত চাল,ডাল আর সারাদিনের মজুরী এক টাকা।

অবশ্য ছেলেটির কথা বারবার মনে হচ্ছিল,জানা গেল ওরা খুব গরীব, ছেলেটির বাবারও বাড়তি চাহিদা নেই, প্রচণ্ড খাটতে পারেন। আর ওর মায়ের অহঙ্কার না খেয়ে মরে যাবে কিন্তু কারও কাছে হাত পাতবেন না। নিজের উপার্জনের জিনিস না হলে স্পর্শ করবেন না। বিকাশ রায় ছেলেটির পিতা-মাতা সম্পর্কে জেনে আশ্চর্য হয়ে ছিলেন। মানুষ এত কঠিন সময়েও কতটা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়।

সন্ধ্যা বেলায় আবার ছেলেটি আসে, লণ্ঠনের আলোর বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকে, বাবু। মা এসেছে তোমার সাথে কথা কইবে।

বিকাশ রায় এগিয়ে গেলেন,নারীর লজ্জা নিবারণের যথেষ্ট বস্ত্র নেই, অনুরোধ করে বললেন, বাবু আলোটা নিভিয়ে দাও। হাতের টর্চ নিভিয়ে বিকাশ বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো। একটু ইতস্তত করে গ্রামের সরল বধূ বললেন সকালে যেগুলো ভিক্ষে দিয়েছিলে সেগুলো ফিরিয়ে দাও বাবা, কখনও ভিক্ষে করিনি,মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। তাই জিনিসগুলো ফেরত পাঠিয়েছি।

আবার বাঙালি পরিযায়ীকে হেনস্থার অভিযোগ হরিয়ানায়

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ২ আগস্টঃ রাজগঞ্জে পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্য মৃত্যুর পর এবার হরিয়ানায় সমস্যায় মধ্যে পড়লেন ময়নাগুড়ির পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহ। ঠাকুরদার জমির দলিল দেখতে চাইলেন হরিয়ানার পুলিশ। এহেন ঘটনায় অকুল পাথারে ময়নাগুড়ির পরিযায়ী। গোটা ঘটনায় প্রতিবাদ তৃণমূলের। সব শুনে বিজেপি সাংসদ, বিধায়কের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রামপঞ্চায়েতের উল্লার ডাবরি গ্রামের বাসিন্দা নরেশ মণ্ডল। ২০১১ সাল থেকে পরিবার নিয়ে তিনি দিল্লিতে থাকেন। বর্তমানে তিনি হরিয়ানাতে একটি কাপড়ের কারখানায় কর্মরত। অভিযোগ, নরেশ বাঙালি এই পরিচয় জানতে পারায় হরিয়ানা পুলিশ ওই শ্রমিকের ফ্যাক্টারিতে গিয়ে নথি দেখতে চায়। তিনি ভোটার কার্ড, আধার কার্ড দেখানোর পরেও কাজ হয়নি। আগামী সাতদিনের মধ্যে ঠাকুরদার নামে জমির দলিল দেখাতে বলা হয়েছে। নাহলে ওই শ্রমিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় আতঙ্কিত ওই শ্রমিক। ঘটনা সামনে আসতেই রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে। খবর পেয়ে উল্লাডাবড়িতে গিয়ে নরেশের স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন যুব তৃণমূল জেলা সভাপতি রামমোহন রায়। পাশাপাশি তিনি নরেশের বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ঘটনার খবর

ময়নাগুড়িতে পৌঁছনোর পর থেকে চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন নরেশের বাবা ননি চন্দ্র মণ্ডল। কারণ ননিবাবুর বাবার জমির দলিল তার কাছে নেই। এই অবস্থায় তিনি তার ছেলেকে কিভাবে সাহায্য করবেন তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বলে জানান ননি বাবু। প্রতিবেশী তাপস মণ্ডল বলেন, ''নরেশ আমার ছোটবেলায় বন্ধু। পাশাপাশি বাড়ি। ওর সমস্যা শুনে আমরাও চিন্তিত। আমাদের এখানেও ভিন রাজ্যের লোক থাকে। চাকরি বা ব্যবসা করে। এখানে তো এইসব নেই।'' রামমোহন বলেন, ''বাংলায় কথা বলার অপরাধে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে। আমরা এই পরিবারকে সব রকমের সহযোগিতা করব। প্রয়োজনে আমরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে নরেশকে ফিরিয়ে আনব।'' বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''পুলিশ কাগজপত্র নিশ্চয়ই দেখতে চাইতে পারে। এতে অজথা ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রয়োজনে বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই আমরা সাহায্য করব।'' তিনি আরও বলেন, ''যারা বাংলাদেশি হিন্দু। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে এসেছেন তাঁরাও নিশ্চিত থাকুন। তাঁদের কোনও সমস্যা হবে না। কারণ হিন্দুরা বিজেপিকে ভোট দেয়। তাই বিজেপি কালিদাস হয়ে যেই গাছের ডালে বসে আছে সেই গাছের ডাল কাটবে না।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পুনেতে গিয়ে রহস্য মৃত্যু হয়েছে রাজগঞ্জের পরিযায়ী শ্রমিকের। অভিযোগ বাঙালী বলে তাকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। এবার ময়নাগুড়ির নরেশে কি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবে। সেটাই দেখার।

দিনহাটা শহরে সিসিটিভি ক্যামেরা, কন্ট্রোল রুম ও আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থার উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২ আগস্টঃ শহরজুড়ে নাগরিক সুরক্ষা আরও মজবুত করতে দিনহাটায় চালু হল অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা, একটি আধুনিক কন্ট্রোল রুম এবং ট্রাফিক সিগন্যালিং সিস্টেম। শনিবার দিনহাটা থানার চত্বরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা ও মহকুমা দিতে এই প্রকল্প অত্যন্ত কার্যকর হবে। পুলিশকে অপরাধ দমন ও তদন্তে অনেক সুবিধা হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''ইতিমধ্যে একাধিক শহরে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দিনহাটায় এই প্রকল্পের ফলে শহরবাসীর নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের আন্তরিকতা বোঝা যায়।'' তিনি একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করেন, যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ দ্রুত অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পেরেছিল। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, ''এই নতুন কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে শহরের

পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে প্রায় ৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে দিনহাটা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও জনবহুল এলাকায়। পাশাপাশি, একটি কন্ট্রোল রুমও তৈরি করা হয়েছে, যেখান থেকে এই সমস্ত ক্যামেরা ২৪ ঘণ্টা মনিটরিং করা হবে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেমন রেলস্টেশন চত্বর, হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তাঘাট, প্রধান মোড় ও বাজার এলাকাগুলি এই ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও শহরের একাধিক চৌমাথা ও ট্রাফিক হটস্পট এলাকায় আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এর ফলে শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে বলে মনে করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, ''দিনহাটা শহরকে আধুনিক ও সুরক্ষিত করতে আমরা এই প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপ নিয়েছি। ক্যামেরার মাধ্যমে রাস্তায় অপরাধ রুখতে ও মানুষকে নিরাপত্তা উপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো সম্ভব হবে। ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের দিক থেকেও এটি বড় পদক্ষেপ।'' সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জানান, ''সাধারণ মানুষের সুরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আগামী দিনে আরও এলাকায় এই প্রকল্প সম্প্রসারিত করার কথা ভাবা হচ্ছে।'' দিনহাটার নাগরিকরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, শহরে দিনে দিনে জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে অপরাধের আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে। তাই এই ধরণের নজরদারি ব্যবস্থা শহরের নিরাপত্তার মান উন্নত করবে। এই সিসিটিভি ও ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে যেমন নিরাপত্তা বাড়বে, অন্যদিকে শহরের ট্রাফিক পরিচালনাও হবে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রশাসনের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ দিনহাটাকে আরও আধুনিক ও নিরাপদ শহর হিসাবে গড়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শ্রমিক-কৃষকদের বিজেপি প্রীতি দেখে ক্ষুব্ধ বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বলাগড়, ২ আগস্টঃ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির একাংশের বিজেপিমুখী মনোভাব দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন বলাগড়ের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারি। শনিবার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এক বিস্ফোরক পোস্টে তিনি তুলে ধরেছেন শ্রমিক ও কৃষকদের স্মৃতিভ্রষ্টতা এবং বিজেপির প্রতি 'অন্ধ ভক্তি'র অভিযোগ। ফেসবুক পোস্টে বিধায়ক লিখেছেন, ''বিহারের কোটি কোটি মানুষ রুজি-রোজগারের সন্ধানে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কোভিডের সময় যখন সেইসব শ্রমিকরা বাড়ি ফিরছিল, রাস্তায় গরু-মোষ কুকুরের মতো তাদের পেটানো হচ্ছিল। সেই সময় তারা চোখের জলে বলেছিল-'আমরা আর বিজেপিকে ভোট দেব না'। কিন্তু ভোট এলে, সেই প্যাদানি খাওয়া মানুষগুলোরই দেখা মেলে না। বরং তারাই আবার বিজেপিকে ভোট দিয়ে জেতায়। কেন?'' এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়েছেন কৃষক আন্দোলনের কথাও। লিখেছেন, ''পাঞ্জাব-হরিয়ানা থেকে কৃষকরা দিল্লিতে এসে আন্দোলন করলেন। প্রায় ৭০০ জন মারা গেলেন। সেসময় অনেকেই বলেছিল-'ভুল করেছি বিজেপিকে ভোট দিয়ে'। কিন্তু লোকসভা ভোটে আবার সেই বিজেপিই ২৪০টা আসনে জয়ী হলো। তাহলে কারা দিল এই ভোট? ভারত তো কৃষিপ্রধান দেশ। প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। তাহলে কি তারাই আবার বিজেপিকে ভোট দিল?'' মনোরঞ্জন ব্যাপারির ক্ষোভ শুধু বিহার বা পাঞ্জাবের দিকে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং পশ্চিমবঙ্গের ভিতরেই বিজেপি-সমর্থন পাওয়া কিছু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর আঙ্গুল উঠেছে। তিনি লিখেছেন, ''এই ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে-বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে-বাঙালি নমঃশূদ্র, মতুয়া, রাজবংশীরা আজ ঝাড় খাচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি যে আসনগুলোতে জেতে, তার পিছনেও এইসব জনগোষ্ঠীরই ভোট থাকে।'' তিনি আরও বলেন, ''এখন বিজেপি তাদের ক্যালানি দিচ্ছে, কিন্তু আর এক বছর পরেই সব ব্যথা, অপমান ভুলে আবার ভোট দেবে বিজেপিকেই। এটা একটা জাতিগত স্মৃতিভ্রষ্টতা।'' বিধায়কের বক্তব্যে উঠে এসেছে আসন্ন নির্বাচনে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রসঙ্গও। তাঁর

মতে, ''যদি এইবার ঠিকভাবে কাগজপত্র যাচাই হয়, তাহলে ২০০০ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ নমঃশূদ্র ও মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটা পড়বে। কারণ তাদের কাছে বৈধ নথিপত্র নেই।'' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ''ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পাশাপাশি, কিছুদিন পর তাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদিও অবৈধ হয়ে যাবে। তখন তারা বুঝবে কী ভুল করেছিল। কিন্তু তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।'' বিজেপির প্রচার ও ভোট পরিচালনা কৌশলের কটাক্ষ করে তৃণমূল বিধায়ক লেখেন, ''এই যে গান আছে না-'এই গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কি'-ঠিক তেমনই অবস্থা। কেলাচ্ছে বিজেপি, ক্যালানি খাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু আমরা নিয়ে ভেবে কী করব?'' বিধায়কের এই পোস্ট ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র আলোড়ন তুলেছে। অনেকে সমর্থন জানিয়ে মন্তব্য করেছেন, ''এটাই আসল সত্যি। মানুষ ভুলে যায় নিজেদের অপমান।'' আবার অনেকে সমালোচনাও করছেন। বিজেপির পক্ষ থেকে কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলেছেন, ''জনগণ যাদের ভোট দেয়, তাদের অপমান করা একজন বিধায়কের কাজ হওয়া উচিত নয়।'' তবে মনোরঞ্জন ব্যাপারি নিজে তাঁর বক্তব্যে অনড়। তাঁর মতে, ''যতক্ষণ না এই শ্রেণির মানুষ বাস্তব উপলব্ধি করছে, ততদিন তারা গোবর খাবে, আর 'জয় শ্রীরাম' বলেই যাবে।'' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মনোরঞ্জন ব্যাপারির এই বক্তব্য মূলত তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের ভিতরকার হতাশা ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। ভোটের আগে যেভাবে জাতিগত ও শ্রেণিগত সমর্থন আশা করা হচ্ছিল, বাস্তবে তার বিপরীত ফলাফল সামনে আসায় এই ক্ষোভ বেড়েছে। এখন দেখার, এই মন্তব্যের ফলে তৃণমূল নেতৃত্ব কী অবস্থান নেয়। কারণ, এই বক্তব্যে ভোটারদের একাংশকে সরাসরি 'অন্ধ' বলার ঝুঁকি রয়েছে। সেইসঙ্গে, বিজেপি এই মন্তব্যকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের সুযোগ নিতে পারে। শেষ কথা, একাধিক আন্দোলন, মৃত্যু, নিপীড়ন-সব কিছু ভুলে ভোটবাক্সে ভোট পড়ে বিজেপির দিকে। আর সেই বাস্তবতাই যেন তৃণমূল বিধায়কের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। তাঁর মতে, মানুষ যতদিন না সরাসরি ঘাড় ধাক্কা খাবে, ততদিন তাদের চেতনা জাগবে না। কিন্তু এই বক্তব্যে যে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হবে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হলদিয়ার নদী পাড়ে মা-মেয়েকে জ্যান্ত পুড়িয়ে খুন, ৫ বছর পর কী বলল আদালত?

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২ আগস্টঃ ৫ বছর আগে হলদিয়ার নদী পাড়ে জোড়া খুনের ঘটনায় তোলপাড় পড়েছিল রাজ্যে। মা-মেয়েকে জ্যান্ত

পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই মামলায় শনিবার রায় শোনাল তমলুক জেলা ও দায়রা আদালত। ৪ জন দোষীসাব্যস্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। ২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। হলদিয়া পৌরসভার ঝিকুরখালি এলাকার হলদি নদীর ধারে মা ও মেয়ের অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। পরে জানা যায়, জোড়া খুনে অভিযুক্ত হলদিয়ার বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন। তদন্তে উঠে আসে, উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের রমা দে নামে এক মহিলার সঙ্গে অভিযুক্ত সাদ্দামের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রমা তাঁর ১৮ বছরের মেয়ে জেসিকাকে নিয়ে অভিযুক্ত সাদ্দামের কাছে হলদিয়ায় চলে আসেন। হলদিয়ায় একটি বাড়ি ভাড়া করে তাঁদের রাখেন সাদ্দাম। ধীরে ধীরে রমার পাশাপাশি তাঁর মেয়ে জেসিকার সঙ্গেও সাদ্দামের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। পরে সাদ্দাম জেসিকাকে বিয়ে করেন। মা-মেয়ে দু'জনের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে গিয়ে তৈরি হয় বিবাদ। সাদ্দাম সব সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালান। তারপরই ঘটনা মোড় নেয় নৃশংসতায়। তদন্তে উঠে আসে, মা-মেয়েকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হয় ঝিকুরখালির নদীপা। এলাকায়। সাদ্দামের সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। মৃত ভেবে মা-মেয়ের গায়ে পেট্রোল ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে অভিযুক্তরা। ধোঁয়া দেখে সেখানে হাজির হন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাদ্দামকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সেই ঘটনার ৯০ দিন পরে চার্জশিট জমা দেয় দুর্গাচক থানার পুলিশ। পাঁচ বছর মামলা চলার পরে এদিন সাজা ঘোষণা করে তমলুক জেলা আদালত। মূল অপরাধী সাদ্দাম এবং বাকি ৩ অপরাধী মঞ্জুর আলম মল্লিক, শুকদেব দাস এবং আমিনুর হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন তমলুক জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক প্রিয়ব্রত দত্ত। আসামি পক্ষের আইনজীবী সুব্রত কুমার মাইতি বলেন, ''আমার মনে হচ্ছে, প্রমাণের উপর নয়, সমাজকে বার্তা দিতে এই রায় দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাব। আমার মনে হচ্ছে, সেখানে রায় আমাদের পক্ষে যাবে।''

ফাঁকা মাঠে যুবতীর অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন বাসিন্দারা, শোরগোল মোথাবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২ আগস্টঃ মুখ ঢাকা ওড়নায়। মাথায় আঘাত। আঘাত শরীরেও। ফাঁকা মাঠ থেকে উদ্ধার হল তরুণীর রক্তাক্ত মৃতদেহ। মালদহের মোথাবা।রি গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামের কাছে ফাঁকা মাঠে অজ্ঞাতপরিচয় ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয় শনিবার। গ্রামের বাসিন্দাদের ধারণা, হয় যুবতীকে এখানে নিয়ে এসে খুন করা হয়েছে। কিংবা খুন করে দেহ এখানে ফেলা হয়েছে। এই মাঠে স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত যে কম, তা দুষ্কৃতীরা জানত বলেই মনে করছেন তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য

বাসিন্দারা চিনতে পারেননি মৃত যুবতীকে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, তরুণী অন্য কোনও এলাকার বাসিন্দা। ফাঁকা নির্জন মাঠে তাঁকে এনে খুন করা হয়েছে। অথবা অন্যত্র খুন করে মৃতদেহ এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এদিন সকালে নির্জন ওই মাঠে প্রাতঃকৃত সারতে গিয়ে ওই যুবতীর মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেখানে ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে আসে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, যে মাঠে দেহ পাওয়া গিয়েছে, সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা খুবই কম যাতায়াত করেন। জনবসতি অনেকটাই দূরে। চারিদিকে ফাঁকা জমি, বাগান। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, উপুড় হয়ে পড়েছিল মৃতদেহটি। ফলে মুখ স্পষ্ট দেখা যায়নি। তবে ওই যুবতী স্থানীয় বাসিন্দা নন। যুবতীকে দেখে বিবাহিত বলে মনে হয়েছে তাঁদের। স্থানীয় ছড়িয়েছে। যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় বিশেষ কিছু বলতে চায়নি মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে তারা জানিয়েছে। আশপাশের কোনও এলাকায় যুবতীর নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে।

'আগে কি রাজ্যে দুর্গাপুজো হত না?'

১ লাখ দশের ঘোষণা হতেই বেহাল রাস্তা-স্কুল নিয়ে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২ আগস্টঃ গত বছরের থেকে একধাক্কায় বেড়েছে ২৫ হাজার টাকা। এবার পুজো কমিটিগুলির ঝুলিতে যাচ্ছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি খুশি আসানসোলের জামুরিয়ার পুজো কমিটিগুলিও। বিরোধীদের অভিযোগ, এলাকায় থমকে আছে উন্নয়ন। বেহাল রাস্তা থেকে স্কুলের অবস্থা। ভেঙে পড়েছে স্কুলের পরিকাঠামো। নেই শিক্ষক। স্কুলে যাওয়ার রাস্তাও বেহাল। চরম ভোগান্তির ভোগান্তির শিকার জামুরিয়ার বাকশিমুলিয়া গ্রামের পড়ুয়া থেকে বাসিন্দারা। এখন পুজো কমিটিকে গুলিকে ১ লাখ ১০ হাজার দিতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়ে গিয়েছে হইচই। জামুরিয়া বাক শিমুলিয়া গ্রামের মাধ্যমিক স্কুল নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। এই স্কুলে বাংলা ও হিন্দি দুই মাধ্যমেই পড়াশোনা চলে। বাংলা মিডিয়ামের শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন হিন্দি মিডিয়ামে। আর্টসের শিক্ষককে নিতে হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্লাস। অঙ্কের শিক্ষককে পড়াতে হচ্ছে ইংরাজি বিষয়। অফিসের কাজকর্ম ছেড়ে অশিক্ষক কর্মীদেরও নিতে হচ্ছে ক্লাস। এমনই জগাখিচুড়ি অবস্থা জামুরিয়ার স্কুলে। ক্ষোভ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে। স্কুলের বাইরের সমস্যাতেও জেরবার পড়ুয়া থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রায় ৫০ বছরের পুরানো স্কুল, কিন্তু পাকা রাস্তা তৈরিই হয়নি কোনওদিন। এই স্কুলে আসানসোল পুর এলাকার ২, ৩, ১৩ ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও বারাবনি পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসে। কিন্তু খারাপ রাস্তা নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অন্যান্য সময় কোনক্রমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে এলেও বর্ষার সময় তাদের প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। দ্বিভাষিক স্কুল হওয়া সত্ত্বেও এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল। দীর্ঘদিন নতুন কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। তারউপর অনেকেই অবসর নিয়েছেন। উল্টে ২০১৬ সালে নিয়োগ হওয়া দু'জন শিক্ষকের

আদালতের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে। ফলে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষকদের হিন্দি মাধ্যমের ক্লাস নিতে হয় আবার হিন্দি মাধ্যমের শিক্ষকদের বাংলা। যার জেরে পড়ছে পড়াশোনার মান। এ বছর মাধ্যমিকে মোট ৯২ জন পরীক্ষা দিলেও মাত্র ৪২ জন কোনওমতে পাশ করেছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানাচ্ছেন স্কুলে এখন মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৫২৮। কিন্তু, দুই মিডিয়াম মিলে শিক্ষকের সংখ্যা ৯। আগে ছিল ১৭। যা কমতে কমতে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। জামুরিয়ার বিধায়ক হারেরাম সিং যদিও বলছেন, বাকশিমুলিয়া থেকে পরিহারপুরের ওই রাস্তা এবার সংস্কার হবে। ৭৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। যদিও এই দাবি নিয়েও সংশয় প্রকাশ করছে বিরোধীরা। এদিকে জামুরিয়ার যে ক্লাবগুলি পুজোর টাকা পাবেন তারা আবার এলাকার উন্নয়ন নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার লোকজন। তীব্র বিরক্তির সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা বুদ্ধদেব রজক বলছেন, ''শুধু এখানে নয়, গোটা এলাকাতেই একই অবস্থা। বাক শিমুলিয়ার প্রধান রাস্তা যেখান দিয়ে পড়ুয়ারা স্কুলে যায় সেখানের রাস্তা মারাত্মক খারাপ। কোথাও কোনও উন্নয়ন নেই। এখন তো ক্লাবগুলিকে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে! কিন্তু মানুষের প্রাথমিক চাদিহাগুলি মেটানো হচ্ছে না। রাস্তাঘাট, স্কুলের উন্নয়ন হচ্ছে না। আমাদের প্রশ্ন আগে কি রাজ্যে দুর্গাপুজো হত না? সরকারের কাজ সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে জোর দেওয়া।'' শাসকদলকে তীব্র খোঁচা দিয়েছে বিজেপিও। বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, ''তৃণমূল বিধায়করাই এবার ওইসব স্কুলে পড়াবে। আসলে ওটা তো ছোট গ্রাম। ওখানে তো বড় তৃণমূল নেতারা থাকে না। তাই যেখানে বড় তৃণমূল নেতারা থাকেন সেখানেই রাস্তা হয়!''

Tender Reference No: BAGHAR-II GP/15TH FC TIED/1337, Date: 01/08/2025
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONST OF COVERED DRAIN INCLUDING SOAK PIT. NAME OF FUND: 15TH FC TIED. Bid submission end date **08/08/2025 upto 12.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **11/08/2025 at 12.00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Pradhan**
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar, Purba-Bardhaman

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
Smt. Sibani Karmakar
আমোক্তারনামা দাতাঃ Sri Samir Kumar Dey
ঠিকানাঃ Seshbati Ward No. 12, P.O.-Mohitnagar P.S.-Kotwali, Jalpaiguri-735101
গ্রহীতাঃ Smt. Sibani Karmakar
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ Sl. No. 3534/24
নং বহি I-3485/24 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
Sl-2159/2025 I-2262/25
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/7295
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
Mouza-Kharia, Sheet No. 01, J.L. No. 07, L.R. Khatian 1315, Name Sri Samir Kumar Dey, S/O, Late Fanindra Nath Dey, Seshbati, Ward No. 12, P.O.-Mohitnagar, P.S.-Kotwali, Dt.-Jalpauguri-735101
(আদেশ নং- ১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ Smt. Sibani Karmakar
স্বামীঃ Ranjit Karmakar
ঠিকানাঃ Sukanta Pally, SMC Ward No.-33, P.O.-Siliguri Bazar, P.S.-NJP, Dt.-Jalpaiguri, Pin-734005

আলিপুরদুয়ার জংশনে এল.সি. গেট অপসারণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৭০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ৩০-০৭-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ২৫-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ** কিমি ১৬৪/৬-৭ বাই ৮৫০.০০ এম সংযোগকারী রাস্তা থেকে এল.সি. নং এসকে-১১৮ -এর কিমি ১৬৫/৩-৪ -এর এল.সি. গেট নং এসকে-১১৯ -এর অপসারণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,২০,৩০,০২৪.১২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,১০,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **১৫:০০** ঘণ্টা এবং **খোলা হবে ২১-০৮-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিস্তৃত পরিচ্ছন্নতা এবং হাউসকিপিং কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. জিইএম/২০২৫/বি/৬৫২০১১৩ তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহারে ৫০০ দিনের জন্যে ডিআরএম ভবন পরিসরে (মোট ১২,৬২৮.৬৭ বর্গমিটার) রবিবার ছাড়া বিস্তৃত স্বচ্ছতা এবং হাউচকিপিং কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪৫,০৬,৫৪১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৯০,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৮-২০২৫** তারিখের **১৯.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২১-০৮-২০২৫** তারিখের **১৯.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **২১-০৮-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
এসিএমএস/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিশেষ ফিটিংস এবং সেলফ নাটসের যোগান
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ই-টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে বিশেষ ফিটিংসের যোগান, সেলফ নাট্‌স এবং রেইল ক্লেম্পসের যোগান। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৫৮,০০,০৬০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৯,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৮-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২১-০৮-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
Smt. Shyama Majunder
আমোক্তারনামা দাতাঃ Sri Samir Kumar Dey
ঠিকানাঃ Seshbati Ward No. 12, P.O.-Mohitnagar P.S.-Kotwali, Jalpaiguri-735101
গ্রহীতাঃ Smt. Shyama Majumder
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ Sl. No. 3534/24
নং বহি I-3485/24 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
Sl-2160/2025 I-2263/25
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/7311
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
Mouza-Kharia, Sheet No. 01, J.L. No. 07, L.R. Khatian 1315, Name Sri Samir Kumar Dey, S/O, Late Fanindra Nath Dey, Seshbati, Ward No. 12, P.O.-Mohitnagar, P.S.-Kotwali, Dt.-Jalpauguri-735101
(আদেশ নং- ১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ Smt. Shyama Majumder
স্বামীঃ Sibabrata Majumder
ঠিকানাঃ Sristi Kunj Apartment, 2nd Floor, East Vivekananda Pally, Ward-38, P.O.-Rabindra Sarani, P.S.-Bhaktinagar, Dt.-Jalpaiguri-734006

সাধারন বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, শ্রী প্রকাশ বিশ্বাস, পিতা: সমরেশ বিশ্বাস, সাং: ৫/এ বিজয় নগর, থানা- নৈহাটী, পিন-৭৪৩১৬৫, মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৭/০৪/২০১৩ তারিখে নৈহাটী এ. ডি. এস আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৩১৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নিম্ন বর্নিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলের পূর্বতন দলিলের (যার নং ৪১৫৫ ১৯৮৬ সনে) অন্দরে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নির উল্লেখ আছে এবং আমমোক্তার দ্বয়ের নাম ১) শ্রী নিরঞ্জন ঘোষ, পিতা মৃত নলিন চন্দ্র, ২) শ্রী অশোক কুমার দাস, পিতা: গোপি মোহন। উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B. L & L. R. O. BKP-I, Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজ পত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না।
-: তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরন:-
জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, থানা: বীজপুর, এ. ডি. এস আর অফিস নৈহাটীর হাবেলি শহর পরগনার অর্ন্তগত ভাটপাড়া পৌরসভার অধীন মাদরাইল মৌজায়, জে. এল নং ০২, এল.আর জরিপে ৩২৮ ও ৭৩৫ নং খতিয়ান ভুক্ত ও এল আর দাগ নং ২৩৭, জমির পরিমান .০৮৮৮ শতক।
Gouranga Ch. Das (Advocate)
Barrackpore Court.

e-NIT No.-04 **RAMJIBONPUR MUNICIPALITY** **Notice Inviting e-Tender** **Date.- 01.08.25**
The Chairman, on behalf of the Board of councillors of Ramjibanpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Construction of Community/Public toilet civil & electrical works through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contructor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. Tender Ref. no.: WBMAD/ULB/RM/NIet-04/2025-26 Tender ID: 2025_MAD_885768 Last date & time for submission of bid through online is 22.08.25 upto 2.00 PM.The details will be available on websites:www.wbtenders.gov.in(or) www.etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/- Chairman,
Ramjibanpur Municipality

SWASTIK PLYWOOD LIMITED
Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH6/11,STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156
CIN : L20291WB1985PLC038657
UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30TH, 2025
Amount (Rs. in lacs except EPS)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2025	Quarter ended 30.06.2024	Quarter ended 31.03.2025
		Reviewed	Reviewed	Audited
1	Total Income from Operations (net)	9.14	6.98	22.26
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax ,Exceptional and /or Extraordinary Items)	5.20	4.74	11.90
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.20	4.74	11.90
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items)	5.20	0.33	9.46
5	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	5.20	0.33	9.46
6	Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
7	Reserves(excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet as on 31.03.2025)			234.73
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)(for continuing and discontinued operation)	a)Basic:2.17 b)Diluted:2.17	a)Basic:0.14 b)Diluted:0.14	a)Basic:3.94 b)Diluted:3.94

Note :
a) The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 30 June, 2025 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
b) Click the link to download Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025
https://swastikplywood.net/2025/Outcome%20of%20BM%20of%201st%20QTR%2025-26.pdf
For **SWASTIK PLYWOOD LIMITED**
sd/- **Magan Lal Patel**
WTD & CFO
DIN : 00529999
Place : Kolkata
Date : 02.08.2025

ক্লাসের ফার্স্ট বয়! রাত পোহালেই ছিল ইংরাজি পরীক্ষা, সকালে ঘর থেকে উদ্ধার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, বাগদা, ২ আগস্টঃ ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ছোট থেকেই এলাকায় মেধাবী ছাত্র বলেই পরিচিত। সেই ছেলেরই অকস্মা মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়। পরীক্ষার দিন ঘর থেকে উদ্ধার হল ঝুলন্ত দেহ। যে ছেলে একদিন আগেও সুস্থ-স্বাভাবিক ছিল আচমকা সে কী করে আত্মহত্যা করতে পারে তা ভেবেই কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না পরিবারের সদস্যরা। মৃতের নাম রজনিশ মণ্ডল (১৪)। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছিল উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়ে। বাড়ি বনগাঁ থানা এলাকার জোকা গ্রামে। শনিবার ছিল স্কুলে ইংরাজি পরীক্ষা। তার প্রস্তুতিও চলছিল পুরোদমে। কিন্তু সেই পরীক্ষা

আর দেওয়া হল না। শোকের ছায়া পরিবারে। কিন্তু কী কারণে আত্মহত্যা তা নিয়ে ধোঁয়াশায় গোটা পরিবার। ধোঁয়াশায় স্কুল কর্তৃপক্ষও। তবে স্কুলের লোকজন বলছেন অতিরিক্ত রজনিশ পড়াশোনায় ভাল হলেও তার উপর তার পরিবারের প্রত্যাশাও ছিল অনেক। রজনিশের দিদি তুতুন রোজি মণ্ডল জানাচ্ছেন, তিনি বাইরে থাকেন। মা নেই। বাবা আর ভাই বাড়িতে থাকে। শুক্রবারও তার সঙ্গে ভাইয়ের কথা হয়েছিল। তিনি বলছেন, এক প্রতিবেশী ফোন করে জানায় ভাই আর নেই। কিন্তু কেন সে এই কাজ করল সেই উত্তর তার কাছেও নেই। তবে পড়াশোনার চাপ যে ছিল তা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই রজনিশের দেহ উদ্ধার করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে।

খাবার-দাবার

‘লাউ’য়ের পদেই হবে পেট ঠান্ডা, রইল রকমারি রেসিপি

পেট ঠান্ডা রাখতে লাউয়ের জুড়ি মেলা ভার! কিন্তু অনেকেই লাউ খেতে চান না। তাই একঘেয়ে লাউয়ের রান্না না করে এবার বরং কিছু অন্যরকম ট্রাই করুন। যদিও রন্ধন পটিয়সীদের ভালোই জানা যে পুরানো আমলে লাউয়ের কতরকম পদ দিয়ে খাওয়া হত। তবে কালে কালে সেসবের পাঠ হেঁশেল থেকে উঠে গেলেও পুরনো সেই রেসিপিগুলোই কিন্তু পাত সাফ করার মোক্ষম অস্ত্র। তাই ঝটপট জেনে নিন একগুচ্ছ লাউয়ের রেসিপি।

উপকরণ- মাঝারি সাইজের একটি লাউ, পরিমাণমতো সরষের তেল, নারকেল কোড়া, নারকেল দুধ, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, আদাবাটা, হলুদ গুঁড়ো, নুন ও চিনি আঃদাজমতো।

প্রণালী-লাউ ভালো করে ধুয়ে .নিন। তারপর ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। এরপর কড়াইয়ে দু থেকে তিন চামচ সরষের তেল দিয়ে .মাঝারি আঁচে গরম করুন। তেল গরম হয়ে আসলে, তারমধ্যে জিরে, শুকনো লঙ্কা ফোঁড়ন দিয়ে দিন। তারপর এই কড়াইয়ের মধ্যে আদা বাটা ও কেটে রাখা লাউ দিয়ে ভাল করে নাড়াতে থাকুন। এরপর এরমধ্যে আন্দাজমতো নুন, চিনি ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে .দিন। এরপর ভাল করে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর নারকেলের দুধ দিয়ে .আবার ভাল করে নেড়ে নিন। এর মধ্যে পরিমাণমতো গরম জল দিন। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিয়ে কড়াইটি ঢাকা দিয়ে দিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট এরকম ঢাকা দিয়ে রাখুন,

তারপর ঢাকা খুলে এর মধ্যে নারকেল কুড়ো দিয়ে দিন। ভাল করে নাড়িয়ে নিন। তৈরি আপনার লাউয়ের মালাইকারি। গরম গরম ভাতের সঙ্গে কিন্তু এটি খেতে দারুণ লাগবে।

ছোলার ডাল দিয়ে লাউ ঘন্ট-

উপকরণ- ঘণ্টর মতো কুচো করে কাটা লাউ ভাপিয়ে নেওয়া,১ কাপ সেদ্ধ ছোলার ডাল, ২ টেবিল চামচ সাদা তেল, ২ টি তেজপাতা, ২ টি শুকনোলঙ্কা, ১ চা চামচ গোটা জিরা, ১ টেবিল চামচ আদা, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা চামচ হলুদগুঁড়োষ গরমমশলা ১ চাচামচষ স্বাদ মত নুন-চিনি.

প্রণালীঃ একটা পাত্রে তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ও জিরে ফোড়ন দিয়ে. নিতে হবে। এবার এতে ডাল দিয়ে আদা ও কাঁচালঙ্কা বাটা, হলুদ, নুন দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এতে সামান্য জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। এবার লাউ দিয়ে মিশিয়ে নিন। মাখো মাখো হয়ে এলে উপর দিয়ে গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

লাউ কুমড়ো বড়ি ঘন্ট-

উপকরণ- ১ টি গোটা লাউ কুচি করা, একফালি বড় সাইজের কুমড়ো (ডুমো করে কাটা), ৬-৭ টা ডালের বড়ি, ১ চা চামচ রাঁধুনি, জিরে, ১ চা চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ১ চা চামচ হলুদগুঁড়ো, ৩-৪ টেবিল চামচ নারকেল কোরাস্বাদ অনুযাযী. নুন-চিনি, প্রয়োজন অনুযায়ী তেল।

প্রণালী-কড়ায় তেল গরম করে ডালের বড়িগুলো ভেজে তুলে রাখুন। এবার ওই তেলেই রাধুনি ও জিরে, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিন। এতে কুচি করে কেটে রাখা লাউ দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার এতে ডুমো করে কাটা কুমড়ো দিয়ে নুন ও হলুদ দিয়ে ফের নেড়ে ঢেকে দিন। বেশি ঘাটবেন না এতে লাউ-কুমড়ো দুটোই গলে গিয়ে একসা হবে! মিনিট পাঁচেক বাদে ঢাকা তুলে দেখুন জল ছাড়ছে কিনা। চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ফের একবার নেড়ে ঢেকে দিয়ে ঢিমে আঁচে রান্না করুন। নামানোর আগে বড়িভাজা ছড়িয়ে ভালো করে মিশিয়ে করে ঘন্টর সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার উপর থেকে নারকেল কোড়া ছড়িয়ে দিন। ব্যস, তৈরি লাউ-কুমড়োর ঘণ্ট।

হেঁশেলে মুগ-মুসুর না থাকলেও চিন্তা নেই! গরম ভাতে ‘আলুর ডাল’, রইল রেসিপি

বাড়িতে মুগ-মুসুর কিচ্ছু নেই! তবু পাতে ডাল চাই? কুছ পরোয়া নেহি! আলু থাকলেই হবে বাজিমাত। মাত্র ২০ মিনিটেই বানিয়ে ফেলুন ‘আলুর ডাল’। রইল সহজ রেসিপি।

উপকরণ- ৩টি বড় আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো, ১টি বড় পেঁয়াজ কুচি, ২টি টমেটো কুচি, ৪-৫টি কাঁচালঙ্কা চেরা, ১টি শুকনো লঙ্কা, ১ চা চামচ রসুন কুচি, ১ চা চামচ গোটা জিরে, আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ চা চামচ জিরেগুঁড়ো, আধ চামচ ধনেগুঁড়ো, আধ চা চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, ২ চা চামচ সরষের তেল, নুন-চিনি পরিমাণমতো।

প্রণালী- সেদ্ধ আলু ভালো করে চটকে নিতে হবে। একেবারে যেন মসৃণ পেস্ট তৈরি হয়। এবার কড়ায় তেল গরম করে তাতে গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এবার এতে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, রসুন দিয়ে অল্প আঁচে ভাজুন। লাল হয়ে এলে তাতে সেদ্ধ করা আলুর পেস্ট দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার বাকি সমস্ত গুঁড়ো মশলা এবং নুন-হলুদ দিয়ে হালকা আঁচে কষিয়ে নিন। কাঁচা মশলার গন্ধ গেলে এতে জল দিন পরিমাণ মতো। ঘন ডাল চাইলে অল্প জল দেবেন। চেরা লঙ্কাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ঢেকে দিন। ফুটে এলে ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ব্যস তৈরি আলুর ডাল। গরম ভাতের সঙ্গে যেন অমৃত। তার সঙ্গে পাতে থাকুক একটু গন্ধরাজ লেবু। আহা! জমে যাবে।

শ্রাবণ মাসে অনেকেই ব্রত পালনে অভ্যস্ত। এই গোটা মাসটা নিরামিষ আহার করেন সেই উপলক্ষ্যে। কিন্তু রোজকার নিরামিষ পদ খেয়ে একঘেয়ে লাগছে? ডাল, তরি-তরকারি তো থাকছেই পাতে, কিন্তু নিরামিষ আহারের মেন্যুতে পনির না থাকলে মন কেমন করে! কিংবা একধরনের পদ খেয়ে একঘেয়ে লাগছে? জেনে নিন স্বাদবদলের একগুচ্ছ রেসিপি।

স্বর্ণালী পনির

উপকরণ-পনির, ভাজা মসলা (ভাজা বাদাম, ধনে, জিরে, পোস্ত বীজ, সাদা তিলেরগুঁড়ো), টমেটো পিউরি, আদাবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, নারকেলের দুধ, টক দই, গরম মশলা, বাদাম, নুন-চিনি (স্বাদমতো), কাঁচা লঙ্কা, সাদা তেল, চেরি টমেটো

প্রণালী- প্রথমে একটি প্যানে তেল গরম করে পনিরগুলোকে হালকা বাদামি করে ভাজুন। শুকনো লঙ্কা ফোঁ।ন দিন, এবার এতে আদা ও কাঁচালঙ্কা দিন। টমেটো পিউরি এবং দই যোগ করুন এবং ভালভাবে কষান। প্রযো়জনমতো নারকেলের দুধ ও লঙ্কাগুঁড়ো দিন। এবার গরমমশলা ও ধনেপাতা কুচি দিযে. ভালো করে নাড়ুন। এবার পনির যোগ করে নেড়ে নিন। পনির দিলখুশ

উপকরণঃ পনির (২৫০ গ্রাম), টমেটো পিউরি (২০০ গ্রাম), ফ্রেশ ক্রিম (২০০ গ্রাম), কসৌরি মেথি (২ চা-চামচ), ঘি (পরিমাণমতো), লঙ্কাগুঁ।ো (আধ চা-চামচ), হলুদগুঁ।ো (আধ চা-চামচ), গরমমশলাগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), কাঁচালঙ্কা (২-৩টে), ধনেপাতা, নুন (আনন্দাজমতো), কাজুবাদাম বাটা (২ চামচ)।

প্রণালী-পনির টুকরো করে কেটে নিন। ক।ইতে ঘি দিয়ে পনির ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইতে ঘি দিয়ে কাজুবাদাম বাটা কষে নিয়ে টমেটো পিউরি, কাঁচালঙ্কা, কসৌরি মেথি, নুন,লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ কষান। এরপর এতে ক্রিম ও গরমমশলা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষান। মশলা থেকে তেল ছা।তে শুরু করলে তাতে পনিরের টুকরোগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ধনেপাতা কুচি ছা।য়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ঝাল-পাতুরি-ঘণ্ট! রসেবশে কষিয়ে রাঁধুন ভেটকি, রইল রেসিপি

মৎস্যপ্রেমীদের জন্য

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক, ইলিশ, চিংড়ির পাশাপাশি অনেকেই ভেটকি মাছ খেতে ভালোবাসেন। সাধারণত ফিসফ্রাই তৈরি হয় এই মাছের। তবে ভেটকি মাছের রকমারি পদ রয়েছে। যেসব রাঁধলে চেটেপুটে পাত সাফ হবে। অতিথিরা এলেও রাঁধতে পারেন। অবশ্যই তারিফ পাবেন। ঝটপট জেনে নিন রেসিপি।

ভেটকির ঝাল

উপকরণ-ভেটকি মাছ- বড় টুকরো করে কাটা (৫০০ গ্রাম), পিঁয়াজবাটা (২টো বড় মাপের), রসুনবাটা (২চাচামচ), আদাবাটা (২চাচামচ), দই (২ টেবিলচামচ), লঙ্কারগুঁড়ো (২ চাচামচ), কাঁচা লঙ্কা (৮টি), কালো জিরে (১ চাচামচ), জিরেগুঁড়ো (২ চাচামচ), সরষের তেল, নুন, চিনি, হলুদ (পরিমাণমতো)।

প্রণালী- মাছের পিসগুলো ভাল করে ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়ায় তেল গরম করে ভেজে তুলুন। ওই তেলেই এবার কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে তাতে পিঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, আদাবাটার সঙ্গে কাঁচালঙ্কা, নুন, হলুদ, লঙ্কারগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো দিয়ে ভাল করে কষান। মশলার কাচা গন্ধ যেন না থেকে। তেল ছেড়ে এলে এবার এতে অল্প জল দিয়ে কষান আরেকবার। ঘন গ্রেভিতে টক দই দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে ফুটিয়ে তুলুন। এবার এতে ভেজে রাখা মাছের পিসগুলো দিয়ে ঢেকে দিয়ে মাঝারি আঁচে মিনিট চারেক রাখলেই তৈরি প্রিয় ভেটকি ঝাল’।

বিঃ দ্র ঃ- এই রান্নায় অনেকে আলু, বড়ি এবং ধনেপাতা ব্যবহার করেন। আপনাদের পছন্দ হলেও করতে পারেন।

ভেটকি মাছের পাতুরি

উপকরণ-ভেটকি মাছ, সরষের তেল, সরষে বাটা, কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, হলুদগুঁড়ো, নুন, লেবুর রস, কলাপাতা।

প্রণালী-মাছের ফিলেতে নুন, হলুদ, এবং সামান্য সরষের তেল মাখিযে. নিন। এরপর সরষে বাটা, নারকেল বাটা, কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁযাজ বাটা এবং সামান্য নুন-চিনি দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার মাছের টুকরোগুলো সেই মিশ্রণ মাখিয়ে রেখে দিন। এইসময়ে কলাপাতাগুলি হালকা আঁচে এপিঠ-ওপিঠ করে সেঁকে নিন। এবার পাতায় ওই মিশ্রণ-সহ মাছের টুকরোগুলি রেখে মুড়িয়ে দিন। সব কটা এভাবে রেডি করুন। এবার তাওয়ায় তেল গরম করে একদম ঢিমে আঁচে দু’ পিঠ ভেজে নিন ঢাকা দিয়ে। মিনিট খানেক রাখলেই ভিতরের মাছ সেদ্ধ হয়ে যাবে। খুব সাবধানে ওলটাতে হবে।

ভেটকি মাছের ঘন্ট

উপকরণ-ভেটকি মাছ- ৪০০ গ্রাম (গোল করে পিস করা), বেগুন- ১ টা (ডুমো করে কাটা), ফুল কপি- ১টা, মটর শুঁটি-১ কাপ, পিঁয়াজ- ১ টা (কুচি করা), আদা বাটা - ১ চা চামচ, টমেটো- ১টি (কুচি করা), হলুদ গুঁ।ো- ১ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো- ১ চা চামচ নুন ও চিনি (স্বাদ অনুযায়ী), গরম মশলা বাটা- ১ চা চামচ, ঘি- (১ চা চামচ), তেল- ৬-৮ টেবিল চামচ, গোটা জিরে- ১ চা চামচ, তেজ পাতা- ১-২ টি, গোটা গরম মশলা।

প্রণালী-প্রথমে মাছ ভালো করে পরিস্কার করে ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে হালকা ভেজে নিয়ে কাটা বেছে আলাদা রাখুন। এবার মটর শুঁটি বাদে প্রতিটি সবজি আলাদা আলাদা করে ভেজে তুলে নিন। এবার ক।ইতে কিছুটা তেল দিন। তেল গরম হলে গোটা জিরে, তেজপাতা ও গরম মশলা ফো।ন দিন। সুগন্ধ আসতে শুরু করলে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজে রঙ ধরতে শুরু করলে আদা বাটা, টমেটো কুচি,লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো,নুন ও সামান্য চিনি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মশলা কষা হলে ভাজা সবজি দিয়ে আরো ভাল করে কষিয়ে নিন। সবজি নরম হয়ে আসলে ভাজা মাছের টুকরো দিন। সবজির সঙ্গে মাছ ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে উ থেকে ঘি ও গরম মশলা ছা।য়ে দিয়ে ২-৩ মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইম দিলেই তৈরী ভেটকি মাছের ঘন্ট।

রুশ তেল কেনা বন্ধ করেছে ভারত! ফের বিতর্ক উৎসকে দাবি ট্রাম্পের

২আগস্ট ঃ রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত! এমনটাই দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ভারত যদি এই পদক্ষেপ করে তাহলে সেটা খুব ভালো। যদিও ট্রাম্পের এই মন্তব্য নিয়ে ভারতের তরফে সরকারিভাবে কিছুই বলা হয়নি।

বুধবার ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেঃট। রাশিয়া থেকে অস্ত্র এবং তেল কেনার জন্য ভারতকে আলাদা করে শাস্তি পেতে হবে বলেও জানান ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ফের ভারত এবং রাশিয়াকে তোপ দেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প লেখেন, ‘ সঙ্গে ভারত কী করছে সেটা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। ওরা দুই দেশ নিজেদের মৃত অর্থনীতি নিয়ে আরও তলিয়ে যেতে পারে। আমরা ভারতের সঙ্গে খুব কম বাণিজ্য করি, কারণ অনেক বেশি শুল্ক ওখানে। একইভাবে রাশিয়ার সঙ্গেও আমেরিকা বাণিজ্য করে না।’ শুক্রবার থেকে কার্যকর হয় ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতি। তারপরেই নানা সূত্র মারফত খবর ছড়ায়, এবার রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেবে ভারত। তার কারণ, রুশ তেলের দামে এতদিন পর্যন্ত যতটা পরিমাণ ছাড় মিলছিল সেটা বর্তমানে কমে গিয়েছে। তাছাড়া আমেরিকা সরাসরি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ভারতের রুশ তেল কেনা নিয়ে। তবে শুক্রবার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়, জাতীয় স্বার্থ এবং বাজারের পরিস্থিতি দেখে শক্তিসম্পদ আমদানি করা হয়। রুশ আমদানি বন্ধ নিয়ে কেন্দ্র কিছু জানে না বলেই দাবি করা হয় মন্ত্রকের তরফে।

তবে সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতেই নিজের মতামত প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমি শুনলাম ভারত নাকি আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। আপাতত এটুকুই শুনেছি, জানি না এই খবরটা সত্যি নাকি মিথ্যে। তবে এটা ভারতের পক্ষে ভালো পদক্ষেপ। দেখা যাক এবার কি হয়। বিশ্লেষকদের প্রশ্ন, তাহলে কি ট্রাম্পের চোখরাঙানি মেনে নিয়ে সত্যিই কমদামে রুশ তেল কেনা বন্ধ করে দেবে ভারত?

পাকিস্তানের কোনও তেল ভাণ্ডারই নেই!’, দাবি বালোচ নেতার

২ আগস্ট ঃ ভারতের উপর শুল্ক চাপিয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানে যে তেলের ভাণ্ডার রয়েছে তার উন্নতিসাধনের জন্য দু’দেশ একসঙ্গে কাজ করবে। কিন্তু ঘোষণার পরদিনই ট্রাম্পকে খোঁচা বালোচ নেতার। তাঁর সাফ দাবি, পালোচ পাকিস্তান নয়। সুতরাং সেখানে তেল, গ্যাস-সহ প্রাকৃতিক সম্পদের যে ভাণ্ডার তা একান্তভাবেই বালোচদের। মির ইয়ার বালোচ নামের ওই নেতার এহেন উক্তি থেকে পরিষ্কার, আগামিদিনে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করবে। ফলে আখেরে আমেরিকার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হবে তা নিয়ে সন্দেহের সূচনা হয়ে গেল ঘোষণার পর থেকেই।

এক্স হ্যান্ডলে ‘ইট ইজ নট পাকিস্তান’ শীর্ষক এক বিবৃতি পেশ করেছেন ওই বালোচ নেতা। তাঁর সাফ কথা, বালোচিস্তান বিক্রি করা যাবে না। চিন-আমেরিকা তো বটেই, এমনকী পাকিস্তানকে এখানে ধাতব খনিজের জন্য খনন করতে দেওয়া হবে না বালোচ নাগরিকদের অনুমতি ছাড়া। সেই সঙ্গেই তিনি কাঠগড়ায় তুলছেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে। তাঁর দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবে আমেরিকাকে ভুল বুঝিয়েছেন তিনি। তেল ও খনিজের পাক ভাণ্ডার সম্পর্কে যে দাবি করা হচ্ছে, সেটা রাজনৈতিক ও আর্থিক লাভের জন্য বেলুচিস্তানের সম্পদ আত্মসাৎ করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা। ট্রাম্পকে সাবধান করে দিয়ে তিনি দাবি করেছেন, এই চুক্তি একেবারেই ভুল কৌশল। এতে আইএসআই আরও বেশি করে শক্তিশালী হবে। ফলে পৃথিবীজুড়ে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়বে।

বলে রাখা ভালো, ট্রাম্প তাঁর সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে লিখেছিলেন, ‘ পাকিস্তানের সঙ্গে ইতিমধ্যেই একটি চুক্তি সাক্ষর করেছি। পাকিস্তানে যে বিশাল তেলের ভাণ্ডার রয়েছে, তার উন্নতিসাধনের জন্য দু’দেশ একসঙ্গে কাজ করবে। তবে এখানে কোন তেল উত্তোলনকারী কাজ করবে, তা ঠিক করবে ওয়াশিংটন। কে জানে! হয়তো ইসলামাবাদ একদিন ভারতকে তেল বিক্রি করবে।’ মূলত ভারতকে খোঁচা মারাই যে আমেরিকার উদ্দেশ্য তা নিশ্চিত। কিন্তু শেষপর্যন্ত এমন দাবি ওয়াশিংটনের গলার কাঁটা না হয়ে যায়! বালোচ নেতার মন্তব্যের পর এই আশঙ্কা আরও ঘন হয়েছে।

ভারতের উপরে বিরক্ত ট্রাম্প! কারণ জানালেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও

২ আগস্ট ঃ ভারতের উপরে বিরক্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনই দাবি মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর। তিনি জানিয়েছেন, ‘স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার’ ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে। যা ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে মস্কোকে রসদ জুগিয়ে গিয়েছে। তবে এটাই তাঁর বিরক্তির একমাত্র কারণ নয়। রুবিওর দাবি, কারণ আরও রয়েছে।

ফক্স রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, অন্য দেশ থাকতেও রাশিয়ার থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে নয়াদিল্লি। যা পুতিনের দেশকে ইউক্রেনের সঙ্গে লড়াই জুগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তহবিল ভরাতে সাহায্য করেছে। রুবিওর কথায়, ভারতের প্রচুর জ্বালানি-চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তেল, কয়লা, গ্যাস এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতাও, যা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য অন্যান্য দেশের মতোই প্রযো়জন। তারা রাশিয়া থেকে তেল কেনে, কারণ রাশিযার তেল অনুমোদিত এবং সস্তা। নিষেধাজ্ঞার কারণেই ওরা বিশ্ববাজারের দামের নিচেই বিক্রি করছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটা রাশিযার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে টিকিয়ে রাখতেই সাহায্য করছে। তবে এটাই ভারতের প্রতি আমাদের একমাত্র বিরক্তির একমাত্র কারণ নয়। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয় ট্রাম্পের বিরক্তির। ১ আগস্ট থেকে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এদিকে বাণিজ্য চুক্তিও থমকে রয়েছে। এর কারণ আমেরিকা চায় কৃষি, দুগ্ধ-সহ খাদ্য উপাদন ক্ষেত্রে ঢুকে পড়তে। কিন্তু বিশেষ করে কৃষি যদি মার্কিন পুঁজিপতিদের হাতে চলে গিয়ে কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেটাইজেশন হয়ে যায় তাহলে ভারতীয় কৃষিজীবীদের গ্রাসাচ্ছেদনই সমস্যায় পড়ে যাবে। আর এটা মোদি সরকারও ভালোই জানেন। অতীতে কৃষি বিল নিয়ে কী ঘটেছে সেটাও কেন্দ্র ভোলেনি। ফলে কোনওভাবেই এই চাপে মাথা নত করতে রাজি নয় তারা। আর এটাও বিরক্তি বাড়াচ্ছে ট্রাম্পের।

তারকেশ্বরে শ্রাবনী মেলায় জলযাত্রীদের সেবার নিমিত্তে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা খাদ্য নিরাপত্তা জল ওষুধ নিয়ে বহু মানুষ -সংগঠন পাশে দাঁড়ায়।তারই মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অখিল ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের হুগলি জেলার বাসুদেবপুর সংলগ্ন জলসত্র স্থানটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে অসংখ্য জলযাত্রীদের লুচি, ঘুগনি, মিস্টি,পরমান্ন সরবত,ছোলা,লজেন্স, ও জল বিতরণ করে সেবাকার্য তারা চালিযে যায় প্রতি বছর। ছবি ও তথ্য -বিনয় সিংহ রায়।

বিহারে ভারী বৃষ্টির জেরে ৩৮টি জেলায় জারি কমলা সতর্কতা

পাটনা, ২ আগস্ট ঃ বিহারের উপর দিয়ে ঘূর্ণাবর্ত বয়ে চলায় আবারও দাপট দেখাতে শুরু করেছে বর্ষা। এই অবস্থায় শনিবার বিহার রাজ্যের ৩৮টি জেলার জন্য জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, উত্তর-পূর্ব বিহারের অরারিয়া, কিশনগঞ্জ, কাটিহার, মধেপুরা ও পূর্ণিয়ায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যদিকে, সমস্তিপুর, বেগুসরাই, সুপৌল, খাগড়িয়া, মুঙ্গের ও ভাগলপুরেও প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে। শনিবার সকাল থেকেই পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, মুজফ্‌ফরপুর সহ একাধিক এলাকায় তৈরি হয়েছে জলাবদ্ধতা। পাটনা জংশন ও পাটলিপুত্র স্টেশনের বাইরেই ২-৩ ফুট জল জমে যাওয়ায় ব্যাহত হয়েছে যানচলাচল। এক আবহ বিদ জানান, আগামী ৫ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা। বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ সংস্থার সম্মেলন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্ট ঃ ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় বরানগর রবীন্দ্র ভবনে । আদি শক্তি সম্মাননা প্রদান করা হয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ও উজ্জ্বল নারীদের।এ বারের এই সম্মান প্রাপিকা ছিলেন,অভিনেত্রী ও বরানগর বিধানসভার বিধায়িকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজীবী ও বরানগর পৌরসভার চেয়ারপারসন অপর্ণা মৌলিক,বাচিকশিল্পী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড.পৃথা ঘোষ সেন, নৃত্যশিল্পী ও অধ্যাপিকা ড. দেবারতি সেন ও সঙ্গীতশিল্পী ও অধ্যাপিকা ড. অনুপমা ঘোষাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা এই সম্মেলন উপলক্ষে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান।এই আয়োজনের মূল আহ্বায়ক ও আয়োজক ছিলেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্যামল ভট্টাচার্য। তিনি আগামীদিনে প্রাচ্যবিদ্যা প্রচার ও চর্চায় নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন আকাশবাণী কলকাতার সঞ্জয় ব্যানার্জী। আগামীকাল পর্যন্ত এই সম্মেলন চলবে। উপস্থিত প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে মানপত্র দেওয়া হবে। উৎসবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি ছাড়াও নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ।

ভূমিধসে আহত টিএইচডিসির আট শ্রমিক

গোপেশ্বর, ২ আগস্ট ঃ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার হেলাং-এ নির্মাণাধীন বিষ্ণুগড় পিপালকোটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ সাইটে কাজ করার সময় ভূমিধসের জেরে আট শ্রমিক আহত হযেছেন। আহতদের মধ্যে একজন গুরুতর আহতকে উচ্চতর কেন্দ্রে রেফার করা হযেছে। ঘটনার খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। শনিবার, টিএইচডিসির নির্মাণাধীন বিষ্ণুগড় পিপালকোটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের হেলাং-এ ভূমিধসের কারণে পাহাড় থেকে একটি ভারী পাথর ধসে পড়ে। এর ফলে প্রকল্প নির্মাণে কর্মরত আটজন আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, এসডিআরএফ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উদ্ধারের পর সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চামোলি সন্দীপ তিওয়ারি জানিয়েছেন, হেলাং-এ এই ঘটনায় আটজন আহত হয়েছেন। টিএইচডিসি হাসপাতালে চারজনের চিকিৎসা চলছে। গুরুতর আহত দুজনকে স্বামী বিবেকানন্দ হাসপাতাল পিপালকোটিতে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডে নৌকাডুবি

সাহেবগঞ্জ , ২ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার নৌকাডুবিতে প্রাণ হারায় একজন। ঘটনাটি ঘটেছে ,শনিবার মহারাজপুর গড়াই দিয়ারা অঞ্চলের নদীতে। জানা গেছে , নৌকাডুবিতে মৃত্যু হল এক জনের। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন তিন জন। শনিবার গঙ্গা পারাপারের সময় ৩১ জন যাত্রী-সহ নৌকাটি উল্টে যায়। এর মধ্যে ২৭ জন কোনও রকমে প্রাণে বাঁচলেও এক জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজ তিন জনের সন্ধানে চলছে তল্লাশি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুকুর ঝুমুর গ্রামের ১৭ জন জনজাতি সহ মোট ৩১ জন যাত্রী নৌকাটিতে ছিলেন। তাঁরা চুয়ামার অভিযানে যাচ্ছিলেন মহারাজপুর দিয়ারা অঞ্চলে। আচমকাই গঙ্গার মাঝপথে নৌকাটি হুড়মুড় করে ডুবে যায়। যাত্রীরা জলে পড়ে গেলে হুলস্থুল পড়ে যায় নদীর পাড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুলিশ। উদ্ধার অভিযান শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর।

ছত্তিশগড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

রায়পুর, ২ আগস্ট ঃ ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আগামী পাঁচ দিন ছত্তিশগ। জুড়ে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ইতিমধ্যেই শনিবার আবহাওয়া দফতর ২০টি জেলায় জারি করা হয়েছে কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি। বিশেষ করে উত্তর ছত্তিশগড়ের সুরগুজা, কোরিয়া, জশপুরের মতো জেলাগুলিতে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

Name Change

I ABHIJIT SEN MY OLD NAME AVIJIT SEN R/O TAHER PUR J/2, P.O. + P. S -TAHER AUR DIST NADIA PIN 741159 I HAVE CHAGED MY NAME FROM AVIJIT SEN (OLD NAME) TO ABHIJIT SEN (NEW NAME) AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 21/7/25 ABHIJIT SEN AND AVIJIT SEN BOTH ARE SAME PERSON

Name Change

I, Suraj Kumar Sharma son of Parameswar Sharma, residing at Basudevpur, Nandakumar, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721632, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Suraj Sharma as declared before the Notary Public at Kolkata dated 02/08/2025. Suraj Kumar Sharma and Suraj Sharma both are same and one identical person.

Name Change

I, Parameswar Sharma son of Tejlal Sharma, residing at Basudevpur, Nandakumar, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721632, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Parmeshwar Sharma as declared before the Notary Public at Kolkata dated 02/08/2025. Parameswar Sharma and Parmeshwar Sharma both are same and one identical person.

Name Change

I, SURESH AGARWAL,S/o K.Ch. Agarwal residing at 32A,Nalini Ranjan Avenue,New Alipore,P.O-New Alipore, Kolkata-700053,WB.I Have changed my name and shall henceforth be known as SURESH CHAND AGARWAL (Aadhaar No.7716-3971-5067) S/O Kailash Chand Agarwal as declared before the first class judicial magistrate,kolkata vide Affidavit No.4601 dated 01.08.2025.SURESH AGARWAL S/o K.Ch. Agarwal and SURESH CHAND AGARWAL S/O Kailash Chand Agarwal both are the same and one identical person.

গত তিন-চার মাসে খোয়া যাওয়া ৫২০টি মোবাইল উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২আগস্ট ঃ গত তিন-চার মাসে খোয়া যাওয়া ৫২০টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হলো। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ যার নাম দিয়েছে 'অপারেশন প্রয়াস'। বহরমপুর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ওই মোবাইল কোনও ভাবে হারিয়ে গিয়েছিল, কোনও ভাবে চুরি হয়েছিল। সেই মোবাইলগুলো উদ্ধারের পরে বহরমপুর জেলা পুলিশ সুপারের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার এক মানবিক প্রয়াস করে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। মোবাইল ফোন আজকের যুগে শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং ব্যক্তিগত তথ্য, স্মৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হারিয়ে গেলে একজন মানুষ যেমন অসহায় বোধ করেন, ঠিক তেমনই পুলিশ বিভাগের ওপর এক বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় সেই হারানো সম্পদ ফেরত দেওয়া। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, 'এই অনুষ্ঠান বহরমপুরের পাশাপাশি অন্য থানাগুলিতে একই সঙ্গে হচ্ছে। গত কয়েক মাসে প্রায় সাত-আটশো মোবাইল নিখোঁজের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে এ দিন ৫২০টি মোবাইল উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। বাকি মোবাইল দ্রুত উদ্ধারের পরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা তিন মাস আগেও প্রায় পাঁচ শতাধিক মোবাইল ফিরিয়ে দেয়। ফলে এখন পর্যন্ত প্রায় এক হাজারের বেশি জনের হাতে মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

টাকী তে কেরিয়ার কাউন্সেলিং বিষয়ক সেমিনার

সৌরভ দাশ,টাকী, ২ আগস্ট ঃ শুক্রবার টাকী পৌরসাংস্কৃতিক মঞ্চে কেরিয়ার কাউন্সিলিং বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।টাকী পৌরসভার সহযোগিতায় রাইস এডুকেশানের তরফে আয়োজিত এই সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতির রূপরেখা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করা হয় জেনারেল স্টাডিস এর পাশাপাশি এই প্রস্তুতির টাইম ম্যানেজমেন্ট ও কৌশল ভিত্তিক পড়াশুনার বিষয় নিয়েও।টাকী,হাসনাবাদ ও সংলগ্ন এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের সরকারি চাকুরির পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সঠিকদিশা প্রদানের এই উদ্যোগে একটি ডেমো ক্লাসের ব্যবস্থাও করা হয় আয়োজক সংস্থার তরফে।টাকী র বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে চলতি বছরে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ রা ছাড়াও উপস্থিত ছিলো টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সহ অন্যান্যরাও। সেমিনার থেকে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধিত করা হয় রাইস এডুকেশানের তরফে।

রায়দীঘি ও কুলতলি সংযোগকারী খেয়া ঘাটটির সংস্কারের দাবি তুললো স্থানীয় মানুষজন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২ আগস্ট ঃ সু ন্দরবনের নদীর একদিকের জেটি কংক্রিটের,অপরদিকে বাঁশের। এই পরিস্থিতিতে নিত্যদিন প্রাণ হাতে করে চলছে যাতায়াত।হেলদোল নেই প্রশাসনের।আর এমনই অবস্থার ছবি উঠে এলো সু ন্দরবনের কুলতলির মৈপিঁঠ ও রায়দিঘির কনকনদিঘির সংযোগ কারী মাঝের খেয়াঘাটে।কংক্রিটের জরাজীর্ণ খেয়াঘাটটি দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় তা ব্যাবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তবুও এই খেয়াঘাট দিয়ে প্রতিদিন প্রায় হাজার দেড়কে যাত্রী নদী পারাপার করেন। এ প্রকার জীবন হাতে করে তাঁরা নিত্য এই খেয়াঘাট ব্যবহার করছেন। এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা এড়াতে খেয়াঘাটের দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন যাত্রীরা। গুরুত্বপূর্ণ এই মাঝের খেয়াঘাট দিয়ে কুলতলি ব্লকের মৈপিঁঠ ও রায়দিঘির কনকনদিঘির মধ্যে যাতায়াত করা হয়।স্থানীয় মানুষের কাছে এই খেয়াঘাটটি যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু এই খেয়াঘাটটিতে বর্তমানে নেই কোনও রেলিং-এর ব্যবস্থা। ফলে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এ ছাড়াও দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় খেয়াঘাটটি যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ে ব।স। দুর্ঘটনাসম্ভাবনা থাকছেই।রাতে এই খেয়াঘাটে কোন ও আলোর বন্দোবস্ত থাকে না। সন্ধের পর তাই এই খেয়াঘাট ব্যবহার করা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কোনরকমে টর্চের আলো জ্বালিয়ে.নৌকাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত খেয়াঘাটটির সংস্কার করে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসীরা।এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চংদ্র মন্ডল ও রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতার সাথে যোগাযোগ করা হলে ওনারা এই খেয়াঘাটটি সংস্কারের কাজ হাত দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিধানসভায় ভাঙচুর-কাণ্ডে অধ্যক্ষের নির্দেশমত তদন্ত শুরু হয়েছে

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ গত ২৩ জুন বিধানসভায় ভাঙচুর-কাণ্ডে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমত অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে। ওইদিন বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে বিধানসভার ভিতরে ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার তদন্ত করছে বিধানসভার প্রধান সচিবের দফতর। ওই তদন্তের অঙ্গ হিসাবে সরকারপক্ষের চার বিধায়ককে ৪ ও ৫ আগস্ট বিধানসভার প্রধান সচিবের ঘরে বয়ান দিতে ডাকা হয়েছে। এরা হলেন কল্লোল খাঁ, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমীরকুমার জানা ও ফিরদৌসি বেগম। সূত্রের খবর, এই চারজনই প্রথম সারির বেঞ্চে বসতেন বলে তাঁদের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বিবেচনা করছে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। সেই কারণেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিশদ জানার চেষ্টা হবে। তদন্তের পরবর্তী ধাপে বিজেপির একাধিক বিধায়ককেও ডাকা হতে পারে।

বিনা পাসপোর্ট ভিসা, এক বাংলাদেশী গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ শুক্রবার সকালে বসিরহাট থানার পাশে একটি বাস স্ট্যান্ডে সন্দেহজনক ভাবে এক ব্যাক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিস তাকে আটক করে বসিরহাট থানায় নিয়ে আসে তাকে জেরা করে জানতে পারে ঐ ব্যাক্তির বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। পুলিস তার কাছে বৈধ পাসপোর্ট ভিসা না পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে,শুক্রবারই বাংলাদেশী হাবু শেখ কে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

বৈকুন্ঠ পুর রাজবাড়ি দিঘি প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন বাড়ানোর উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠ পুর রাজবাড়ি দিঘি প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন বাড়াতে আরও উন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে জলপাইগুড়ি শহরের বিশিষ্টজনদের পরামর্শ নিয়ে. উন্নযনের কাজ শুরু করা হবে। জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি দিঘি প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করতে এসে একথা বলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গর। রাজবাড়ি দিঘি ও পার্কে সৌন্দর্যায়নে জোর দিয়ে এখানকার প্রাচীন শিব মন্দিরকে হেরিটেজ স্বীকৃতির উদ্যোগ নেওয়া হবে। এসজেডিএ চেয়ারম্যান বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর রয়েছে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি দিঘি প্রাঙ্গণ। এখানে রয়েছে রাজ আমলের প্রাচীন একটি মন্দির। তাই এই মন্দির ও রাজবাড়ি দিঘি প্রাঙ্গণকে হেরিটেজ ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। বলেন, শীঘ্রই আমি কলকাতায় যাচ্ছি।

নিজের দলের বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দেন হুগলির সাংসদ রচনা

বনস্পতি দে, হুগলি, ২আগস্ট ঃ হুগলির সাংসদ নিজের তহবিল থেকে স্মার্ট ক্লাসরুমের টাকা দিয়েছেন। এ দিকে বিধায়ক অসিত

মজুমদার বলছেন, ' তাঁকে জানানো হয়নি?' মহাফাঁপরে পড়েছেন চুঁচুড়ার বাণীমন্দির স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলে তৈরি হবে স্মার্ট ক্লাসরুম। বাচ্চারা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা করবে। তা নিয়েও শুরু রাজনৈতিক দ।ড়ি টানাটানি। চুঁচুড়া বাণীমন্দির স্কুলে হঠাৎই পরিদর্শনে যান হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে প্রধান শিক্ষিকা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যাযের অভিযোগ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান রচনা। সাংসদকে কাছে পেয়ে প্রধান শিক্ষিকা অভিযোগ করেন, কার অনুমতি নিয়ে এই স্মার্ট ক্লাসরুম হচ্ছে তা জানতে চেয়েছেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। কারা বরাত পেয়েছে? কেন বিধায়ককে জানানো হয়নি? এ রকম নানা বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষিকা। শিক্ষিকার মুখ থেকে সমস্ত অভিযোগ শোনেন সাংসদ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের দলের বিধায়কের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দেন রচনা। তিনি বলেন, ' ঘটনা। স্মার্ট ক্লাসরুম প্রয়োজন ছিল, বাণীমন্দির স্কুল চেয়েছিল। আমি দিয়েছি। তৃণমূল বিধায়ক যা করেছেন, তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আগামী দিনেও কাজ করব, স্কুলের উন্নতি করব, স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করব। কার কত দম আছে দেখব। এই ঘটনা যাঁকে জানাবার তাঁকে জানাব।' স্বভাবতই বিষয়টি নিয়ে রচনা দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে প্রধান শিক্ষিকা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' আমার যা বক্তব্য পুরোটাই আমাদের সাংসদকে জানিয়েছি। এর বাইরে আমার কিছু বলার নেই।'

জেলায় রচনা-অসিতের দ্বন্দ্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু। তবে বিধায়কের বিষয়ে রচনা বলেন, 'সকলেই জানে ওঁর গতিবিধি। এর আগেও নানা ঘটনা ঘটেছে। উনি বোধহয় চাইছেন না স্মার্ট ক্লাস রুম হোক। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। আমার সাতজন বিধায়কের একজনই হয়তো দলের বদনাম করছেন, ৬ জন দলের কথা ভাবেন।' পাল্টা বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ' আমার দলের সাংসদ। উনি যেটা বলতে পারেন, আমি সেটা পারি না। আমি সাংসদের কথার উপর কোনও কথা বলবো না। যা বলার দলকে বলবো।'

হাওড়ার শালিমারে স্বর্ণময়ী খালধারে বেশ কয়েকটি বাড়ি ধসে দুর্ঘটনায় দুর্গতদের পাশে প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ আগস্ট ঃ হাওড়ার শালিমারে স্বর্ণময়ী খালধারে বেশ কয়েকটি বাড়ি ধসে দুর্ঘটনায় দুর্গতদের পাশে প্রশাসন। ভেঙে পা বাড়ির মেরামতের পাশাপাশি দুর্গতদের জন্য স্থানীয় এলাকায় অস্থায়ীভাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। হাওড়া পুরসভার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের শালিমারে লোার ফোরশোর রোডে স্বর্ণময়ী খালধারে বুধবার বেশ কয়েকটি বাড়ি ধসে যায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সরোজমিন করেন স্থানীয় বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আপাতত থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়া সদরের এসডিও অমৃতা বর্মন রায়। হাওড়া পুরসভা এবং জেলাশাসকের তরফ থেকেও দুর্গতদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় একটি জায়গায়। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ হাওড়ার শালিমার অঞ্চলে স্বর্ণময়ী খালের জল ঢুকে এলাকার প্রায় ১২টি বাড়ি ধসে পড়ে। বৃহস্পতিবার

ওই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যান বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী। তিনি বিপর্যস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করেন। পাশে থাকার বার্তা দেন। বিধায়িকা নিজে উদ্যোগ নিয়ে হাওড়ার জেলাশাসকের সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলেন। রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের তরফ থেকে শুক্রবার থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরের মেরামতের কাজ শুরু হবে বলে বিধায়িকা জানান। বৃহস্পতিবার বিধায়িকার উদ্যোগে এদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বাঁকুড়ার বিদ্যালয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া, ২ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক বাঁকুড়া জেলার নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীর ফটোতে মাল্য দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়। তারপর সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া বিজ্ঞানীর ফটোতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞানীর ফটোতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানান -যে প্রখ্যাত মনীষী বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছিলেন তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন ভারতীয় .রসায়নের জনক। ২ রা আগস্ট। ১৮৬১ সাল। বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়ন চর্চার পথিকৃৎ। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হ ওষুধ তৈরির কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড। তাঁর প্রেরণায় গঠিত হয় ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মাননীয়া দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া তার বক্তব্যে বলেন যে, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। জাতীয় শিক্ষা, শিল্পায়নে এবং আপন অর্জিত অর্থ মানব কল্যাণে ব্যবহার তাঁকে দেশবাসীর চোখে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাননীয় পার্থ মালগোপ মহাশয় জানান যে, দেশপ্রেম তাঁকে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল। তিনি ক্লাসে বাংলায় লেকচার দিতেন। তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল অসাধারণ। বাচনভঙ্গি দিয়ে তিনি ছাত্রদের মন অতি সহজেই জয় করে নিতেন। তিনি ছিলেন মার্কারি নাইট্রেট এর আবিষ্কারক। উদারপন্থী বিজ্ঞানী। তবে আমাদের ভুললে চলবে না আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্ম দিবস পালন তখনই সার্থকতা লাভ করবে যখন তাঁর চিন্তা-আদর্শ-নিষ্ঠা মানবতাকে আমরা অন্তর থেকে গ্রহণ করব এবং তাঁর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হতে পারব।

হাওড়া বিভাগে প্রভাত ফেরি, সচেতনতা, কর্মশালার মাধ্যমে স্বচ্ছতা অভিযান

কলকাতা, ০২ আগস্ট ঃ ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পালিত চলমান স্বচ্ছতা অভিযানের ধারাবাহিকতায, পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ ২রা আগস্ট ২০২৫ তারিখে পরিচ্ছন্নতা-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের একটি ধারাবাহিক আয়োজন করেছে। পরিচ্ছন্নতা, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং জাতীয় গর্বের মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে হাওড়ার বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক শ্রী সঞ্জীব কুমারের নির্দেশনায় এই উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছিল।দিনের অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে, রামপুরহাট, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, তারকেশ্বর, হাওড়া, পাকুড়, আজিমগঞ্জ এবং বর্ধমান সহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রভাত ফেরি (ভোরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান) আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় অংশীদার এবং যাত্রীদের সাথে রেল কর্মীরা এই পদযাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশগত দায়িত্বের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রামপুরহাট, পাকুড়, আজিমগঞ্জ এবং বর্ধমান স্টেশনগুলিতেও সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছিল। এই প্রচারণাগুলির লক্ষ্য ছিল স্টেশন প্রাঙ্গণ এবং ট্রেনগুলিতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রী এবং রেল কর্মীদের সচেতন করা। আচরণগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করার জন্য তথ্যবহুল জনসাধারণের জন্য ঘোষণা করা হয়েছিল।এছাড়াও, রেল কর্মীদের স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং যাত্রীদের সাথে যোগাযোগের সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য ব্যান্ডেল এবং আজিমগঞ্জে কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনগুলি কর্মীদের স্বচ্ছতা মিশনে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখার জন্য জ্ঞান এবং প্রেরণা দিয়ে সজ্জিত করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছিল।এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে, হাওড়া বিভাগ ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত লক্ষ্যের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে এবং ভারতীয় রেলকে আরও পরিস্কার, সবুজ এবং আরও যাত্রী-বান্ধব করে তোলার ক্ষেত্রে উদাহরণ স্থাপন করে চলেছে।

বিজেপির চাপে মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু সাজছেন - সুকান্ত মজুমদার

বাগডোগরা, ২ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুজো কমিটিগুলিকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় উঠেছে। আজ উত্তরবঙ্গ সফরে এসে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই সিদ্ধান্তকে ভোটকেন্দ্রিক 'খেলা' বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, বিজেপির চাপে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী এখন হিন্দু সাজার চেষ্টা করছেন। দুর্গাপুজোর জন্য অনুদান ঠিক আছে, কিন্তু যাঁরা সব হারিয়েছেন, অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, তাঁদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সুকান্তবাবুর প্রশ্ন, এক লক্ষ দশ হাজার টাকা কি মন্দির ও বাড়ি বাঁচাতে পারবে? শুধু টাকা দিলেই তো হবে না, হিন্দুদের উপর হওয়া আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, দুর্গাপুজোর অনুদান পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চালিত। ভোটের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর মনে পড়ে বাঙালিদের কথা, আর সারা বছর বাঙালিরা উপেক্ষিত থাকে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল এখন অ-বাঙালিদের ভোটের কথা মাথায় রেখে টিকিট দিচ্ছে, অথচ বাঙালিদের জন্য নানা প্রতিশ্রুতি দেখাচ্ছে।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্কে তিনি বলেন, বাম জমানায়ও কুড়ি লক্ষ নাম বাদ পড়েছিল, তখন কেউ লাফালাফি করেনি। এবার যারা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক নন, তাদের নাম স্বাভাবিকভাবেই বাদ যাবে। বি এল ও (BLO)-দের নিরাপত্তা নিয়ে সুকান্তবাবু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দেন, তবে প্রয়োজনে বি এল ও-দের জন্য সেনা মোতায়েন করা হবে। যদি কেউ ঠিকমতো কাজ না করেন, তবে বিহারের মতো তাদের জেলে পাঠানো হবে, চাকরিও যাবে। সবশেষে তিনি বলেন, মৃত ভোটারের নামে ছাপ্পা মারা তৃণমূলের পুরনো ব্যবসা এবার বন্ধ হবে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে। কারও অভিযোগ থাকলে আদালতে যেতে পারেন।

মুম্বই থেকে চুঁচুড়ায় ফিরল সঙ্গীতার দেহ,রহস্যেই ঢাকা মৃত্যুর কারণ

দুরন্ত, চুঁচুড়া,২ আগস্ট ঃসঙ্গীতার বাবা জানান, মেয়ে যে মুম্বইয়ে যাচ্ছেন, বাবা-মা তা জানতেন না। আশ্রমের মালিকই ফ্লাইটের টিকিট পাঠিয়েছিলেন। জট খুলছে একটু একটু করে। যে যোগা আশ্রমে গিয়ে চুঁচুড়ার তরুণী সঙ্গীতা চক্রবর্তীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, সেখানকার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁর বাবা দিলীপ চক্রবর্তী। মেয়ের ছোট থেকে 'ওখানেই ছিল বলে জানান দিলীপ চক্রবর্তী। খিঁচুনির সমস্যা হতো ওষুধ না খেলেই। এক কনফারেন্সে গিয়ে আশ্রমের মালিকের সঙ্গে দেখা হয় সঙ্গীতার।আশ্রম মালিক আশ্বস্ত করেছিলেন, যোগাতেই এই সমস্যা নিরাময় হবে। কোনও দিন আর ওষুধ খেতে হবে না সঙ্গীতাকে। দিলীপ চক্রবর্তীর দাবি, মেয়ে সেই ফাঁদেই পা দিয়ে মুম্বই যায়। গত ১৮ জুলাই মুম্বইয়ে যান সঙ্গীতা। ২৮ জুলাই, সোমবার ড্যামের জলে ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। সে দিন রাতে আশ্রম মালিকই সঙ্গীতার বাবাকে ফোনে জানান, মেয়ে জলে পড়ে গিয়েছে। দিলীপ চক্রবর্তীর কথায়,' ৭টায় আমাকে ফোনে ওই যোগ আশ্রম মালিক ব্রায়ান জানান মেয়ে ড্যামের জলে তলিয়ে গিয়েছে। অন্ধকার বলে উদ্ধারকাজ করা যাচ্ছে না।' সঙ্গীতার বাবার দাবি, সে দিন উদ্ধারকাজে নামেইনি কেউ। পরের দিন তাঁর এক ভাইয়ের হস্তক্ষেপে উদ্ধারকাজে নামে দক্ষিণ মুম্বইয়ের রায়গড়ের নেরাল থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় সঙ্গীতার নিথর দেহ। সঙ্গীতার বাবার বক্তব্য, ব্রায়ান তাঁকে ফোনে বলেছিলেন সঙ্গীতারা ৮-১০ জন মিলে ড্যামে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গীতার সঙ্গে থাকা বান্ধবী তানিয়া সিং জানিয়েছিলেন, তাঁরা দু'জনই যান। দিলীপ চক্রবর্তী আরও জানান, তানিয়া জানিয়েছিলেন, তাঁর ফোনে ১৯ মিনিটের একটি ভিডিয়ো আছে।

ভরা বর্ষায় সামশেরগঞ্জে গঙ্গায় ভেসে বেড়াচ্ছে বিশাল কুমির

মিঠুন হালদার, ২ ভরা বর্ষায় মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকে দেখা দিয়েছে গঙ্গা নদীর ভয়াবহ ভাঙন ।শিবপুর এবং ধানগড়া সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েকদিনে গঙ্গা নদীর ভাঙনে বেশ কিছু জমি এবং গ্রামের রাস্তা জলে তলিয়ে গেছে। আর এবার ভাঙন কবলিত ওই এলাকায় দেখা মিললো একটি বড় কুমিরের। শনিবার সকাল থেকে নিমতিতা এবং চাচন্ড পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুন শিবপুর থেকে ধানগড়া এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গা নদী বক্ষে একটি বড় কুমিরকে ভেসে বেড়াতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এর ফলে প্রচন্ড আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। জেলা বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদ এবং সংলগ্ন বিহার ও ঝাড়খন্ডে প্রবল বর্ষণ হয়েছে। আমাদের অনুমান সামশেরগঞ্জে আজ সকাল থেকে যে কুমিরটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গঙ্গা নদীতে জল বাড়ার কারণে সেটি বিহার ,ঝাড়খন্ড বা মালদা জেলা থেকে সামশেরগঞ্জের দিকে চলে এসেছে। ওই আধিকারিক আরও জানান, যে প্রজাতির কুমিরকে সামশেরগঞ্জ এলাকায় দেখতে পাওয়া গেছে তারা সাধারণত নদীর আশেপাশে জলাশয় এবং খাল -বিলে থাকে। মূলত মাছ এবং কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণী এই ধরনের কুমিরদের প্রধান খাদ্য। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্যারেজের আশেপাশের এলাকা ছাড়াও মালদা -ঝাড়খন্ড এবং বিহারে গঙ্গা- পদ্মা সংলগ্ন খাল বিলগুলোতে এই ধরনের কুমির রয়েছে বলে বনদপ্তর সূত্রের খবর। নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টুটুল শেখ বলেন,'আজ সকাল থেকেই নতুন শিবপুর -ধানঘড়া এলাকায় গঙ্গা নদীতে প্রায় দশ ফুট লম্বা একটি কুমির দেখতে পাওয়া গিয়েছে বলে গ্রামবাসীরা আমাকে জানিয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় গঙ্গা নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। এরপরে নতুন করে কুমির দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসীরা যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।' তিনি জানান,' পুলিশ প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ওই এলাকায় প্রচার চালানো হচ্ছে কেউ যাতে নদীতে না নামেন।'

জমা জলে ভাসছে গোটা এলাকা, প্রতিবাদে হাওড়ার লিলুয়ার জগদীশপুরে রাস্তা অবরোধ করলেন বাসিন্দারা

দুররন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ আগস্ট ঃ জমা জলে ভাসছে গোটা এলাকা। প্রতিবাদে হাওড়ার লিলুয়ার জগদীশপুরে রাস্তা অবরোধ করলেন

স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালের ওই ঘটনায় ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও র‍্যাফ। এদিন অবরোধ তুলতে গিয়ে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি হয় দু'পক্ষের। হাওড়ার লিলুয়ার জগদীশপুর দেবীরপাড়া এলাকায় জমা জলের প্রতিবাদে এলাকার মানুষ শুক্রবার রাস্তা অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে এদিন অবরোধ তুলেতে ঘটনাস্থলে যায় জগদীশপুর আউটপোস্ট থানার পুলিশ। তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা থেকে তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। উত্তেজনা থামাতে নামানো হয় র‍্যাফ। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে, অবরোধ তুলতে লাঠিচার্জ করা হয় বলে পুলিশের বিরুদ্ধে এদিন অভিযোগ তোলেন অবরোধকারীরা। অবরোধকারীদের বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। পুলিশের পাল্টা অভিযোগ অবরোধকারীরা পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে। পুলিশ এবং আন্দোলনকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, জল জমার প্রতিবাদে এদিন অবরোধে সামিল হন লিলুয়া থানা এলাকার দেবীপুরের বাসিন্দারা। শুক্রবার দুপুরে এলাকার বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ শুরু করেন এবং দীর্ঘক্ষণ বেনারস রোড অবরোধ করে রাখেন। এই খবর পেয়ে লিলয়া থানার জগদীশপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোয়। পুলিশের দাবি বারবার আন্দোলনকারীদের সরে যেতে আবেদন করা হলেও তারা সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি। আন্দোলনকারীরা কার্যত মারমুখী হয়ে ওঠেন। পুলিশদের ধাক্কাধাক্কি করা হয়। এমনকি সিভিক ভলেংিটয়ার্সদের মারধর করা হয় .বলে অভিযোগ ওঠে। অবরোধকারীদের অভিযোগ, অবরোধ তুলতে পুলিশ কার্যত লাঠিচার্জ শুরু করে। পুলিশের লাঠিচার্জের কিছুক্ষণ পরেই সেই অবরোধ উঠে যায়। অবরোধ উঠে গেলেও এলাকায .উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে কয়েকজন অবরোধকারীকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের উপর হামলা, কাজে বাধা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

বিমলা দে'কে শ্রদ্ধায় স্মরণ, হাওড়া ব্রিজে পৃথক কর্মসূচি মহিলা কংগ্রেস ও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ আগস্ট বাম সরকারের আমলে পুলিশের গুলিতে নিহত বিমলা দে'কে শ্রদ্ধায় স্মরণ, হাওড়া ব্রিজে পৃথক কর্মসূচি মহিলা কংগ্রেস ও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে। ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণ আংেদালন করতে গিয়ে হাওড়া ব্রিজে তকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন মহিলা কংগ্রেস নেত্রী বিমলা দে। ঘটনাটি ঘটেছিল বিগত ১৯৯০ সালের ১লা আগস্ট। ওই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে কলকাতার হাসপাতালে বিমলা দে'র মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার পর থেকেই প্রতি বছর ১লা আগস্ট হাওড়া ব্রিজে বিমলা দে'র স্মরণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হবার পরে ওই অনুষ্ঠান প্রতি বছর পৃথকভাবে পালন করে আসছে হাওড়া জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার ১লা আগস্ট সকালে হাওড়া জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হাওড়া ব্রিজে শহীদ বিমলা দে'র স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা মহিলা

তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা বিধাযিকা নন্দিতা চৌধুরী, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি অরবিন্দ দাস, তৃণমূল নেত্রী রেখা রাউত সহ জেলা, ব্লক এবং ওয়ার্ডের মহিলা নেতৃবৃন্দ ও দলের মহিলা কর্মীরা। এর পাশাপাশি অন্যদিকে, একই কর্মসূচি প্রতি বছরের ন্যায় হাওড়া জেলা মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও পালিত হয়। ১লা আগস্ট সকালে শহীদ বিমলা দে'র স্মরণসভা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া ব্রিজের উপর। শুক্রবার সকালে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুব্রতা দত্ত, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সহ সভানেত্রী রজনী সিং ও আলো'দি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূজা রাযচৌধুরী, হাওড়া জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী আরতি দাশ মজুমদার, মধ্য হাওড়া ব্লক মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী রুনু দে, শিবপুর ব্লক মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুনিতা ঘোষাল, যুব কংগ্রেস নেত্রী দীপশিখা ভৌমিক, আইএনটিইউসি'র হাওড়া জেলা নেতা সুনীল সিং ও হাওড়া জেলা কংগ্রেস সেবাদলের নেতা দেবপ্রসাদ মুখার্জি।

মেসির ভারত সফর, কলকাতায় সৌরভের সঙ্গে খেলা

নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ ভারত সফরে আসছেন ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেন অতীতেও কলকাতায় এসেছেন। তবে সেটি ছিল মেসির কেরিয়ারের শুরুর দিক। আর্জেন্টিনার ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ছিল ম্যাচটি। এ বার পরিস্থিতি পুরো আলাদা। বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেন হিসেবে পা রাখতে চলেছেন কলকাতায়। ভারতের নানা জায়গাতেই যাবেন তিনি। সফরের শুরুটা হবে কলকাতা থেকে। কী কী করবেন কলকাতায়? সংবাদসংস্থা

পিটিআইয়ের খবর অনুযায়ী, ১২ ডিসেম্বর রাতে কলকাতায় পৌঁছবেন লিওনেল মেসি। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক, মেসিকে আনার নেপথ্যে এমন একজন পিটিআইকে বলেছেন, ‘‘সরকারি ঘোষণা বাকি। মেসি যে কোনও সময়ই অফিসিয়ালি জানাবে। তারপরই ঘোষণা হয়ে যাবে। সবকিছুই রেডি। শুধু ঘোষণার অপেক্ষা।’’ কলকাতায় তাঁর সবচেয়ে বেশি থাকার কথা। দু-দিন এবং এক রাত কলকাতায় থাকবেন তিনি। এখনও অবধি যা ঠিক হয়েছে, ১৩ ডিসেম্বর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মেসি। শ্রীভূমির কাছে তাঁর ৭০ ফুটের একটি মূর্তি উন্মোচন করবেন। উদ্যোক্তাদের দাবি, এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মেসির মূর্তি। তারপর মেসি যাবে ইডেন গার্ডেন্সে। সেখানে দেড়ঘণ্টা গোট কাপে অংশ নেবেন। সেটা ঠিক কী? সেভেন-এ সাইড সফ্টবল, সফ্টটাচ ফুটবল খেলবেন তিনি। থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটের আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এ ছাড়াও থাকবেন লিয়েন্ডার পেজ, জন আব্রাহাম এবং বাইচুং ভুটিয়ার মতো কিংবদন্তি ফুটবলার। ইডেনের এই ইভেন্টটি টিকিট কেটে সাধারণ দর্শকরাও দেখতে পারবেন। এই ইভেন্টে থাকতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংল্যান্ড সফর শেষেই ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পথে শামি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মহম্মদ শামি ফিরছেন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে। ২০২৩ সালে একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর চোটের কারণে বাইরেই ছিলেন ভারতীয় দলের তারকা পেসার। তার পরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি কিংবা চলতি ইংল্যান্ড সফর কোথাও দেখা যায়নি অভিজ্ঞ পেসারকে। তবে এবার দলীপ ট্রফির মঞ্চেও ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন শামি। শুক্রবার ঘোষণা করা হয়েছে পূর্বাঞ্চলের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড। ঝাড়খণ্ডের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঈশান কিষাণ দলের অধিনায়ক। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণকে। বাংলার আরও চার ক্রিকেটার জায়গা করে নিয়েছেন মূল দলে পেসার আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এবং অভিজ্ঞ মহম্মদ শামি। দলে শামির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে অনেক জল্পনা চলছিল। নির্বাচকরা আগেই জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড সফরের মতো কঠিন পাঁচ দিনের ক্রিকেটে শামি এখনও পুরোপুরি ম্যাচ ফিট নন। সেই কারণেই তাঁকে জাতীয় দলে রাখা হয়নি। তবে দলীপ ট্রফিকে জাতীয় দলের অভিজ্ঞ পেসারের কাছে ফিটনেস পরীক্ষার মঞ্চ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ভালো পারফর্ম করলে সামিকে আবার টেস্ট দলে দেখা যেতে পারে, বিশেষ করে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে। অন্যদিকে, অভিমন্যু ঈশ্বরণ নিয়মিত জাতীয় দলের ডাগআউটে থাকলেও এখনও পর্যন্ত প্রথম একাদশে জায়গা করে নিতে পারেননি। যদিও সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে ভারত ‘এ’ দলের অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। এবার দলীপ ট্রফিতে সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে থাকবেন অভিমন্যু। এই টুর্নামেন্টে ভালো

পারফর্ম করে জাতীয় দলে নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করার সুযোগ থাকছে তাঁর কাছে। দলে সুযোগ পেয়েছেন অসমের প্রতিভাবান অলরাউন্ডার রিয়ান পরাগও। আইপিএলে নিয়মিত পারফর্ম করা রিয়ান এবার ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন। এ ছাড়া স্কোয়াডে রয়েছেন সন্দীপ পট্টনায়েক, বিরাট সিং, ডেনিস দাস, কুমার কুশাগ্র, উৎকর্ষ সিং সহ একঝাঁক তরুণ মুখ। যদিও চমক রয়েছে স্ট্যান্ডবাই তালিকায়। বিহারের ১৪ বছরের বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীকে রাখা হয়েছে রিজার্ভ তালিকায়। অনূর্ধ্ব-১৯ দলে জায়গা করে নেওয়া এই বিধ্বংসী ব্যাটারকে রঞ্জিতে ভালো পারফরম্যান্সের পর মূল স্কোয়াডে নেওয়ার জল্পনা থাকলেও আপাতত তাঁকে জুনিয়র স্তরেই রাখতে চাইছে বোর্ড। তবে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা মানে, কোনও খেলোয়াড় ছিটকে গেলে তাঁর দলে ঢোকার সম্ভাবনা থাকছে। পূর্বাঞ্চলের স্কোয়াডে বাংলার আরেক তরুণ ব্যাটার সুদীপ ঘরামিও রয়েছেন স্ট্যান্ডবাই হিসেবে। এছাড়া রয়েছেন আশীর্বাদ সোয়াইন, মুখতার হুসেন, স্বস্তিক সমল এবং রাহুল সিং। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে দলীপ ট্রফি ২০২৫, যার ফাইনাল হবে ১৫ সেপ্টেম্বর। এই টুর্নামেন্ট ঘিরে নজর এখন বাংলার পাঁচ তারকার দিকে। বিশেষ করে শামির প্রত্যাবর্তন ও অভিমন্যুর নেতৃত্বে ফেরার কাহিনি নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে।

স্কোয়াড-ঈশান কিষাণ (অধিনায়ক), অভিমন্যু ঈশ্বরণ (সহ-অধিনায়ক), রিয়ান পরাগ, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ, মহম্মদ শামি, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সন্দীপ পট্টনায়েক, বিরাট সিং, ডেনিস দাস, শ্রীদাম পাল, শরণদীপ সিং, কুমার কুশাগ্র, উৎকর্ষ সিং, মনীশী। **স্ট্যান্ডবাই**-বৈভব সূর্যবংশী, আশীর্বাদ সোয়াইন, মুখতার হুসেন, স্বস্তিক সমল, সুদীপ ঘরামি, রাহুল সিং।

সেঞ্চুরিতে শুরু, সেঞ্চুরিতেই শেষ!

গাভাসকরকে ছুঁয়ে সচিনের রেকর্ডও ভাঙলেন যশস্বী

লন্ডন, ২ আগস্টঃ ইংল্যান্ডের যদি ‘বাজবল’ থাকে, তাহলে ভারতেরও আছে ‘যশবল’। সোজা কথায় যশস্বী জয়সওয়ালের ব্যাটে বেধড়ক মার। সেঞ্চুরি করে ইংরেজ শাসন করছেন ভারতীয় ওপেনার। আর সেই সঙ্গে ভেঙে দিলেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরের রেকর্ড। ওভাল টেস্টের তৃতীয় দিনের শুরু থেকেই যশস্বী এবং আকাশ দীপ ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তাব। ইংরেজ বোলাররা তাঁদের টলাতে পারেননি। ‘নৈশপ্রহরী’ আকাশ দীপ আউট হন ৬৬ রানে। কিন্তু যশস্বী অনড়-অটল। লাঞ্চের আগে তিনি ৮৫ রানে অপরাজিত ছিলেন। কঠিন পিচে ধৈর্য ও অধ্যবসায় কাজে লাগিয়ে ১২৭ বলে সেঞ্চুরি করেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এটা তাঁর চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি। কেরিয়ারে ষষ্ঠ। সেই সঙ্গে তিনি ছুঁয়ে ফেললেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরকে। তিনি ওপেনার হিসেবে ৩৭টি টেস্টে চারটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। যশস্বী করেন ১০ ম্যাচে। তবে এই তালিকায় ১৬ ম্যাচে ৫টি সেঞ্চুরি নিয়ে সবার

উপরে আছেন কেএল রাহুল। যশস্বীর ইনিংস দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পরিবারও। মা-বাবার সামনে সেঞ্চুরির কৃতিত্ব গড়ার সুযোগ ছাড়লেন না ২৩ বছর বয়সি ব্যাটার। সেঞ্চুরির উপর ড্রেসিংরুমের দিকে উড়ন্ত চুম্বনও ছুড়ে দিলেন। পায়ের পেশিতে সামান্য টান ধরেছে ঠিকই, তবে তাতে হাল ছাড়ার ক্রিকেটার নন যশস্বী। অন্যদিকে এই টেস্ট সিরিজে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটাররা ১২টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। যা কোনও টেস্ট সিরিজে ভারতের নিরিখে সর্বোচ্চ। এর আগে ১৯৭৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১১টি সেঞ্চুরি করেছিল ভারত। এদিকে ওভাল টেস্টে জশপ্রীত বুমরাহকে বাদ দিয়েই নেমেছে টিম ইন্ডিয়া। ‘ওয়ার্কলোড’ ম্যানেজমেন্টের জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে খেলেননি তারকা পেসার। এই নিয়ে অনেক প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। তবে বিষয়টা শুধু আর টেস্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এমনকী এশিয়া কাপেও তাঁকে খেলানো হবে কি না, সেই নিয়েও সংশয় দেখা দিচ্ছে। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে এশিয়া কাপ। ফাইনালের ঠিক একসপ্তাহ পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। অর্থাৎ বুমরাহ যদি দুটি ইভেন্টেই খেলেন, তাহলে যে ওয়ার্কলোড নিয়ে এত কথা, সেখানে বিশ্রাম পাচ্ছেন না বুমরাহ। সেখানেই প্রশ্ন। বুমরাহকে এশিয়া কাপে খেলানো হবে নাকি টেস্ট সিরিজে? কারণ এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও টেস্ট সিরিজ আছে। এই দুটো টেস্ট সিরিজে প্রত্যাশিত ফলাফল না হলে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই থেকে অনেকটাই পিছিয়ে যাবে ভারত। আবার পরের বছরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘ড্রেস রিহার্সাল’ এশিয়া কাপ। ফলে বুমরাহকে নিয়ে বিসিসিআই এখন উভয় সংকটে।

ম্যাকাও ওপেনে শেষ ভারতীয়দের লড়াই, সেমিতে হেরে গেলেন লক্ষ্য সেন, মান্নেপল্লি

ম্যাকাও, ২ আগস্টঃ লক্ষ্য পূরণ হল না লক্ষ্য সেনের। শনিবার ম্যাকাও ওপেন সুপার ৩০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সিঙ্গলসে হেরে গেলেন ভারতের এই শাটলার। পাশাপাশি শেষ চারেই লড়াই থেমে গেল অপর ভারতীয় থারুন মান্নেপল্লির। ২০২১ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী এবং বর্তমান কমনওয়েলথ গেমস চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্য হেরে গিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আলউই ফারহানের কাছে। ৩৯ মিনিটের লড়াইয়ে তিনি ১৬-২১, ৯-২১ ব্যবধানে হেরে যান। লক্ষ্য এই মরশুমে ফর্ম এবং ফিটনেস নিয়ে

লড়াই করছেন। এদিন এই ভারতীয় শাটলার হেরে গেলেন বিপক্ষের গতি ও নির্ভুলতার জবাব দিতে না পেরে। শেষ চারের অপর ম্যাচে মান্নেপল্লি এক ঘণ্টা ২১ মিনিটের লড়াইয়ের পর হার মানেন মালয়েশিয়ার জাস্টিন হোহের বিরুদ্ধে। বিশ্বের ৪৭ নম্বর শাটলার ২৩ বছরের মান্নেপল্লি হেরেছেন ২১-১৯, ১৬-২১, ১৬-২১ ব্যবধানে। বিশ্বের ১৭ নম্বর লক্ষ্যের কাছে চলতি মরশুম খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মরশুমে তিনি প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন সাতবার, আর দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে দু’বার। ২৩ বছরের লক্ষ্যকে ভোগাচ্ছে কাঁধ, পিঠ এবং গোড়ালির সমস্যা। সামনেই প্যারিসে রয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে নামার আগে কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য ম্যাকাওয়ে নেমেছিলেন আলমোড়ার প্রবাসী বাঙালি লক্ষ্য।

নিষেধাজ্ঞা মেসির পিছু ছাড়ছে না, এবার নিষিদ্ধ হলেন তাঁর দেহরক্ষী

মায়ামি, ২ আগস্টঃ কদিন আগে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) লিওনেল মেসির এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে ঘটে গেছে নানা কাণ্ড। অল স্টার ম্যাচে না খেলার কারণে এই নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়েছিল মেসিকে। এমএলএসের এমন সিদ্ধান্তে নাকি একেবারেই খুশি হননি মেসি। তবে সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই নতুন করে আরেকটি নিষেধাজ্ঞার খবর পেলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। এবার অবশ্য মেসি নিজে নন, নিষিদ্ধ হয়েছে তাঁর দেহরক্ষী। সূত্রের বরাত দিয়ে মেসির দেহরক্ষী ইয়াসিন চুয়েকোর লিগস কাপে নিষিদ্ধ হওয়ার খবরটি দিয়েছে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন। এর আগে লিগস কাপের শৃঙ্খলা কমিটি জানায়, ইন্টার মায়ামির ক্লাব প্রতিনিধি দলের এক সদস্যকে বুধবার রাতে আটলাসের বিপক্ষে ম্যাচের পর ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কারণে টুর্নামেন্টের

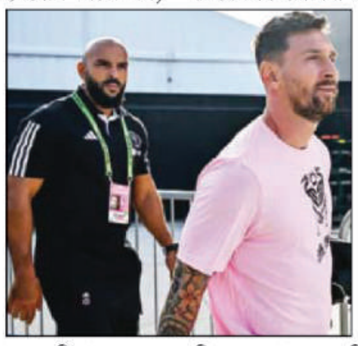

বাকি অংশে সব ধরনের টেকনিক্যাল এরিয়ায় প্রবেশ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরে সূত্র থেকে সেই সদস্য মেসির দেহরক্ষী বলে নিশ্চিত হয় ইএসপিএন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শৃঙ্খলা কমিটি জানিয়েছে, ৩০ জুলাই ইন্টার মায়ামি বনাম ক্লাব আটলাস ম্যাচের পর, ইন্টার মায়ামির ক্লাব প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য পরিচয়পত্র ছাড়া নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে নিয়মবর্হিভূত আচরণ করেছেন। ফলে লিগস কাপ ২০২৫ টুর্নামেন্টের বিধিমালার আলোকে শৃঙ্খলা কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিগস কাপ ২০২৫-এর বাকি অংশজুড়ে সব ধরনের টেকনিক্যাল এরিয়া থেকে নিষিদ্ধ করেছে এবং ইন্টার মায়ামির ওপর একটি অপ্রকাশিত অর্থদণ্ড আরোপ করেছে। আটলাসের বিপক্ষে সেদিন ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের বিতণ্ডা থামাতে মাঠে প্রবেশ করেন মেসির দেহরক্ষী। কিন্তু মাঠে তাঁর প্রবেশ নিয়ে ম্যাচ শেষে প্রশ্ন তোলেন আটলাসের খেলোয়াড়রা। দলটির ডিফেন্ডার দোরিয়া বলেছেন, ‘‘আমরা জানি আমাদের পরিচালনা পর্ষদ খুব ভালোভাবে কাজ করে এবং তারা বিষয়টি সামলাবে। আমি বুঝি মেসিকে মাঠে ঢুকে পড়া কোনো ভক্তের হাত থেকে বাঁচাতে তার দেহরক্ষী সেখানে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু খেলোয়াড়দের ব্যাপারে নাক গলানোর জানি না ঠিক কী, খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনো ব্যাপারে তার সে অনুমতি নেই।’’ দোরিয়া আরও বলেছেন, ‘‘এই বিষয়ে আমাদের বেশি কিছু বলার বা মত দেওয়ার নেই। তবে বোর্ড এবং লিগস কাপের দায়িত্বশীলরা ইতিমধ্যেই ঘটনাটি দেখেছেন এবং কী করা উচিত আর কী নয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। যতক্ষণ বিষয়টি শুধু মেসিই নয়, মাঠে থাকা সব খেলোয়াড়ের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়, ততক্ষণ তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে কেউই তা মেনে নেবে না। তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার দায়িত্ব নয়।’’

ফেডারেশনের ঘোষণার পর জল্পনায় খাদিল জামিলের ভবিষ্যৎ! সিদ্ধান্ত নেবে জামশেদপুর?

জামশেদপুর, ২ আগস্টঃ জল্পনায় শিলমোহর ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে খালিদ জামিলকে। বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থার টেকনিক্যাল ও এক্সিকিউটিভ কমিটির যৌথ বৈঠকে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে শিলমোহর পড়ে। যদিও বর্তমানে জামশেদপুর এফসির হয়ে কোচিংয়ের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। দেশীয় ও বিদেশি মিলিয়ে মোট ১৭০ জন কোচ আবেদন করেছিলেন ভারতের কোচের পদে। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত তালিকায় উঠে আসেন তিনজন খালিদ জামিল, প্রাক্তন ভারতীয় কোচ স্টিফেন কনস্টানটাইন এবং স্লোভাকিয়ার স্টেফান টারকোভিচ। শেষমেশ দেশীয় প্রতিভাকেই গুরুত্ব দিয়ে খালিদ জামিলের হাতেই তুলে দেওয়া হল ভারতের কোচের দায়িত্ব। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলের এক মাইলফলক। ১৩ বছর পর কোনও ভারতীয় কোচ সিনিয়র জাতীয় দলের দায়িত্ব পেলেন। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, আইএসএলে সফলতার সঙ্গে দলকে প্লে-অফে নিয়ে যাওয়া প্রথম ভারতীয় কোচ তিনি। ২০২০-২১ মরসুমে তাঁর কোচিংয়ে নর্থইস্ট ইউনাইটেড নজরকাড়া পারফর্ম্যান্স করেছিল। বর্তমানে জামশেদপুর এফসির সঙ্গে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন খালিদ। ক্লাবের সিইও মুকুল চৌধুরী জানিয়েছেন, ‘‘ফেডারেশনের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। খালিদকে ছাড়ার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তাঁর ইচ্ছাটাও গুরুত্ব পাবে।’’ তবে জামশেদপুর এফসিও স্বীকার

করেছে, ‘‘খালিদ জামিল ভারতীয় কোচ হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় আমরা খুশি। তার বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন।’’ এখনও পর্যন্ত কোনও আন্তর্জাতিক দলের কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা নেই খালিদের। তবে তাঁর বিপুল ক্লাব অভিজ্ঞতা ও খেলোয়াড় জীবনের সুবাদে ভারতীয় ফুটবলারদের মনস্তত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক দিকটি তিনি ভালোভাবেই বোঝেন, এমনটাই মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। এক সময় ভারতীয় দলের মিডফিল্ডার ছিলেন খালিদ জামিল। ফুটবলার জীবন শেষে কোচিংকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে নিজের যোগ্যতায় বারবার নিজেকে প্রমাণ করেছেন। মুম্বই এফসি, ইস্টবেঙ্গল, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং জামশেদপুর এফসিতে তার ছাপ রেখে গেছেন তিনি। ফেডারেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় প্রতিভা ও দেশীয় কোচদের সুযোগ দেওয়ার নীতিই বড় ভূমিকা নিয়েছে। সাবেক ফুটবলার থেকে বিশ্লেষক অনেকেই ভারতীয় কোচ নিয়োগের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাদের মতে, একজন দেশীয় কোচই দেশের খেলোয়াড়দের মানসিকতা, সংস্কৃতি ও খেলার ধরন ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম। নতুন দায়িত্ব পেয়ে খালিদের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে কাফা নেশনস কাপ। সেখানে ভারতের গ্রুপে রয়েছে শক্তিশালী ইরান, তাজিকিস্তান ও আফগানিস্তান। এই কঠিন সফরে দলকে আত্মবিশ্বাস, সংহতি এবং সাহস দিয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে খালিদ জামিলকে। তাঁর নিয়োগ নিঃসন্দেহে ভারতীয় কোচদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং হয়ত নতুন যুগের সূচনা ভারতীয় ফুটবলে। তাই ফেডারেশনের পদক্ষেপ আপাতত আশার আলো দেখাচ্ছে কোটি ফুটবলপ্রেমীর চোখে।

মেসির সঙ্গে খেলার তাড়নাতেই মায়ামিতে দি পল

জাতীয় দলে দুজন একসঙ্গেই খেলেন। দুজনের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাও ফুটবল বিশ্বের অনেকেরই জানা। কিন্তু এতটুকুতে মন ভরেনি রদ্রিগো দি পলের। তার হৃদয়ে তেষ্টা ছিল ক্লাব ফুটবলেও লিওনেল মেসির সঙ্গী হওয়ার। সেই স্বপ্ন অবশেষে পূরণ হয়েছে ইন্টার মায়ামিতে। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার জানালেন, এই দলবদলের প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন স্বয়ং মেসিও।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে সম্প্রতি ধারে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন দি পল। আপাতত চুক্তি ছোট্ট সময়ের জন্য, স্রেফ বছরের বাকি সময়টায় তিনি থাকবেন মেজর লিগ সকারের ক্লাবটিতে। তবে চুক্তি অনুযায়ী সুযোগ আছে পরবর্তীতে চার বছরের পাকাপাকি চুক্তির। তেমন কিছু হবে কি না, তা বলবে সময়। আপাতত স্বপ্ন পূরণ করতে পারার আনন্দে ভাসছেন, ইএসপিএনকে বললেন দি পল। ‘‘যখনই লিওর সঙ্গে কথা হতো, আমাদের স্বপ্ন ছিল একসঙ্গে খেলার। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে আমরা যা করেছি, তা ক্লাব ফুটবলে বয়ে আনার। সেই স্বপ্নই এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। তারা জানত যে আতলেতিকো মাদ্রিদে আমার চুক্তির স্রেফ এক বছর বাকি আছে এবং জর্জে মাস (ইন্টার মায়ামির স্বত্বাধিকারীদের একজন) মাদ্রিদে এসেছিলেন। আতলেতিকোর মালিকপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মাসের। যখন আলোচনা শুরু হলো এবং বাস্তবে রূপ পাওয়ার পথে এগোলো, তখনই আমরা কথা বলছিলাম লিওর সঙ্গে খেলা, প্রতিটি দিন মাঠে, ড্রেসিং রুমে তার সঙ্গে থাকার সেই স্বপ্ন নিয়ে।’’ ৩১

বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার জানালেন, মায়ামিতে যোগ দেওয়ার গোটা প্রক্রিয়া গুরুত্ব দিয়ে দেখভাল করেছেন তার আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ‘‘আলোচনায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার মহত্ব তার (মেসি) ছিল, বিশেষ করে সে নিশ্চিত করতে চেয়েছে, আমি যেন এমন অবস্থানে থাকি যে সবকিছু খুব ভালোভাবে হচ্ছে। সে খুবই মনোযোগী ছিল গোটা প্রক্রিয়ায়। যখন সব চূড়ান্ত হলো, তার কাছ থেকে ফোনকল পেলাম। মায়ামিতে যখন এলাম, পরদিন সকালেই লিও ক্লাবে আসে আমার খোঁজখবর নিতে, আমার কী লাগবে, কেমন আছি, এসব জানতে। এটাই বন্ধুত্ব। দারুণ তৃপ্তিদায়ক মুহূর্ত ছিল সেটি।’’ এমনিতে ইন্টার মায়ামির আবহ সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা ছিল না দি পলের। তবে এটুকু জানতেন, মেসি যেখানে আছে, সেই ক্লাবের লক্ষ্য শিরোপা জয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। ‘‘লিওকে যারা চেনেন, সবাই জানেন, সে যেখানেই যাবে, জয়ের তাড়নাই তার থাকবে। সে সবসময়ই জয়ের জন্য লড়তে চায় এবং তার ক্লাব ও জাতীয় দলের জন্য মূল নিয়ামক হতে চায়। কাজেই আমি জানতাম যে কোথায় যাচ্ছি এবং আমার বর্তমান পরিস্থিতি ও বয়স অনুযায়ী আমার কাছে কী চাওয়া ক্লাবের। ক্লাবের ড্রেসিং রুম আমাকে চমকে দিয়েছে, উচ্ছ্বসিত করেছে। মানসম্পন্ন সব ফুটবলার আছে এখানে, কজনকে আমি চিনি, কজনকে চিনতাম না। তবে যেভাবে সবাই পরিশ্রম করে, যে একাগ্রতা, তাদের নিবেদন, এসবেই ফুটে ওঠে ক্লাবের চাওয়া। ক্লাবটি বেড়ে উঠছে এবং বড় একটি জায়গা হয়ে উঠছে। সেটির জন্য ট্রফি জিততে হবে।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com